BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1076 ♦ Friday 06 February - Thursday 12 February 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেন শঙ্কিত?

--১৫ পৃষ্ঠায়

ভোটের মাঠে অজানা আতঙ্ক

● ১ হাজার ৫১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

॥ এম.হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র ক'দিন বাকী। বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর পৃথক জোট ছাড়াও জাতীয় পার্টিসহ বেশ কয়েকটি দল আলাদা ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করছে। সারাদেশে দলগুলোর জাতীয় নেতারা তাদের প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশাপাশি নেতারা তাদের দল সরকার গঠন করলে দেশের মানুষের ভাগ্যন্নোয়নে কি কি করবেন তার ফিরিস্থি তুলে ধরছেন। তবে আওয়ামীলীগ ছাড়া এই নির্বাচনে ভোটের মাঠে নেই কোন আমেজ। দীর্ঘ দিন থেকে নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ের পর অবশেষে ১২ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ ভোটদানের দিন তারিখ নির্ধারণ করেছে

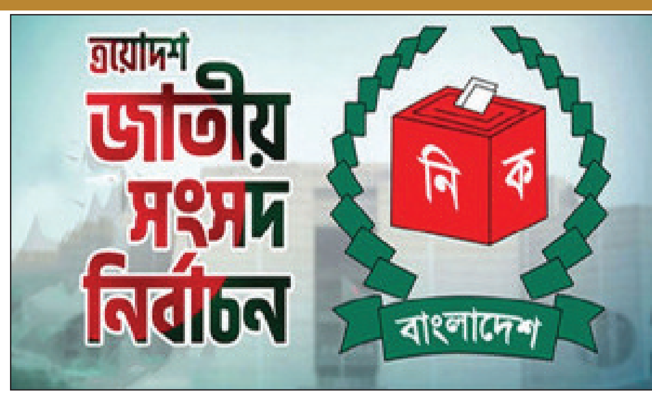

নির্বাচন কমিশন।

দেশে নির্বাচনকে সামনে রেখে চায়ের কাপে ঝড় উঠার কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারণে সর্বত্র বিরাজ করছে পিনপতন নিরবতা। জনগণের মধ্যে যেন বিরাজ করছে অজানা আতঙ্ক। ঢালাও ভাবে সাধারণ ভোটাররা কারো পক্ষে মন্তব্য করা থেকে বিরত রয়েছেন। সরকারের পক্ষ থেকেও নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্ঠি করা হচ্ছে। নির্বাচনের সময় হাসপাতালগুলো ২৪ ঘন্টা চালু রাখা, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে এম্বুলেন্স রাখার ঘোষণায় মানুষের মধ্যে আতঙ্কের শেষ নেই। এ রকম অসংখ্য তথ্য ও গুজব নিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় নির্বাচনের মাঠে নেই কোন আমেজ এমনটাই জানিয়েছেন, মাঠ পর্যায়ের সাধারণ ভোটারগণ।

নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে দেশে বাড়ছে সহিংসতা। বিভিন্ন এলাকায় প্রধান দুই দলের সমর্থক ছাড়াও নিজের মধ্যে মারামারি-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলছে।

এদিকে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্যাপক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে --১৬ পৃষ্ঠায়

দেশে আটকা কয়েক'শ যুক্তরাজ্য প্রবাসী

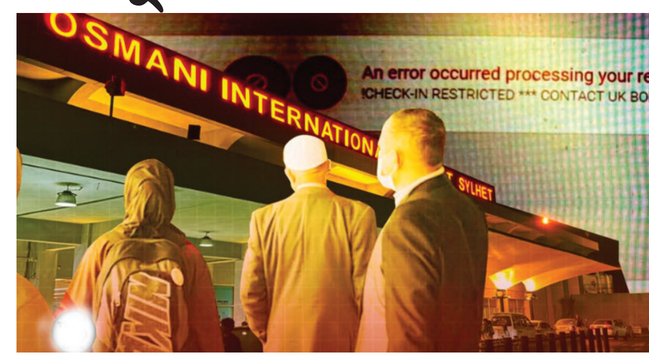

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাজ্য ফেরত বাংলাদেশী পাসপোর্টধারী যাত্রীদের বৈধ ভিসা, নিশ্চিত টিকিট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থাকার পরও এখন নতুন আতংক ইমিগ্রেশন। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কিংবা সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনেক যাত্রীকে বোর্ডিং পাস দেওয়া হ"ছ না। তাই অসংখ্য যাত্রী বিমান বন্দর থেকে ফেরত যা"ছন। ইতোমধ্যে কয়েক'শ যাত্রী এই জটিলতায় পড়েছেন বলে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। ইমিগ্রেশন জটিলতা নিরসনে লন্ডনে আইনী সহায়তার জন্য বিমানবন্দর ফেরত যাত্রীদের আত্মীয় স্বজনেরা দৌড়ঝাপ করছেন।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত এক সপ্তাহে অন্তত ৫০ জন যাত্রী চেক-ইন কাউন্টার থেকেই ফিরে গেছেন বলে জানিয়েছেন --১৬ পৃষ্ঠায়

সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন আর নেই

ক্লাব নেতৃবৃন্দের শোক

স্টাফ রিপোর্টার : কমিউনিটির পরিচিত মুখ এটিএন বাংলা ইউকের বার্মিংহাম প্রতিনিধি কায়সারুল ইসলাম সুমন আর নেই। তিনি বাংলাদেশে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। --১৬ পৃষ্ঠায়

সিলেটে যুক্তরাজ্য প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার

সিলেট অফিস : সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলার হাওর থেকে আগুনে পোড়ানো ও গলায় দড়িবাঁধা অবস্'ায় এক লন্ডন প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের সাতঘরি ও বিলপার এলাকার মধ্যবর্তী কোনারবন্দ হাওর থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তবে এখনো এ ঘটনার রহস্য উদঘাটন করতে পারেনি পুলিশ।

নিহত বুরহান উদ্দিন শফি (৫৯) সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার মৃত সমছু মিয়ার ছেলে ও সিলেট নগরীর আম্বরখানা এলাকার ৩৪/৪১ নম্বর

বাসার বাসিন্দা। তিনি যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্ট এলাকার বাসিন্দা বলে জানাগেছে।

পুলিশ জানায়, নিহত বুরহান উদ্দিন শফি গত ৩০ জানুয়ারি সিলেট থেকে কুলাউড়া যাওয়ার পথে নিখোঁজ হন। এ ঘটনায় স্বজনরা সিলেটের এয়ারপোর্ট থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরিও করেন। পরে মঙ্গলবার দুপুরে জকিগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর ইউনিয়নের সাতঘরি ও বিলপার এলাকার মধ্যবর্তী কোনারবন্দ হাওর থেকে একটি মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। স্'ানীয় কয়েকজন ব্যক্তি হাওরে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে জকিগঞ্জ থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্'লে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। মরদেহটির শরীরের বিভিন্ন স্'ানে আগুনে পোড়ানোর স্পষ্ট চিহ্ন ছিল এবং গলায় দড়ি প্যাঁচানো অবস্'ায় লাশটি পড়ে থাকতে দেখা --১৬ পৃষ্ঠায়

এপস্টেইন ফাইলে শেখ হাসিনার নাম!

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন সম্পর্কিত নতুন ৩০ লাখের বেশি নথি প্রকাশ হয়েছে। যেখানে দেখা গেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নাম।

এবার ওইসব নথি থেকে বের হয়ে এসেছে বাংলাদেশের পলাতক ও দণ্ডিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামও।

হাসিনার সঙ্গে এপস্টেইনের টিমের যোগাযোগ ছিল। তবে সরাসরি শেখ হাসিনার নাম সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। এর বদলে --১৬ পৃষ্ঠায়

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও নির্বিচারে আটক চলছেই

পোস্ট ডেস্ক : আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্বিচারে আটক করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও তা অব্যাহত আছে। নিউ ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্'া হিউম্যান রাইটস ওয়াচের (এইচআরডব্লিউ) ২০২৬ সালের বৈশ্বিক মানবাধিকার প্রতিবেদনের বাংলাদেশ অধ্যায়ে এ কথা বলা হয়েছে। গতকাল বুধবার এইচআরডব্লিউর ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। আজ বৃহস্পতিবার এশিয়া অঞ্চলের পরিস্'িতি নিয়ে ব্যাংককে এইচআরডব্লিউর সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'শেখ হাসিনার স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের

পতনের পর ২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বা প্রতিশ্রুত মানবাধিকার সংস্কার বাস্তবায়নে হিমশিম খেয়েছে। এইচআরডব্লিউ বলেছে, শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনামলের বৈশিষ্ট্য হিসেবে পরিচিত ব্যাপক গুমসহ ভয় ও দমনের যে পরিবেশ ছিল, তার কিছু অংশ শেষ হয়েছে বলে মনে হয়। তবে অন্তর্বর্তী সরকার হাজার হাজার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্বিচারে আটক করেছে এবং মে মাসে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে। গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ২০২৪ সালের বিক্ষোভ দমনের চেষ্টার সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড --১২ পৃষ্ঠায়

দেশে গণপিটুনিতে নিহত ১৮১ জন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর দায়িত্ব নেওয়া অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের গত ১৭ মাসে ৪৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে গত এক বছরেই অর্থাৎ ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে খুন হয়েছে ৩৩ জন। আর গণপিটুনিতে গত ১৭ মাসে ১৮১ জন নিহত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্'া 'অধিকার' তাদের প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে।

গত বুধবার ২০২৫ সালের বার্ষিক মানবাধিকার প্রতিবেদন নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে সংস্'াটি। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের গত ১৭ মাসের তথ্যও তুলে ধরা হয়েছে। ২০২৪

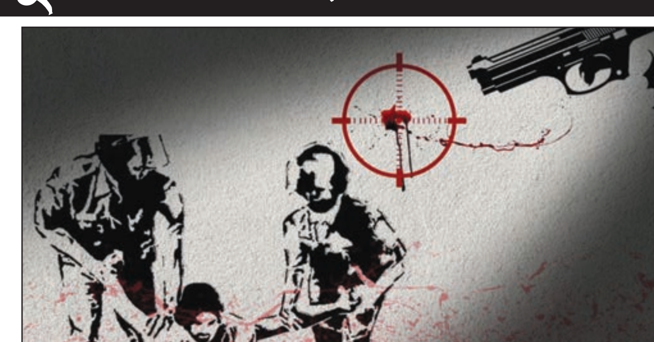

সালের ৯ আগস্ট থেকে এই হিসাব করেছে অধিকার।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তথ্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৯ আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত হত্যার শিকার হয়েছে ১২ জন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, গত এক বছরে কারাগারে ১০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনকে পিটিয়ে হত্যা করা --১৭ পৃষ্ঠায়

ইসরায়েলকে যুক্তরাজ্যের সমর্থন বন্ধের দাবিতে লন্ডনে হাজারো মানুষের মিছিল

আনসার আহমেদ উল্লাহ : গত শনিবার, ৩১ জানুয়ারি, হাজারো মানুষ মধ্য লন্ডনের রাস্তায় নেমে আসে ২০২৬ সালের প্রথম জাতীয় প্যালেস্টাইন সলিডারিটি ক্যাম্পেইন (পিএসসি) মিছিলে অংশ নিতে। বিক্ষোভকারীরা গাজায় ইসরায়েলের চলমান হামলাকে "গণহত্যা" হিসেবে উল্লেখ করে এর অবসান এবং ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

'গণহত্যা বন্ধ করো', 'গাজা ছাড়ো' ও 'ইসরাইলকে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করো' শিরোনামে এই কর্মসূচিটি দুপুর ১২টায় রাসেল স্কয়ার থেকে শুরু হয়।

যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিক্ষোভকারীরা এতে অংশ নেন। মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ফিলিস্তিনি পতাকা বহন করেন এবং "ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করো " লেখা প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

আয়োজকদের মতে, গাজায় যুদ্ধ আরও এক বছরে প্রবেশ করায় এবং ব্যাপক বেসামরিক প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ চলতে থাকায়, ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাজ্যের কূটনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের বিরুদ্ধে সরকারের ওপর চাপ বজায় রাখাই এই বিক্ষোভের মূল লক্ষ্য।

পিএসসির এক মুখপাত্র বলেন, "ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গণহত্যা এখনো শেষ হয়নি। একটি রাষ্ট্র যখন গণহারে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে, তখন যুক্তরাজ্য তার অস্ত্র সরবরাহ ও সমর্থন চালিয়ে যেতে পারে না। এই মিছিল প্রমাণ করে যে ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি এবং জনরোষ এখনো প্রবল।"

মিছিলটি মধ্য লন্ডনের বিভিন্ন সড়ক দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে অধিকারকর্মী, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও আন্দোলনকারীরা বক্তব্য রাখেন। তারা অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ এবং ইসরায়েলের কাছে যুক্তরাজ্যের অস্ত্র রপ্তানি বন্ধের দাবি জানান।

মিছিলটি শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৩ সালের শেষ দিক থেকে লন্ডনে ধারাবাহিকভাবে বড় আকারের ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এর ফলে যুক্তরাজ্যের রাজধানী বিশ্বব্যাপী ফিলিস্তিন সংহতি আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী মাসগুলোতে আরও কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

লন্ডনে ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল (এমডি) কে সংবর্ধনা

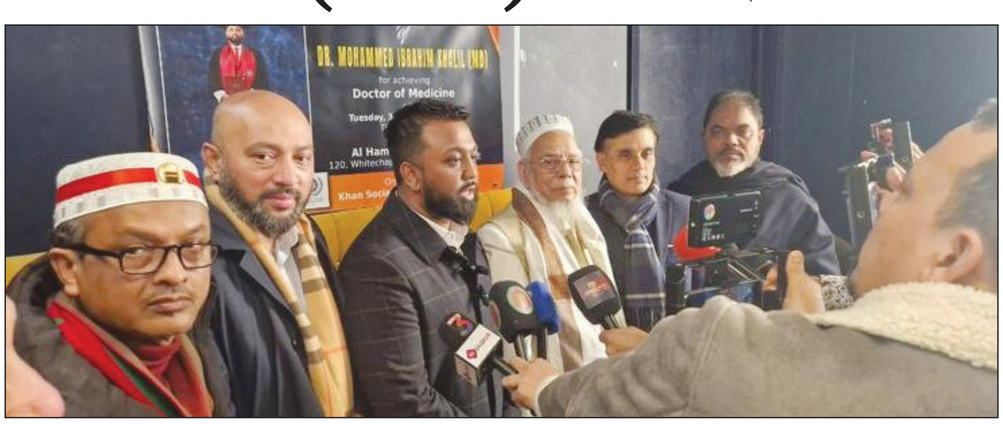

অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে খাঁন সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে ডা মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল মেডিসিন অফ ডাক্তার এচিবমেন্ট হওয়াতে কমিউনিটির শিক্ষক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের উপস্থিতিতে লন্ডনে এক উচ্চ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন দেওয়ান গৌস সুলতান। সভা পরিচালনা করেন মোহাম্মদ নাসির। তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্ব হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান।

সভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ জাহিদ হাসান, শাহ আজিজ, আনসার আহমদ উল্লাহ, সফিক আহমদ, এডভোকেট করিম মিয়া, আনিসুর রহমান আনিস, আলিমুজ্জামানা, মুজিব হোসেন, সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, শাহ ফারুক, শাহ এমরান হোসেন প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ডাক্তাররা শুধু রোগের চিকিৎসা করেন না, তারা মানুষের আস্থার প্রতীক হিসেবে সুস্থ সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

যেকোনো দুর্যোগে চিকিৎসকদের আত্মত্যাগ, মানবিক দায়িত্ববোধ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

ডাক্তারদের সুচিকিৎসা এবং পরামর্শে মানুষ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

ডাঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল তার সেবা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসবেন বলে আমরা আশা করি।

সভায় বক্তাগণ ডা ইব্রাহিমকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানান।

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী দি এইডেড হাই স্কুল ইউকে কমিউনিটির উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলা

লন্ডন: সিলেটের ঐতিহ্যবাহী দি এইডেড হাই স্কুল ইউকে কমিউনিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের এক মিলনমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মাহমুদ হাসান এমবিই এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মারুফ হাসান ও জুয়েল চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ফজলুর রহমান।

এছাড়া অন্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেইন, পারভেজ কুরেশি বিইএম, বিবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট রফিক হায়দার, আলিমুজ্জামান, সাংবাদিক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, এম বদরুজ্জামান, আব্দুল করিম, মুমিতুর রেজা চৌধুরী, মহসিন রেজা, শাহীন মোস্তফা, সাবুল জামান, মাফিজুর রব, সাংবাদিক আহাদ চৌধুরী বাবু, এহতেশাম উদ্দিন বুলবুল সহ বহু প্রাক্তন শিক্ষার্থী।

কমিউনিটির উন্নয়ন, সমাজসেবা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয় মকবুল আহমেদ, মাহমুদ হাসান এমবিই, ডক্টর আনসার আহমেদ উল্লাহ, রফিক হায়দার, শাহীন মোস্তফা, এহতেশাম উদ্দিন বুলবুল, পারভেজ কুরেশি, আহবাব হুসেইন, ফেরদৌস আহমেদ, আহাদ চৌধুরী বাবু ও সাবুল জামানকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে চৌধুরী মাজদুস সুবহান রন্টি দি এইডেড হাই স্কুলের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরেন। এরপর প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাঁদের স্কুলজীবনের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং আগামী সামারে আরও বড় পরিসরে পুনর্মিলনী আয়োজনের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ২০২৮ সালে স্কুলের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি বড় পরিসরের আয়োজনের আশাও প্রকাশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফজলুর রহমান বলেন, "আমি নিজেও এই স্কুলের একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী। দীর্ঘদিন পর সবাইকে একসঙ্গে পেয়ে আনন্দিত।"

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নির্মাণ স্কুল লেজেন্ডস ট্রফি ইউকে ২০২৫ টুর্নামেন্টে রানারআপ হওয়া দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি অতিথিদের মাঝে স্মারক উপহার বিতরণ করা হয়।

মামুনুর রহমানের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শুরু হয় এবং রাতের খাবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

শেষে আয়োজকরা আগত সকল প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসে বিশ্ব বৈচিত্র্যের অনন্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

বিশ্বের নানা দেশের সুস্বাদু রেসিপি নিয়ে তৈরি একটি কুকবুক, অভিবাসনের ঢেউকে ধারণ করা চলচ্চিত্র নির্মাণ, কমিউনিটির প্রতিকৃতি ও গল্পভিত্তিক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, টাওয়ার হ্যামলেটসে আয়োজিত বহুসংস্কৃতির উৎসব "দ্য বেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ওয়ান বারা"-এর প্রধান আকর্ষণ।

গত ২২ জানুয়ারি কাউন্সিলের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেয় বিভিন্ন কমিউনিটি গ্রুপ, যারা গত বছর সরকারি অর্থায়নে সৃজনশীল প্রকল্প সম্পন্ন করেছিলেন।

হোয়াইটচ্যাপেলভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সোসাইটি লিংকস স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তৈরি করেছে একটি ব্যতিক্রমী কুকবুক, যাতে স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, গ্রেনাডা, সুদান এবং ইরাকের ঐতিহ্যবাহী রেসিপি।

কুকবুকটি বারার বহুসাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তুলে ধরে এবং এটা প্রমান করে যে খাবার মানুষকে একত্রিতও করতে পারে।

সোসাইটি লিংকসের পক্ষ থেকে জয়েস আর্কবোল্ড বলেন, "কুকবুক তৈরি করার কাজটি ছিল এক ধরনের রোমাঞ্চ ও চ্যালেঞ্জ, যা টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণবন্ততা ও বৈচিত্র্যের প্রমাণ দেয়। বইয়ের সব রেসিপিগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে এসেছে এবং এক জায়গায় সংকলিত হয়েছে। প্রতিটি রেসিপির পেছনে একটি বিশেষ গল্প রয়েছে এবং এটি এমন কিছু যা অংশগ্রহণকারীরা সত্যিই সবার সঙ্গে শেয়ার করে নিতে চেয়েছিলেন।"

মাইল এন্ড কমিউনিটি প্রজেক্টের দুটি প্রকল্প: একটি অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র, যেখানে বারার অভিবাসনের গল্প উঠে এসেছে। আরেকটিতে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী, যেখানে স্থানীয় বাসিন্দা এবং তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে।"

মাইল এন্ড কমিউনিটি প্রজেক্টের নুরুল ইসলাম বলেন, "৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বারাতে কাজ করতে করে আমাদের প্রজেক্টগুলো পরিচিতি পেয়েছে, অভিবাসন ও একসাথে মিলেমিশে করে আসা হয়েছে।

'উই আর টাওয়ার হ্যামলেটস' প্রমান করে এখানে ভিন্নতাকে শুধু সম্মানই করা হয় না, বরং মূল্যও দেওয়া হয়। এটি এমন একটি বারা যেখানে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং মিলেমিশে থাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কমিউনিটি গড়ে উঠেছে।"

তিনি আরও বলেন, "এটি কমিউনিটি সংহতির একটি জীবন্ত উদাহরণ। যেখানে বহু কণ্ঠ, সংস্কৃতির মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে টাওয়ার হ্যামলেটসকে বসবাসের ও উন্নতির একটি স্থান হিসেবে গড়ে তুলেছে।"

আগামী ১০ বছরের জন্য কাউন্সিল তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ট্র্যাটিজিক ভিশন 'আওয়ার টাওয়ার হ্যামলেটস - ভিশন টু ২০৩৫' লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেছে। যার লক্ষ্য হলো বৈষম্য ও দারিদ্র্যের চক্র ভাঙা এবং সকল বাসিন্দা যেন তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

দ্য বেস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ওয়ান বারা ভিশন বাস্তবায়নের ধারাবাহিক আয়োজনের একটি অংশ। যার উদ্দেশ্য বারায় বহুতজাতির বৈচিত্র্য উদযাপন, বাসিন্দাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমি টাওয়ার হ্যামলেটসে বড় হয়েছি এবং এখানে আমার পরিবার গড়ে উঠেছে। তাই এই এলাকাটি আমার কাছে অত্যন্ত স্পেশাল।

"এই বারায় আমার অগ্রগতি ও উন্নতির সুযোগ হয়েছে। আমি চাই আমাদের প্রতিটি বাসিন্দাই যেন একই সুযোগ পান।

"এই ভিশন আমাদের বারার প্রতিটি মানুষের ভালোবাসার প্রতিফলন এবং এই ভিশনকে আরও উন্নত করতে আমাদের কোন কোন ক্ষেত্রে মনোযোগ দেওয়া দরকার তা তুলে ধরে।"

ইকুয়ালিটিস এন্ড সোশাল ইনক্লোশন বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর বদরুল চৌধুরী বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটসকে আমরা এমন একটি বারা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই যেখানে সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকবে এবং কমিউনিটি নিয়ে গর্ব অনুভব করবে।

"আমাদের বৈচিত্র্যই আমাদের শক্তি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, টাওয়ার হ্যামলেটসের মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়েছে এবং একে অপরকে সমর্থন করেছে।"

আমাদের ভিশন 'আওয়ার টাওয়ার হ্যামলেটস - ভিশন টু ২০৩৫' সম্পর্কে আরও জানুন - www. Our Tower Hamlets - Vision to 2035

Subject to availability. Selected stores. GB only. Prices correct and checked on 15.01.2026. Prices and packaging may vary. Laila Gold Basmati Rice, 10kg, £13.49, £1.35/kg. Laila Mango Pulp Kesar, 850g, £1.75, £2.06/kg. Laila Green Lentils, 1kg, £1.99, £1.99/kg. Laila Chana Dal, 1kg, £1.49, £1.49/kg. Regal Bakery Madeira Cake Slices, 370g, £1.59, £4.30/kg. KTC Finest Quality Pure Butter Ghee, 500g, £5.99, £11.98/kg. Laila Gram Flour, 2kg, £2.99, £1.50/kg. Humza Paratha, 1.6kg, £2.75, £1.72/kg. Bombay Mix, 325g, 99p, 30.5p/100g. Rubicon Still Lychee Juice, 1L, £1.55, 15.5p/100ml. Rubicon Still Mango Juice, 1L, £1.55, 15.5p/100ml.

চ্যারিটি বোট রেইসের ৫ম বার্ষিকির প্রস্তুতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন

লন্ডনের চ্যারিটি বোট রেইস বা নৌকা বাইচ এখন কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং সামাজিক ঐক্য ও আর্তমানবতার সেবায় একটি বড় আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। আগামী ১৪ জুন লন্ডনের রেগাট্টা সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে চ্যারিটি বোট রেইস বা নৌকা বাইচ এর ৫ম আসর। এবারের আসরটি উৎসর্গ করা হয়েছে এই আয়োজনের অন্যতম স্বপ্নদ্রষ্টা মরহুম শায়খ ফাহিমুল আনামের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে।

'দ্য রেইস ফর হিউম্যানিটি' বা "মানবতার কল্যাণে নৌকা বাইচ" এই স্লোগানকে সামনে রেখে পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত হতে যাচ্ছে চ্যারিটি বোট রেইস। সোমবার পূর্ব লন্ডনের সিইজি কমিউনিটি সেন্টারে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এবারের আসরের আনুষ্ঠানিক লোগো ও বিস্তারিত কর্মসূচি উন্মোচন করা হয়।

গিফট ফাউন্ডেশন, সিস্টার্স ফোরাম এবং নিউহ্যাম ইউথ লিঙ্কের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত এই ইভেন্টটি এবার আরও বড় পরিসরে অনুষ্ঠিত হবে আশা করা হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় থাকছে বিশেষ ৪টি ক্যাটাগরি, যার মধ্যে রয়েছে উপজেলা চ্যালেঞ্জ, সিস্টার্স রেইস বা নারীদের জন্য পৃথক প্রতিযোগিতা, মসজিদ চ্যালেঞ্জ এবং কমিউনিটি লিডার্স কাপ।

লঞ্চিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিকন ইনস্টিটিউট ও গিফট ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি শায়েখা সেলিনা। তিনি তাঁর প্রয়াত স্বামী শায়খ ফাহিমুল আনামের রেখে যাওয়া এই মহতী উদ্যোগকে এগিয়ে নেয়ার জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

আয়োজকদের প্রতিনিধি রশিদ আলী বলেন, "এটি কেবল একটি নৌকা বাইচ নয়, এটি পরিবর্তনের একটি আন্দোলন। আমাদের প্রতিটি বৈঠার টান সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য। আমরা চাই পুরো কমিউনিটি এই মহৎ কাজে আমাদের সাথে যুক্ত হোক।"

এবারের আয়োজনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে রিকশা রাইড, ক্যারাম বোর্ড প্রতিযোগিতা, ঐতিহ্যবাহী লুঙ্গি দৌড় এবং ফ্যামিলি পিকনিক জোন। এছাড়াও থাকবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও খাবারের স্টল।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, এবারের পার্টনার হিসেবে থাকছে 'মুসলিম চ্যারিটি'। যে দলগুলো চ্যারিটি প্রজেক্টের জন্য অন্তত ২ হাজার পাউন্ড তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নেবে, তাদের জন্য ৬০০ পাউন্ডের এন্ট্রি ফি মওকুফ করা হবে। পাশাপাশি থাকছে ফ্রি ট্রেনিং সেশন। ইতিমধ্যে উপজেলা টিম সমূহ বাংলাদেশের ইসলামপুরে অবস্থিত বস্তির শিশুদের নিয়ে পরিচালিত স্কুলের জন্য তহবিল সংগ্রহে একমত হয়েছেন। অন্যদিকে, মসজিদ চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজ নিজ মসজিদের জন্য বিশেষ ছাড়ে তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেন।

সুস্থ জীবনধারা এবং সমাজসেবাকে উৎসাহিত করতে আয়োজক কমিটি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিবর্গকে স্পনসর হিসেবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। ১৪ জুন রবিবারের এই আয়োজনকে ঘিরে এখন থেকেই শুরু হয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি। উদ্যোক্তার আশা করছেন আর দেরি না করে শাহী করবেন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আগামী পঞ্চম নৌকা বাইচে অংশ নিতে আর দেরি না করে এখনই রেজিস্ট্রেশন করবেন।

সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন এর মৃত্যুতে মাহিদুর রহমানের গভীর শোক

যুক্তরাজ্য বিএনপির বার্মিংহাম ওয়েস্ট মিডল্যান্ড শাখার নেতা বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কায়সারুল ইসলাম সুমন বাংলাদেশ সফররত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দু:খ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সাবেক আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহিদুর রহমান।

আজ এক শোকবার্তায় মাহিদুর রহমান বলেন, সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন এর মৃত্যুতে মরহুমের পরিবারের মতো দেশে ও প্রবাসে বিএনপির নেতাকর্মীগণ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী দলের একজন এক নিবেদিত প্রাণ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সংগ্রামে তার অবদান ছিল অপরিসীম। সাংবাদিকতার পাশপাশি কমিউনিটির সেবায় তিনি ছিলেন সর্বদা অগ্রগামী। তিনি সকলের কাছে একজন সজ্জন, বিনয়ী ও সাহসী নেতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তার নেতৃত্বের গুণাবলী সকলের কাছে অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তার মৃত্যুতে আমরা সমাজের একজন বিচক্ষণ ত্যাগী নেতাকে হারালাম।

শোকবার্তায় মাহিদুর রহমান আরও বলেন, "মরহুম সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন সমাজ সেবা ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক দক্ষ রাজনীতিবিদ। মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর হাতেগড়া সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির দর্শন, নীতি ও আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে যুক্তরাজ্যের পাশাপাশি তার নিজ এলাকা মৌল্‌ভীবাজার জেলাধীন বড়লেখা ও জুড়ী উপজেলায় বিএনপিকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিনত করতে মরহুম সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তা নেতাকর্মীদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে "।

শোকবার্তায় মাহিদুর রহমান মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে পরকালে জান্নাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

হোয়াইটচ্যাপেল স্পোর্টস সেন্টারে উদ্বোধন হলো নতুন সৌনা

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল হোয়াইটচ্যাপেল স্পোর্টস সেন্টারে দুটি নতুন কাস্টমাইজড অ্যাসপেন সাউনা স্থাপনে অতিরিক্ত£৮০ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে, যা গোটা বরোর স্বাস্থ্যকর কমিউনিটি গড়ে তুলতে ও অবসর সুবিধা উন্নত করতে কাউন্সিলের প্রতিশ্রুতির অংশ।

ইয়র্ক হলের ঐতিহাসিক স্পার সফল সংস্কার ও উন্নয়নের পর, কাউন্সিল হোয়াইটচ্যাপেল স্পোর্টস সেন্টারের পুরুষ ও মহিলা উভয় পরিবর্তনকক্ষে নতুন সৌনা স্থাপন করেছে, যা বিওয়েল সদস্যদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য আরও উন্নত অভিজ্ঞতা দেবে।

এটি বিওয়েলের নববর্ষ উপলক্ষে নেওয়া বিভিন্ন অফারের পাশাপাশি এসেছে, যা স্বাস্থ্য ও সুস্থতা সুবিধাকে আরও সহজসাধ্য ও সাশ্রয়ী করতে সহায়তা করবে। বর্তমান অফারগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- সব সদস্যপদে চার মাসে তিন মাসের মূল্য
- এনিটাইম প্লাস স্পা সদস্যপদে একটি বিনামূল্যের ট্রিটমেন্ট
- সক্রিয় জীবনধারা উৎসাহিত করতে জুনিয়র সদস্যপদে কম মূল্য

এই সাম্প্রতিক বিনিয়োগ ইতোমধ্যে কেন্দ্রগুলোতে ব্যয়কৃত£৪.৮ মিলিয়নেরও বেশি উন্নয়নের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত- ইনফ্লাটেবল কার্যক্রম

সংস্কৃতি ও বিনোদন বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর কামরুল হুসাইন বলেন: "যে সময়ে সারা দেশে লেজার সার্ভিসগুলো চাপের মুখে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল আমাদের কমিউনিটিতে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হোয়াইটচ্যাপেল স্পোর্টস সেন্টারের এই £৮০,০০০ বিনিয়োগ কেবল নতুন সাউনা নয়, এটি স্বাস্থ্য ও সুস্থতার পথে বাধা দূর করা এবং বাসিন্দাদের ঘরের কাছে উচ্চমানের, সাশ্রয়ী সুবিধা নিশ্চিত করা। তিনি বলেন, "আমাদের নববর্ষের অফারের সঙ্গে এসব আপগ্রেড মিলিয়ে

লেজার সার্ভিস ইন-হাউজে ফিরে আসার আগে, সংস্কারের প্রয়োজন ও দীর্ঘদিনের প্রবেশাধিকারের সমস্যার কারণে হোয়াইটচ্যাপেলের সৌনাগুলি বন্ধ ছিল। নতুন বিনিয়োগের অংশ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত প্রবেশদ্বার স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সৌনা নিরাপদভাবে পরিচালিত হয়, সম্পূর্ণ লাইসেন্সকৃত থাকে এবং বিওয়েল সদস্যদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

এই সৌনাগুলি স্বাস্থ্য বৈষম্য মোকাবিলা ও লেজার সুবিধা সম্প্রসারণে ২০২৪ সালে বরাদ্দকৃত অতিরিক্ত£১.৫ মিলিয়ন তহবিলের প্রথম বাস্তবায়িত প্রকল্প।

যার মধ্যে ইয়র্ক হল স্পা সংস্কার, মাইল এন্ড পার্ক লেজার সেন্টারের ফুটবল পিচ উন্নয়ন এবং ছয়টি কেন্দ্রেই প্রয়োজনীয় সিস্টেম আপগ্রেড অন্তর্ভুক্ত।

২০২৬ সালের জন্য পরিকল্পিত আরও কিছু উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে:

❑ পপলার বাথস ও মাইল এন্ড-এ নতুন এবং পুনঃবিন্যস্ত মহিলাদের জন্য বিশেষ জিম
❑ হোয়াইটচ্যাপেল ও মাইল এন্ড-এ উন্নত হেলথ স্যুইট
❑ মাইল এন্ড-এর চেইঞ্জিং ভিলেজ আপগ্রেড
❑ বিভিন্ন সাঁতার কেন্দ্র জুড়ে আমরা মানুষকে প্রথম পদক্ষেপ নিতে আরও সহজ করে দিচ্ছি, তা শারীরিক সুস্থতা উন্নয়ন, মানসিক স্বাস্থ্য সমর্থন, বা কিছুটা নিজের জন্য সময় বের করা - যে কারণেই হোক।

কাউন্সিলর কামরুল ইসলাম বলেন, "লেজার সার্ভিস ইন-হাউজে ফিরিয়ে আনার ফলে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারছি: সুবিধায় বিনিয়োগ, বাসিন্দাদের কথা শোনা এবং এমন একটি বিওয়েল সার্ভিস তৈরি করা যা অন্তর্ভুক্তিমূলক, সহজপ্রাপ্য এবং আমাদের কমিউনিটির চাহিদাকে কেন্দ্র করে তৈরি।"

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগেরআলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে লন্ডন মহানগর আওয়ামীলীগ।গত ১৮ জানোয়ারী পূর্ব লন্ডনের হেসল স্ট্রিটে একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলহাজ্ব আনহার মিয়ার সভাপতিত্বে এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আফসার খান সাদেকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক মন্ত্রী খালেদ মাহমুদ চৌধুরী,সাবেক প্রবাসী কল্যাণম প্রতিমন্ত্রী,সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সফিকুর চৌধুরী, সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান, যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি হরমুজ আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নইম উদ্দিন রিয়াজ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, দপ্তর সম্পাদক শাহ শামীম আহমদ,জনসংযোগ সম্পাদক শ্রী রবীন পাল, ইমিগ্রেশন সম্পাদক এডভোকেট এম এ করিম, সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সালেহ আহমদ সেলিম, লন্ডন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ময়নুল হক, সহ-সভাপতি সৈয়দ এহসান,বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক নাসের আহমদ, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি আফজল হোসেন, সহ-সভাপতি সামসাদুর রহমান রাহিন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান প্রমুখ।

সভায় বক্তরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় একাত্তরের মত আরও একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে প্রবাসীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সংগঠনের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

টাওয়ার হ্যামলেটস উইমেন্স অ্যাওয়ার্ডসের জন্যে অসাধারণ মহিলাকে মনোনীত করুন

লিঙ্গ সমতার ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং স’ানীয়ভাবে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সাহায্যকারী অসাধারণ নারীদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে টাওয়ার হ্যামলেটস উইমেন্স অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর মাধ্যমে। এবার তৃতীয় বর্ষের মতো এই এওয়ার্ড প্রদান করা হ”ছ। এওয়ার্ডের মাধ্যমে বারার মহিলাদের অর্জন, নেতৃত্ব এবং ইতিবাচক প্রভাবকে বরণ করে নেওয়া হবে।

লিঙ্গ বৈষম্য মোকাবিলা করে স’ানীয় নারীদের কণ্ঠস্বর, প্রতিভা এবং অবদানকে আরো জোরদার করার প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে ২০২৪ সালে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এবং ওমেন্স কমিশন যৌথভাবে এই এওয়ার্ড প্রবর্তন করে।

এই এওয়ার্ড প্রসঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে নারীরা মূল্যবান অবদান রেখে যা”ছন। তাদের নেতৃত্ব, নিষ্ঠা এবং দৃঢ়তা আমাদের বারাকে আরো ভালোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যা”ছ।”

তিনি বলেন, “যে নারী কাজের মাধ্যমে স’াণীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে যা”ছন তাদের অর্জনের উপর আলোকপাত করে মনোনীত করার জন্যে আমি সবাইকে উৎসাহিত করছি।”

এই বছর ৮টি ক্যাটাগরিতে এওয়ার্ড প্রদান করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে ক্যারিয়ার অব দ্যা ইয়ার, বিজনেস এক্সেলেন্স অব দ্যা ইয়ার, ইয়ং ওমেন অব দ্যা ইয়ার, লাইফটাইম এ্যাচিভমেন্ট এওয়ার্ড।

এওয়ার্ডের জন্যে মনোনয়নপত্র পাওয়া যা”ছ আমাদের ওয়েব সাইটে (www.towerhamlets.gov.uk/IWDAwards) এবং অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী।

বাসিন্দা, যাদের পেপার কপির প্রয়োজন রয়েছে তারা ইমেইল করতে পারেন : Equalities@towerhamlets.gov.uk

আগামী ২৩ শে মার্চ, সোমবার টাউন হলে এওয়ার্ড অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে অংশ নিতে আপনার টিকেট বুক করতে পারেন নিচের ওয়েব সাইটে: www.tickettailor.com/events/londonboroughoftowerhamlets5/1996493

টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে আরো একটি নতুন রাজনৈতিক দল আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো। টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্ট পার্টি (Tower Hamlets Independents Party) নামে নতুন দলটি স’ানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও স্ব”ছ রাজনীতির অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পূর্ব লন্ডনের হ্যামলেটসের মিস্টার হোয়াইটস ইংলিশ রেস্টুরেন্টে বুধবার, ১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় দলটির উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন দলের চেয়ার মিসেস লিলিয়ান কলিন্স, তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস ইনডিপেনডেন্ট পার্টি সব সময় জনগণের পাশে থাকবে। আমরা স্ব”ছতা, ন্যায়বিচার ও কমিউনিটির কণ্ঠস্বরকে প্রাধান্য দিতে চাই। তিনি দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ ভিশন তুলে ধরেন। দলের সেক্রেটারি মোহাম্মদ হামিদ সাংগঠনিক কাঠামো ও দলের লক্ষ্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় তার সাথে আরো উপস্ি’ত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টির ট্রেজারার আলী হোসেন দিপু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত কাউন্সিলরদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।

নতুন করে দলে যোগদানকারী কাউন্সিলররা হলেন, কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ (ব্রমলি নর্থ), কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী (ল্যান্সবুরি), কাউন্সিলর কবির হোসেন (স্পিটালফিল্ডস ও বাংলাটাউন) অনুষ্ঠানে কমিউনিটির প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। এসময় নতুন দলের কাছে কমিউনিটির সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, ফারহাদ আহমেদ, নেহা গুপ্তা, সৈয়দ হাসান। বক্তারা স’ানীয় সমস্যা, বাসস’ান, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন ও কমিউনিটির প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দলের নেত্রী লিলিয়ান কলিন্স আনুষ্ঠানিকভাবে টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। আগামী নির্বাচনে ব্যারিস্টার আফজাল জামি সৈয়দ আলীর নাম ঘোষণা করা। যিনি ব্যারিস্টার জামি নামেই বেশি পরিচিত। এসময় ব্যারিস্টার জামি তার বক্তব্যে বলেন, “আমি জনগণের সঙ্গে থেকে, জনগণের জন্য কাজ করতে চাই। টাওয়ার হ্যামলেটসকে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বরা হিসেবে গড়ে তোলাই আমার লক্ষ্য।”

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নের উত্তর দেন মেয়র প্রার্থী, দলীয় নেতৃবৃন্দ, কাউন্সিলর ও নির্বাহী সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে দলের নেত্রী লিলিয়ান কলিন্স অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

নতুন এই রাজনৈতিক দলের আত্মপ্রকাশ টাওয়ার হ্যামলেটসের রাজনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
UK Charity No. 1126168
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
MADRASHA &ORPHANAGE
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205

You can make donations by PayPal by logging into our website

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন:

রাজনৈতিক বাস্তবতা, সহিংসতা ও নীতিনির্ভর রাজনীতির বিশ্লেষণ

অ্যাডভোকেট শফিকুল হক

১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে ধরা হচ্ছে। এটি কেবল ক্ষমতার দৌড় নয়; বরং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা, আইন-শৃঙ্খলার চ্যালেঞ্জ এবং জনআস্থার সংকট-এই সব প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্র কোন পথে এগোবে-সেটি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইতিহাস দেখায়, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায়শই সহিংসতার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে দেশ অভ্যন্তরীণ বিরোধ, ক্ষমতা হস্তান্তর এবং আইনের শাসন নিয়ে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংঘটিত সহিংসতা, ২০০৭-২০০৮ সালের জরুরি অবস্থা এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সীমিততা-এই সব উদাহরণ দেখায় যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনও সমালোচনামূলক পর্যায়ে রয়েছে।

নির্বাচনী প্রেক্ষাপট

এই নির্বাচনে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বিএনপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারেক রহমানের নেতৃত্বে দলটি সরকারবিরোধী জনঅসন্তোষ, অর্থনৈতিক চাপ এবং সামাজিক সমস্যাগুলোকে সামনে রেখে ভোটারদের কাছে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বিএনপি সাম্প্রতিক নির্বাচনী ইশতেহারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভর্তুকি এবং "ফ্যামিলি কার্ড"-এর মতো স্বল্পমেয়াদী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত করেছে। এগুলো তাৎক্ষণিকভাবে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য সুবিধা দিতে পারে, তবে অতীত শাসনামল, সহিংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং নীতিগত ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন দলটির রাজনৈতিক বার্তাকে সময়ে সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে তুলে ধরেছে।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের নেতৃত্বাধীন অ্যালায়েন্সও নির্বাচনী আলোচনায় এসেছে। দলটি দীর্ঘদিন ক্ষমতার বাইরে থাকলেও সংগঠিত কাঠামো ও ঘোষিত নীতিমালার মাধ্যমে নতুন প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করছে। ডা. শফিকুর রহমানের নেতৃত্বে দলটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্নীতি দমন এবং শাসনব্যবস্থার মতো বিষয়গুলোতে স্পষ্ট নীতি উপস্থাপন করেছে।

নির্বাচনী সহিংসতা

নির্বাচনকালীন সহিংসতা বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বড় বাস্তবতা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর পর্যবেক্ষণে নির্বাচনের আগে কয়েক সপ্তাহে সহিংসতার একাধিক ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে রাজনৈতিক গ্রুপগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ, হুমকি, দমন ও হত্যাকাণ্ড। এই সহিংসতা নির্বাচনী পরিবেশকে অস্থির ও চ্যালেঞ্জিং করে তুলেছে, এবং ভোটারদের নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণের ওপর প্রভাব ফেলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলোর সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রশাসনের প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্লেষকরা বলছেন, দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সহিংসতা হ্রাস এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

নীতিনির্ভর রাজনীতি বনাম স্বল্পমেয়াদী প্রতিশ্রুতি

নির্বাচনে বিভিন্ন দলের কর্মসূচিতে নীতিনির্ভর রাজনীতি ও স্বল্পমেয়াদী জনসেবামূলক প্রতিশ্রুতির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

জামায়াতে ইসলামী অ্যালায়েন্সের নীতিমালা:

শিক্ষা: ৫-১৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা। শিক্ষাকে নৈতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও দক্ষতামূলক করার ওপর জোর।

কর্মসংস্থান ও যুবনীতি: বেকার যুবসমাজের জন্য কারিগরি শিক্ষা, আইটি দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সহায়তার মাধ্যমে চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি।

সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য: শিশু, মা ও বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। স্বাস্থ্যকে অধিকার হিসেবে দেখার ওপর জোর।

অর্থনীতি ও ন্যায়বিচার: কৃষক ও শ্রমিকের অধিকার, সুদমুক্ত অর্থনৈতিক বিকল্প এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা।

পররাষ্ট্রনীতি: বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তবে জাতীয় স্বার্থে আপস নয়।

দুর্নীতি ও শাসনব্যবস্থা: ক্ষমতাকে "আমানত" হিসেবে দেখা, আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ।

অপরদিকে, বিএনপি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ভর্তুকি ও জনসেবামুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে ভোটারদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে। তবে তারা প্রায়শই ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল বার্তা প্রদর্শন করে।

বিশ্লেষকরা দেখিয়েছেন, বিএনপির প্রস্তাবনাগুলো স্বল্পমেয়াদী সুবিধার ওপর জোর দেয়, যেখানে জামায়াতে ইসলামী অ্যালায়েন্স দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোবদ্ধ নীতিতে মনোযোগী। এই পার্থক্য ভোটারদের কাছে প্রায়ই কার্যকর বিকল্পের প্রশ্নে আলোচ্য হয়ে উঠে।

রাজনৈতিক জোট ও ভবিষ্যৎ সমীকরণ

জামায়াতে ইসলামী অ্যালায়েন্স একক ক্ষমতার পরিবর্তে জোটভিত্তিক অংশীদারিত্বের পথ বেছে নিয়েছে। তারা স্বয়ংক্রিয় অনুসারী নয়, বরং নীতিগত সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়। ইসলামপন্থী ও সংস্কারপন্থী ছোট দলগুলোর সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতার প্রবণতাও লক্ষ্য করা যায়।

নির্বাচনশেষে সংসদে এই অ্যালায়েন্সের ভূমিকা প্রাপ্ত আসন, জোটগত সমঝোতা এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতার ওপর নির্ভর করবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, যদি নির্বাচন তুলনামূলকভাবে সুষ্ঠু হয়, তাহলে নতুন সমীকরণ ও বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে, যা দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের পথ তৈরি করতে পারে।

ভোটার আচরণ ও অঞ্চলভিত্তিক প্রভাব

বাংলাদেশে ভোটার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন। শহরাঞ্চলে যুব ভোটার ও মধ্যবিত্ত ভোটারের মনোভাব প্রায়শই নীতিনির্ভর রাজনীতি, দক্ষতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর নির্ভর করে। গ্রামীণ এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা, কৃষি সহায়তা ও স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প ভোটারদের মনোযোগের কেন্দ্রে থাকে।

বিশেষ করে যুব ভোটারদের অংশগ্রহণ রাজনৈতিক ধারা প্রভাবিত করতে পারে। প্রযুক্তি ও সামাজিক মাধ্যমে তাদের সক্রিয়তা নির্বাচনী প্রচার এবং জনমত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের নির্বাচন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা ও প্রতিবেশী দেশগুলো মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করছে। সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন গ্লোবাল প্রেক্ষাপটে দেশের স্থিতিশীলতা ও গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতিকে দৃঢ় করতে পারে। নির্বাচনের স্বচ্ছতা, ভোটার নিরাপত্তা ও নির্বাচনী সহিংসতা হ্রাস আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিনিয়োগকেও প্রভাবিত করে।

ইতিহাস থেকে শেখার দিক

বাংলাদেশে অতীতের নির্বাচনে দেখা গেছে-সহিংসতা, নির্বাচনী জোট এবং নীতিনির্ভরতার অভাব রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ২০০১, ২০০৮ ও ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিভিন্নভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো সামনে এসেছে। এই ইতিহাস নতুন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করছে-ভোটাররা এখন রাজনৈতিক স্থায়িত্ব, নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশের ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেবল দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরীক্ষা নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নীতিনির্ভরতা, সহিংসতা হ্রাস এবং জনআস্থা-র তুলনামূলক পর্যালোচনা। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী অ্যালায়েন্সসহ অন্যান্য দল নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। নির্বাচনের ফলাফল ও প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতে কোন রাজনৈতিক ধারা কতটা প্রভাব ফেলবে। একই সঙ্গে এই নির্বাচন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ, বিতর্ক এবং সম্ভাব্য দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

রেফারেন্স

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), ২০২৬
প্রাথমিক মিডিয়া রিপোর্ট: Prothom Alo, Bdnews24, Dhaka Tribune, 2026

অ্যাডভোকেট শফিকুল হক
প্রাক্তন মেয়র, টাওয়ার হ্যামলেটস, লন্ডন
যুক্তরাজ্য

দেড় বছরে ১৮৯ সাংবাদিক চাকরিচ্যুত, ২৯ গণমাধ্যমে শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : গত দেড় বছরে দেশের গণমাধ্যম খাতে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এই সময়ে অন্তত ১৮৯ জন সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হয়েছেন এবং ২৯টি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ে ঘটেছে রদবদল। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গত সোমবার রাজধানীতে সংস্থাটির কনফারেন্স হলে এসব তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি আরো জানায়, দায়িত্ব পালনকালে একই সময়ে হামলায় ছয়জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে গণমাধ্যম খাত নিয়ে সংস্থাটি এসব তথ্য তুলে ধরে। প্রতিবেদনে বলা হয়, গণমাধ্যমের ওপর সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব তৈরির সুস্পষ্ট চেষ্টা না থাকলেও 'মব' সহিংসতার মাধ্যমে গণমাধ্যম কার্যালয়গুলোতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সাংবাদিক, লেখক ও মানবাধিকারকর্মীদের ওপর হামলা ও হয়রানির ঘটনাও অব্যাহত রয়েছে। টিআইবির তথ্য অনুযায়ী, দায়িত্ব পালনকালে হামলায় ছয়জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

পাশাপাশি আগস্ট ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৫ সময়কালে গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪৯৭টি হয়রানির ঘটনা ঘটেছে, যাতে প্রায় এক হাজার ১০৪ জন সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মী হয়রানির শিকার হন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসংক্রান্ত হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন মামলায় ২০৪ জন সাংবাদিককে আসামি করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এসব মামলায় কমপক্ষে ৩০ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। অনেককে জামিন থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে।

টিআইবি জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতিপক্ষ দল ও সরকারের বিরুদ্ধে গুজব ও মিথ্যা তথ্য প্রচারের প্রবণতা বেড়েছে। বিরুদ্ধ মতপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 'ট্যাগ' ব্যবহার এবং গণমাধ্যমের ফটোকার্ড ও লোগো ব্যবহার করে অপতথ্য ছড়ানোর ঘটনাও উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার বাড়লেও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ)-এর ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে প্রেস ফ্রিডম সূচকে বাংলাদেশ ১৬ ধাপ উন্নতি করলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ নিশ্চিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছে টিআইবি। গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বাধীন গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতার অন্তরায় হিসেবে ১৩টি আইনের বিভিন্ন ধারা চিহ্নিত করলেও সেগুলো সংস্কারের জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

কমিশন প্রণীত সাংবাদিক সুরক্ষা আইনের খসড়া কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা ছাড়াই বাদ দেওয়া হয়েছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

HOME TUITION
Are you worried about Maths, Science and English?
No worries! Call our UK expert GCSEs, 11plus and SATs qualified teachers.
- 100% proven grades 8/9 in GCSEs Maths and Science in 2025.
- 99 % proven success rates for 11 plus in Redbridge, Bexley, Kent and private schools in past 7 years.
- Outstanding proven results in KS2 SATS over the last 12 years.
- From year 1 to GCSEs. 12 years of success. Expert in AQA, Edexcel, OCR GCSEs exams and 11 plus mock preparation.
Speak directly to a DBS verified teacher, and discuss your child's tuition now .
Shohel Ahmed, B.COM (Hons) in Accounting with Maths
Mob: 07921881890, email: Shohel_1000@yahoo.com
Najia Rahman Chowdhury QTS in Primary
Mob: 07931510811.
Address: 42 Blake Avenue Barking, IG11 9SQ

টেংরাটিলায় বিস্ফোরণে ক্ষতি ১২ হাজার কোটি টাকা, কানাডা দিবে মাত্র ৫১২ কোটি

সিলেট অফিস : সিলেট বিভাগের অন্যতম গ্যাসক্ষেত্র ছাতকের টেংরাটিলায় বিস্ফোরণের ঘটনায় ক্ষতিপূরণ মামলার চূড়ান্ত রায় অবশেষে আসছে। বিনিয়োগ বিরোধ নিস্পত্তিসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সালিসি আদালতের (ইকসিড) রায়ে বাংলাদেশ ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পেতে পারে, যা বাংলাদেশি মুদ্রার বর্তমান মূল্যে ৫১২ কোটি টাকার সমপরিমাণ। এ ক্ষতিপূরণ দেবে কানাডার কোম্পানি নাইকো রিসোর্সেস। যদিও বাংলাদেশ সরকার ও বাপেক্স টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গ্যাস পুড়িয়ে ফেলা ও পরিবেশের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দাবি করেছিল ১০১ কোটি ৪০ লাখ ডলার (১২ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা)।

জ্বালানি বিভাগ, পেট্রোবাংলা ও বাপেক্সে ছয়জন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আইনজীবীদের মাধ্যমে পাওয়া মামলার রায়ের একটি সংক্ষিপ্তসার থেকে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটি জানা গেছে। তবে রায়ের বিস্তারিত প্রকাশিত হয়নি। পুরো রায় পাওয়ার পর আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে এবং সরকারের পরামর্শ নিয়ে করণীয় ঠিক করা হবে। কর্মকর্তারা আরও বলছেন, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অনেক কম। বাংলাদেশের ক্ষতি অনেক বেশি হয়েছে। পাশাপাশি মামলা চালাতেও অনেক খরচ হয়েছে।

সুনামগঞ্জের ছাতকে অবস্থিত টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ২০০৩ সালে নাইকোর কাছে হস্তান্তর

করা হয়। তারা খননকাজ শুরুর পর ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন গ্যাসক্ষেত্রটিতে দুটি মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্যাসক্ষেত্রের মজুত গ্যাস পুড়ে যায় এবং আশপাশের স্থাপনা ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ জন্য নাইকোর কাছে ৭৪৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে পেট্রোবাংলা, তা দিতে অস্বীকৃতি জানায় প্রতিষ্ঠানটি।

ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য ২০০৭ সালে বাংলাদেশের আদালতে মামলা করে পেট্রোবাংলা। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হয় নাইকোর কাছে থাকা ফেনী গ্যাসক্ষেত্রের বিল পরিশোধ। নাইকোর বিরুদ্ধে মামলা পরে হাইকোর্টে যায়। হাইকোর্ট বাংলাদেশে থাকা নাইকোর সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং সম্পাদিত চুক্তি বাতিলের নির্দেশ দেন। পরে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গেলে সেখানেও পেট্রোবাংলার পক্ষেই রায় আসে।

লন্ডনে ছেলের মৃত্যুর সংবাদে সিলেটে হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন বাবাও

সিলেট অফিস : লন্ডনে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া নাফিজুল হক শাকিলের বাবা ইন্তেকাল করেছেন। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বাসিন্দা ফজলুল হক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মরহুমের ছেলে মো. কামরান।

শনিবার রাতে রাগিব রাবেয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন।'

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন শাকিলের বাবা ফজলুল হক। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। গত ১৪ জানুয়ারি লন্ডনে বসবাসকারী ছেলে নাফিজুল হক শাকিল সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন। খবর পেয়ে জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের লোকজন তাকে পূর্ব লন্ডনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ১৯ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। এ সংবাদ বাংলাদেশে অবস্থানরত পরিবারের লোকজনকে জানানো হয়। ছেলের মৃত্যুর সংবাদ শুনে আবারও হৃদরোগে আক্রান্ত হন বাবা ফজলুল হক। দ্রুত তাকে সিলেট নগরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি শনিবার (৩১ জানুয়ারি) মধ্যরাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন ২ ছেলে ও ৩ মেয়ের জনক।

এদিকে, লন্ডনে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া নাফিজুল হক শাকিলের মরদেহ এখনো রয়েল লন্ডন হসপিটালের করোনার কোর্টে রয়েছে। সেখানে তার

মরদেহের ময়নাতদন্ত হবে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ দেশে পাঠানো হবে বলে দায়িত্বশীলরা জানিয়েছেন।

অপরদিকে, বাবা-ছেলের এমন মৃত্যুর সংবাদে পরিবারসহ সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াতে লন্ডনের ডেলিভারি ড্রাইভারদের সর্ববৃহৎ সংগঠন 'বেথনালগ্রীণ রাইডার গ্রুপ' সহ বিভিন্ন সংগঠন ঘোষণা দিয়েছে

বেথনালগ্রীণ রাইডার গ্রুপের এডমিন দেলোয়ার হোসাইন বলেন, 'আমরা শাকিলের মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ শুনে বাকরুদ্ধ হই। আমাদের গ্রুপের মেম্বার ও শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেই। আমরা শিগগিরই শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে আর্থিক অনুদান প্রেরণ করবো।'

তিনি সমাজের বিত্তবান সকলকেই এ পরিবারের পাশে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বড়লেখা সীমান্ত থেকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার

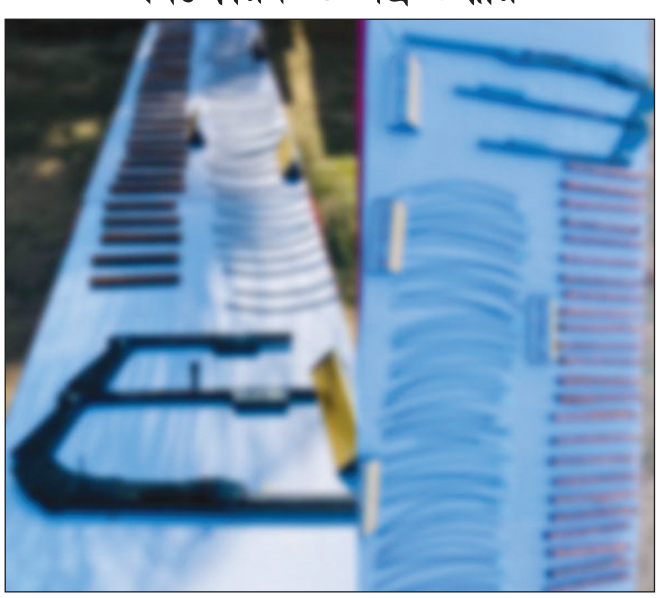

সিলেট অফিস : মৌলভীবাজারের বড়লেখা সীমান্ত এলাকা থেকে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করেছে বিজিবি। সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের তারাদরম এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এসব বিস্ফোরক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। এ সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা পালিয়ে যায়।

উদ্ধারকৃত বিস্ফোরক ও অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে- ২৪টি পাওয়ারজেল নাইনটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন (ভারতের এসবিএল এনার্জি লিমিটেড, নাগপুরে প্রস্তুতকৃত) বিস্ফোরক, ২৩টি ডিটোনেটর, ১৫ মিটার ডিটোনেটরের কর্ড এবং ৩ টি পাইপ গান।

বিজিবি জানায়, সোমবার রাত আনুমানিক ১২টা ১০ মিনিটে বড়লেখা উপজেলার নিউ পাল্লাথল বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় সীমান্ত পিলার ১৩৭৫/এম-এর কাছ দিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী বিস্ফোরক ও অস্ত্রসহ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে-এমন তথ্য পায় বিজিবি।

খবর পেয়ে বিয়ানীবাজার ৫২-বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আতাউর রহমান সুজনের নেতৃত্বে একটি টহল দল এবং বড়লেখা উপজেলার নির্বাচনী বেইজ ক্যাম্প (ছোটলেখা উচ্চ বিদ্যালয়) থেকে মেজর এম জাহিদের নেতৃত্বে আরেকটি টহল দল যৌথভাবে অভিযান চালায়। এ সময় বিজিবির উপস্থিতি টের পেয়ে দুষ্কৃতিকারীরা রাতের অন্ধকারে সীমান্তবর্তী গভীর জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়। পরে সীমান্ত পিলার ১৩৭৫/এম থেকে আনুমানিক দুই থেকে তিন কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দক্ষিণ শাহবাজপুর ইউনিয়নের তারাদরম এলাকা থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিস্ফোরক ও অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।

এ বিষয়ে বিয়ানীবাজার ৫২-বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আতাউর রহমান সুজন বলেন, বিস্ফোরক ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সব গোয়েন্দা সংস্থা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে তদন্ত কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমান্ত এলাকায় যেকোনো ধরনের নাশকতা, সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও অবৈধ অস্ত্র প্রবেশ রোধে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

হবিগঞ্জে সেচের অভাবে পতিত ৬৫০ একর বোরো জমি!

হবিগঞ্জ সংবাদদাতা : হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জের সদর ইউনিয়নের নোয়াবন্দ হাওড়ে চলতি বোরো মৌসুমে সেচের অভাবে প্রায় ৬৫০ একর আবাদযোগ্য বোরো কৃষি জমি পতিত রয়ে গেছে। এতে চরম আর্থিক লোকসানের ভয়ে দিশেহারা এলাকার প্রায় কয়েকশ সাধারণ কৃষক। চাষাবাদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে মাসখানেক সময় বেশি পেরিয়ে গেলেও সেচ প্রকল্পের পানি না পাওয়ায় জমিগুলো চাষাবাদ করতে পারছেন না তারা। একমাত্র বোরো ফসল চাষাবাদ না করতে পারলে সারাবছর কিভাবে কাটবে এই ভেবে চরম উৎকণ্ঠায় দিন পার করছেন তারা।

স্থানীয় কৃষকরা বলছেন, সময়মত আবাদ করা না গেলে এই এলাকায় প্রায় ৪০ কোটি টাকার ফসল লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। এতে শুধু কৃষকেরাই নয় পুরো এলাকার অর্থনীতিতে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারি সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে চলতি বছর উপজেলা বিএডিসির আওতায় সদর ইউনিয়নের

বিরাট গ্রামের মাসুম তালুকদার নামে এক ব্যাক্তিকে ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হলেও নিয়োগকৃত ঠিকাদার এখন পর্যন্ত পানি সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করতে পারেননি। টেন্ডার সম্পন্ন হওয়ার দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও এলাকায় কোন সেচ পাম্প বা মেশিন স্থাপন করা হয়নি।

ভুক্তভোগী কৃষকদের অভিযোগ, একাধিকবার প্রকল্পের ঠিকাদার এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কৃষি অধিদপ্তরের কাছে দ্রুত পাম্প স্থাপনের বিষয়টি জানানো হলেও বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি কেউ।

স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তর এবং প্রশাসন বলছে, বিষয়টি দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থার চেষ্টা করছেন তারা।

কৃষক হারুল মিয়া জানান, তিনি ৮ বিঘা বোরো জমি ৪০ মন ধানের বিনিময়ে ইজারা নিয়েছেন। জমিতে আবাদ করতে ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ৫ হাজার টাকা খরচ করে বীজতলা তৈরি করেছেন। কিন্তু পানির অভাবে এখনো চারা রোপণ করতে পারছেন না। বর্তমানে তার বীজতলার বয়স দুই মাসের বেশি হয়ে গেছে।

তিনি আশঙ্কা করছেন, এই চারা দিয়ে এখন রোপণ করলেও কাঙ্খিত ফলন পাওয়া যাবে না।

আলমগীর মিয়া, রকিব মিয়া ও হুসেন মিয়া নামে অন্য কৃষকরা জানান, বোরো আবাদের সময় প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন পানি এলেও যে খরচ হবে তার তুলনায় ফলন পাওয়া যাবে না।

বিএডিসির নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদার মাসুম তালুকদার বলেন, পাম্প বসানোর জায়গাটি সাবেক ঠিকাদার নিজেদের দাবি করে পাম্প বসাতে বাঁধা দিচ্ছেন। অথচ জায়গাটি দুটি মৌজার মধ্যস্থল। এই জায়গাটিতে বিগত ৫৩ বছর ধরে ঠিকাদাররা সেচের পাম্প বসিয়ে হাওড়ে পানিয়ে দিয়ে আসছেন। এখন আমি পাম্প বসাতে গেলে তারা বাঁধা দিচ্ছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কায় আমি পাম্প বসাতে পারছিনা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রুহুল আমিন বলেন, সম্প্রতি জানতে পেরেছি সদর ইউনিয়নের বড় একটি অংশে সেচের পানি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সমাধানে বিএডিসি সেচ প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও বিএডিসির সেচ প্রকল্পের সভাপতি এস এম রেজাউল করিম বলেন, অতিদ্রুত বিষয়টি সমাধান করা হবে। কৃষকদের যাতে আর কোন ক্ষতি না হয় সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

সুনামগঞ্জে হিফজুল কুরআন সমাপনকারী ছাত্রদের পাগড়ি প্রধান

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জ শহরের অন্যতম দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আবাবিল হিফজুল কুরআন একাডেমী, ষোলঘর-এর ৫ জন ছাত্র চলতি হিজরি বর্ষে (১৪৪৭ হিজরি) পবিত্র কুরআনুল কারিম হিফজ সম্পন্ন করেছেন।

এই উপলক্ষে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে মাদরাসা প্রাঙ্গণে হিফজ সমাপনকারী ছাত্রদের পাগড়ি প্রদান ও বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এ বছর যারা হিফজ সম্পন্ন করে হাফেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন তারা হলেন, হাফিজ মোঃ সাব্বির হোসেন, হাফিজ মোঃ নাহিয়ান নাবিল, হাফিজ মোঃ আমির উদ্দিন, হাফিজ মোঃ ইসহাক তালুকদার, হাফিজ মোঃ কয়েস আহমদ।

আবাবিল হিফজুল কুরআন একাডেমী ও আবাবিল নূরানী শিশু একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল হাফিজ মাওলানা নূর হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইমাম মুয়াজ্জিন পরিষদ সুনামগঞ্জের সভাপতি মাওলানা আবু সাঈদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খালেকাবাদ জামে মসজিদের খতিব হাফিজ আতাউর রহমান লস্কর, কাজির পয়েন্ট জামে মসজিদের খতিব মাওলানা ইলিয়াস আহমদ গুলেনূর, শায়খুল ইসলাম হিফজুল কুরআন মাদ্রাসার পরিচালক, হাফিজ হেলাল আহমদ, সিনিয়র উস্তাদ মাওলানা মুফতি মোবাশ্বির আলী।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে হাফিজ মাওলানা আব্দুল বাসিত, হাফিজ মাইনুল হাসান এবং হাফিজ আবু তাহের মিসবাহসহ অন্যান্য উলামায়ে কেরাম ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশে ৫ জন নতুন হাফেজের মাথায় মর্যাদার পাগড়ি পরিয়ে দেন এবং তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। বক্তারা বলেন, হিফজ সম্পন্ন করা একটি বড় নেয়ামত এবং এই হাফেজরা সমাজের আলোর মশাল হিসেবে কাজ করবেন।

পরিশেষে হাফেজদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

কীভাবে গঠিত হবে নির্বাচিত সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নির্বাচিত এমপিদের শপথ পড়াবেন কে? বিদায়ী সংসদের স্পিকার কোথায়? হাসিনা আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের রুলই বা-কি হবে? এমন বহু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। যার জবাবে ধোঁয়াশা বিদ্যমান। তবে এটা নিশ্চিত যে, সব অনিশ্চয়তা ঠেলে নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে দেশ। জোরকদমে ভোটের পথে এগিয়ে চলছেন স্টেকহোল্ডাররা। রেফারির ভূমিকায় নির্বাচন কমিশন। তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং গতি নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে বর্তমান ইসি'র প্রতি এখনো আস্থাশীল রাজনৈতিক দলগুলো। এ অবস্থায় বোদ্ধারা আশা করছেন- ১২ই ফেব্রুয়ারি কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে। যার মধ্যদিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে 'কক্ষচ্যুত' বাংলাদেশের।

ভোটের ফল কী হতে পারে? ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনের সম্ভাব্য ফল কী হতে পারে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে। কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে নাকি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে? এসব নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা এখন রাজনীতি ও কূটনৈতিক মহলে। একইসঙ্গে আলোচনায় আছে নির্বাচনে বিজয়ী পক্ষের গঠন করা সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে এবং নতুন সরকার গঠনের প্রক্রিয়া কী- তা নিয়েও। এ নিয়ে বিবিসি বাংলা একটি রিপোর্ট করেছে। তাতে বলা হয়- ৩০০ আসনে এমপি এবং সংস্কারের পক্ষে-বিপক্ষে গণভোটে অংশ নিতে পারছে না '২৪-এর আগস্টে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ। ফলে দৃশ্যত এবারের ভোটের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি ও জামায়াত। নির্বাচনে কোনো দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আসতে পারে কি-না তা নিয়ে যেমন কৌতূহল আছে, তেমনি ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি-না সেদিকেও দৃষ্টি অনেকের। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদের মতে, একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দল বা জোটকে কমপক্ষে ১৫১টি আসন পেতে হবে। সাধারণত একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া দলের প্রধানকেই সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে থাকেন প্রেসিডেন্ট। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও বেশি আসনে জয়ী দলকে তখন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সে ক্ষেত্রে ওই দলকে অন্য দলের সমর্থন যোগাড় করতে হয়।

ঝুলন্ত পার্লামেন্ট কী: অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমেদ মনে করেন- সাধারণত নির্বাচনে কোনো সংসদে যদি কোনো একক দল বা জোট হিসেবে সরকার গঠনের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, সেই পরিস্থিতিটাই ঝুলন্ত পার্লামেন্ট। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু আছে এমন দেশে সরকার গঠন করার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে জোট বা সমঝোতা প্রয়োজন হয়।

গণভোটে 'হ্যাঁ' জিতলে সংবিধানে যে সব বিষয় যুক্ত হবে: ১২ই ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের দিনেই জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত হবে গণভোট। এই দিন আলাদা ব্যালটে ভোটাররা হ্যাঁ বা না ভোট দিবেন। ওই নির্বাচনে হ্যাঁ জয় পেলে আগামী সংসদে ৮৪টা ধারা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা তৈরি হবে। আর যদি না জয় পায় তাহলে জুলাই সনদ উচ্ছন্নে যাবে। হ্যাঁ জয় পেলে আগামী সংসদের সংবিধান সংস্কার পরিষদ ২৭০ দিন বা নয় মাসের মধ্যে জুলাই সনদ অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্কারে বাধ্য থাকবে। না করলে অন্তর্বর্তী সরকারের রেখে যাওয়া সংবিধান সংশোধনের বিল পাস বলে গণ্য করা হবে।

প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী: ক্ষমতা ও ভারসাম্য

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী জরুরি অবস্থা জারি হয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরে। এর ফলে মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়। সনদে নতুন যে প্রস্তাবনা আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে- জরুরি অবস্থা জারি করতে হলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাগবে। সেই সভায় বিরোধী দলীয় নেতা/উপনেতাও উপস্থিত থাকতে হবে। অন্যদিকে, জরুরি অবস্থার সময় সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মৌলিক অধিকারসমূহ খর্ব করা যাবে না। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় সংসদ সদস্যদের ভোটে। এই ভোট দিতে হয় প্রকাশ্যে। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে গোপন ব্যালটে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সংসদ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি তার নিজ ক্ষমতায় প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের পর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, প্রেস কাউন্সিল, আইন কমিশন, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করতে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়। জুলাই সনদে সেখানে সংসদের উভয় কক্ষের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ দুই কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসন করা যাবে। আগে সরকারের অনুমোদনে যেকোনো অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারতেন রাষ্ট্রপতি। জুলাই সনদে বলা হয়েছে- শুধুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার সম্মতি দিলে অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারবেন রাষ্ট্রপতি। জুলাই সনদে বলা হয়েছে- এক ব্যক্তি এক জীবনে ১০ বছরের বেশি অর্থাৎ দুই মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।

সংসদ, নির্বাচন ও সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে নির্বাচনকালীন সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। জুলাই সনদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যুক্ত করার পাশাপাশি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান উপদেষ্টাসহ এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সরকারি দল, বিরোধী দল, দ্বিতীয় বিরোধী দলের মতামতের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বাংলাদেশের সংসদ এক কক্ষ বিশিষ্ট থাকলেও এবার জুলাই সনদে সেটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চকক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ১০০ জন। সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারেই উচ্চকক্ষে আসন বণ্টন করা হবে বলেও জুলাই সনদে বলা হয়েছে। দেশের জাতীয় সংসদে বর্তমানে নারীদের সংরক্ষিত আসন রয়েছে ৫০টি। সেটি ক্রমান্বয়ে ১০০তে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে জুলাই সনদে। গণভোটে সনদ কার্যকর হলে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন বিরোধী দল থেকে। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, সংসদে এমপিরা দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়। তবে, জুলাই সনদে বলা হয়েছে- বাজেট ও আস্থাবিল ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে এমপিরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবে। এতদিন বিদেশের সঙ্গে সরকারের কোনো চুক্তি করতে হলে সংসদের অনুমোদন প্রয়োজন হতো না। তবে জুলাই সনদে বলা হয়েছে- রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি করতে হলে সংসদের উভয় কক্ষে তা অনুমোদন করতে হবে। সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণে এতদিন নির্বাচন কমিশনের একক কর্তৃত্ব থাকলেও গণভোটে জুলাই সনদ পাস হলে একক কর্তৃত্ব হারাবে ইসি। তখন ইসি'র সঙ্গে বিশেষজ্ঞ কমিটিও এই দায়িত্ব পালন করবে। এর আগে নানা নির্বাচন কমিশন গঠনে সার্চ কমিটি থাকলেও এর নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর হাতে। জুলাই সনদে বলা হয়েছে- স্পিকারের সভাপতিত্বে বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত ডেপুটি স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা এবং আপিল বিভাগের বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। হ্যাঁ জিতলে সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা হবে। সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে বলা আছে রাষ্ট্রপতি যে কাউকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। তবে, জুলাই সনদের এই অংশে বলা হয়েছে- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে আপিল বিভাগ থেকে।

আইন সংশোধনে সংস্কার হবে ৩৭টি

৪৭টি সাংবিধানিক সংস্কারের বাইরে আর যে ৩৭টি সংস্কার প্রস্তাব আছে জুলাই সনদে সেগুলো সংশোধন করা যাবে 'আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংসদের কমিটিসমূহ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার, অধিকারের সীমা এবং দায় নির্ধারণের অঙ্গীকার থাকছে জুলাই সনদে। ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সীমানা পুনঃনির্ধারণে আইন প্রণয়ন, বিচারকদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি, সাবেক বিচারপতিদের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণবিধি, সুপ্রিম কোর্টের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, স্বতন্ত্র ফৌজদারি তদন্ত সার্ভিস গঠন, বিচার বিভাগের জনবল বৃদ্ধি, জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থাকে অধিদপ্তরে রূপান্তর, বিচারক ও সহায়ক কর্মচারীদের সম্পত্তির বিবরণ, আদালত ব্যবস্থাপনা সংস্কার ও ডিজিটালাইজ করা, আইনজীবীদের আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয় রাখা হয়েছে 'আইন/অধ্যাদেশ, বিধি ও নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে সংস্কারের জন্য। এ ছাড়া জনপ্রশাসন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও স্থায়ী জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠন, প্রজাতন্ত্রের কর্মে জনবল নিয়োগের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন (সাধারণ), সরকারি কর্ম কমিশন (শিক্ষা) এবং সরকারি কর্ম কমিশন (স্বাস্থ্য) গঠন করার কথা বলা হয়েছে জুলাই সনদে। অন্যদিকে, ভৌগোলিক অবস্থান ও যাতায়াতের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কুমিল্লা ও ফরিদপুর নামে দুইটি প্রশাসনিক বিভাগ গঠন করার কথাও বলা হয়েছে জুলাই সনদে।

নির্বাচন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই : সেনাপ্রধান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেছেন, 'দেশ একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা অত্যন্ত আন্তরিকভাবে কাজ করছে। নির্বাচন না হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।' মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) গাজীপুরে আয়োজিত মতবিনিময়সভায় বর্তমান নির্বাচনী পরিস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

সেনাপ্রধান বলেন, 'নির্বাচন কমিশন, সরকার, প্রশাসন এবং পুলিশসহ সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী সবাই সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের সবার লক্ষ্য একটাই, আর তা হলো একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করা।'

নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে বিভিন্ন মাধ্যমে অর্থ লেনদেন হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান বলেন, "বিকাশসহ বিভিন্ন মাধ্যমে অবৈধ 'মানি ট্রানজেকশন' হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ ধরনের কার্যক্রম ঠেকাতে নজরদারি অনেক গুণ জোরদার করা হচ্ছে।"

ভোটের দিন বিশৃঙ্খলাকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় কিছু দুর্বৃত্ত থাকতে পারে, যারা ব্যালট ছিনতাই, কারচুপি বা ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এই ধরনের অপতৎপরতা কঠোরভাবে দমন করা হবে। অপরাধের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক আটক অথবা মামলাড়আইন অনুযায়ী যা প্রযোজ্য, সেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

ভোটের আগে ও পরে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চাই

বাংলাদেশে প্রায় সকল জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা একটা নিয়মিত ঘটনা হয়ে গেছে . এই নিয়ে নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী ফায়দা লুটতে চেষ্টা করে। বাংলাদেশের প্রায় সব নির্বাচনের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, ভোটের আগে ও পরে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছেন। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সহিংসতার বহু নজির এখানে নানা সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরও দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি ও উপাসনালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মতো সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে অনেক গোষ্ঠী আবার অতিরঞ্জিতভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যও ছড়িয়েছে। তবে সহিংসতা ঠেকাতে ও সহিংসতাকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে অন্তর্বর্তী সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও অনেক ক্ষেত্রে দৃঢ় ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মধ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে একটা নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এমন পরিস্থিতি অনেককেই ভোটকেন্দ্রে যেতে অনুৎসাহিত করতে পারে, এমন শঙ্কা থেকেই যায়। সেটা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য ইতিবাচক হবে না। গত বৃহস্পতিবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ সংবাদ সম্মেলনে 'জীবন-জীবিকা-সম্পদ-সম্ভ্রম নিয়ে' সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ যে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন, সেটা নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার, নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিশেষ মনোযোগ ও উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলেই আমরা মনে করি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাররা যাতে নিরাপদ ও ভয়হীন পরিবেশে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেটা নিশ্চিতে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বশীল ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীনতার ৫৪ বছর পরে এসেও নির্বাচন এলেই সংখ্যালঘুদের কেন ভয় ও আতঙ্কে থাকতে হবে? বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ দশমিক ৬ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। সম্প্রতি সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) আলোচনায় উঠে এসেছে, এবার প্রায় ৮০টি আসনে ভোটের ফলাফলে সংখ্যালঘু ভোটাররা প্রভাব রাখতে পারেন। বাস্তবতা হচ্ছে, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহার ও কর্মসূচিতে সংখ্যালঘুদের ইস্যুগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না। নির্বাচনের সময় অনেক দল তাদের ভোটব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করে, কিন্তু তাদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতে দৃশ্যমান ও দায়িত্বশীল উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না।

রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র ও অন্তর্ভুক্তির কথা বললেও বাস্তবে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার দিকে তাকালে তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। এবারের নির্বাচনে প্রায় দুই হাজার প্রার্থীর মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রার্থী মাত্র ৮০ জন; এর মধ্যে ১২ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র। ২২টি রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে প্রার্থী দিয়েছে। এর মধ্যে সিপিবি ১৭ জনকে প্রার্থী করেছে, বিএনপি দিয়েছে ৬ জনকে ও জামায়াতে ইসলামী ১ জনকে প্রার্থী করেছে।

দেশের বিভিন্ন আসনে বেশ কিছু সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও দেশে অনেক বছর পর উৎসবমুখর নির্বাচনী আবহ তৈরি হয়েছে। আর সবার মতো সংখ্যালঘু ভোটাররাও তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উন্মুখ হয়ে আছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তাঁদের অনেকেই এমন দ্বিধা ও আশঙ্কায় পড়েছেন যে ভোট দিতে গেলে একধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে, না দিতে গেলে আরেক ধরনের সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

সংবেদনশীলতার বিষয়টা বিবেচনায় নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও অন্তর্বর্তী সরকারকে সংখ্যালঘু ভোটারদের শঙ্কা ও উদ্বেগ নিরসনে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নির্বাচনপূর্ব, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব আসনে সংখ্যালঘু ভোটাররা ভোটের ফলাফলে প্রভাব রাখতে পারেন, সেসব আসনে বিশেষ নজর দিতে হবে। সংখ্যালঘু প্রার্থীরা যাতে ভোটের প্রচারে সমান সুযোগ পান, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।সরকারকে আগে থেকেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে.

ব্যালটের বাক্সে জমা থাকে একটি জাতির ভবিষ্যৎ

ড. মোহা. হাছানাত আলী

রাষ্ট্রের আত্মা কোথায় বাস করে-সংবিধানে, সংসদে, নাকি শাসকের ইচ্ছায়? ইতিহাস বলে, রাষ্ট্রের আত্মা লুকিয়ে থাকে একটি সাধারণ ব্যালটের বাক্সে। সেখানে নাগরিক তার কণ্ঠ জমা দেয়, তার স্বপ্ন, তার ক্ষোভ, তার প্রত্যাশা রেখে আসে। বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই কেবল একটি সাংবিধানিক আয়োজন নয়, এটি গণতন্ত্রের বিশ্বাসযোগ্যতার চূড়ান্ত পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে ব্যর্থ হয় শুধু নির্বাচন কমিশন বা সরকার নয়, ব্যর্থ হয় পুরো রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

স্বাধীনতার ৫০ বছরের বেশি সময় পার করেও বাংলাদেশ এখনো সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনকে একটি নিয়মিত সংস্কৃতিতে রূপ দিতে পারেনি। নির্বাচন এলেই জাতি বিভক্ত হয়, আস্থা ও সন্দেহের দড়িতে টান পড়ে। এই বাস্তবতায় প্রশ্ন ওঠে, সুষ্ঠু নির্বাচনের দায় কি কেবল নির্বাচন কমিশনের, নাকি রাজনৈতিক দলগুলোরও একটি নৈতিক ও ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে?

একটি জাতির ইতিহাসে কিছু সময় আসে, যখন সময় নিজেই প্রশ্ন করে, তোমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, না কেবল ক্ষমতার অনুশীলনে পারদর্শী? ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন তেমনই একটি সময়। এটি শুধু সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার বিষয় নয়, এটি রাষ্ট্রের নৈতিক মানচিত্র, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক আস্থার এক বড় পরীক্ষা। ব্যালটের বাক্সে সেদিন কেবল ভোট নয়, জমা পড়ে মানুষের আশা, ভয়, ক্ষোভ ও স্বপ্ন। এই নির্বাচনের সাফল্য বা ব্যর্থতার ভার এককভাবে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর কাঁধে চাপিয়ে দিলে সত্য আড়াল হয়। প্রকৃত সত্য হলো রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনী পরিবেশের প্রধান নির্মাতা। তাদের ভাষা উত্তেজনা তৈরি করে, তাদের আচরণ সহিংসতা উসকে দেয় বা শান্তি নিশ্চিত করে, তাদের সিদ্ধান্ত ভোটারকে আস্থাবান বা আতঙ্কিত করে।

তাই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে রাজনৈতিক দলগুলোর করণীয় নিয়ে কথা বলা মানে রাষ্ট্রের আত্মার সঙ্গে কথা বলা।

গণতন্ত্রচর্চা ঘর থেকে শুরু করা জরুরি। যে রাজনৈতিক দল নিজের ভেতরে গণতন্ত্র চর্চা করে না, সেই দল রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নৈতিক অধিকার হারায়। দলীয় কাউন্সিল, সম্মেলন, নেতৃত্ব নির্বাচন-এসব যদি কেবল আনুষ্ঠানিকতা হয়, তবে নির্বাচনের মাঠে সেই দলের গণতান্ত্রিক অঙ্গীকার বিশ্বাসযোগ্য হয় না।

ব্যালটের বাক্সে জমা থাকে একটি জাতির ভবিষ্যৎদলীয় সিদ্ধান্তে ভিন্নমতের জায়গা রাখতে হবে।

প্রশ্ন করাকে বিদ্রোহ ভাবার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ গণতন্ত্র মানে নিঃশব্দ আনুগত্য নয়, গণতন্ত্র মানে যুক্তির সহাবস্থান। রাজনৈতিক দল যদি নিজের কর্মীদের কথা শুনতে না শেখে, তবে তারা জনগণের কথাও শুনবে না, এটিই বাস্তবতা।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন কেবল একটি সাংবিধানিক আয়োজন নয়, এটি রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যকার আস্থার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। ভোটের মধ্য দিয়েই নাগরিক রাষ্ট্রকে জানিয়ে দেয়, কে শাসন করবে, কোন পথে দেশ চলবে। অথচ বাস্তবতা হলো, নির্বাচন এলেই আমাদের সমাজে আস্থা নয়, বরং সন্দেহ ঘনীভূত হয়। প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হবে, কতটা গ্রহণযোগ্য হবে, আদৌ অংশগ্রহণমূলক হবে কি না। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু আরেকটি নির্বাচন নয়, এটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। এই নির্বাচনের সাফল্য বা ব্যর্থতা অনেকাংশেই নির্ভর করবে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ও আচরণের ওপর। কারণ সুষ্ঠু নির্বাচন কোনো একক প্রতিষ্ঠানের একক দায়িত্ব নয়, এটি একটি সমষ্টিগত রাজনৈতিক দায়। নির্বাচন কেবল দিনের ঘটনা নয়, সুষ্ঠু নির্বাচন মানে শুধু ভোটের দিনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে নির্বাচন-পূর্ব পরিবেশ, রাজনৈতিক সহনশীলতা, সমান সুযোগ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি ফলাফল মেনে নেওয়ার সংস্কৃতি। নির্বাচনের দিন যা ঘটে, তার ভিত্তি তৈরি হয় বহু আগে-রাজনৈতিক আচরণে, ভাষায় ও সিদ্ধান্তে।

রাজনৈতিক দলগুলো যদি নির্বাচনকে ক্ষমতা দখলের শূন্য-সম প্রতিযোগিতা হিসেবে দেখে, তবে সুষ্ঠু নির্বাচন দুরূহ হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি দেখে জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে, তবে অনেক সংকটেরই সমাধান সম্ভব।

নির্বাচন-পূর্ব সহিংসতা বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতির একটি পুরনো সমস্যা। মনোনয়ন ঘিরে সংঘর্ষ, প্রচারণায় বাধা, ভয়ভীতি-এসব কেবল আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্ন নয়, এগুলো রাজনৈতিক সংস্কৃতির দুর্বলতার প্রকাশ। রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম দায়িত্ব হলো সহিংসতাকে স্পষ্টভাবে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা এবং দলীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা। সহিংসতায় জড়িত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে রাজনৈতিক বক্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে মনোনয়নপ্রক্রিয়াকে অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাবমুক্ত করা জরুরি। যোগ্যতা ও জনগ্রহণযোগ্যতা উপেক্ষিত হলে সহিংসতা অবধারিত হয়।

নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এর কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ও আচরণের ওপর। কমিশনের প্রতি অন্ধ আস্থা যেমন গণতান্ত্রিক নয়, তেমনি প্রমাণ ছাড়া অবিশ্বাসও বিপজ্জনক।

রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হলে তা যুক্তি ও প্রমাণের ভিত্তিতে করা। আগাম কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করলে নির্বাচনী প্রক্রিয়াই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কমিশনকে শক্তিশালী করার অন্যতম শর্ত হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সমান সুযোগ নিশ্চিত করা রাজনৈতিক দায়।

সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সমান সুযোগ বা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড'। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের মধ্যে সুযোগের বৈষম্য থাকলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও দলকে পৃথক রাখা। প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কিংবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা যেন নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহৃত না হয়-এটি নিশ্চিত করা রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয়। একই সঙ্গে সব দলকে সভা-সমাবেশ ও প্রচারণার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। ক্ষমতার সংযমই গণতন্ত্রের শক্তি।

আমাদের মনে রাখতে হবে, সংলাপ ও সমঝোতা গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংলাপের সংস্কৃতি দুর্বল। অথচ ইতিহাস বলছে, বড় রাজনৈতিক সংকটের সমাধান এসেছে সংলাপের মাধ্যমেই। নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা, অবিশ্বাস ও উত্তেজনা কমাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলোচনা অপরিহার্য। সংলাপ মানে পরাজয় নয়, সংলাপ মানে সংঘাত এড়ানোর প্রজ্ঞা। নাগরিক সমাজ বা নিরপেক্ষ উদ্যোগকে অবজ্ঞা না করে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 'সব নয়, তো কিছুই নয়'-এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসাই গণতান্ত্রিক পরিপক্বতার পরিচয়।

ভাষা ও প্রচারণার নৈতিকতা বজায় রাখা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত ভাষা সমাজের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিদ্বেষমূলক বক্তব্য, গুজব ও ব্যক্তিগত আক্রমণ রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তোলে। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব সংযত ও দায়িত্বশীল ভাষা ব্যবহার নিশ্চিত করা। ধর্ম, পরিচয় বা আঞ্চলিক বিভাজনকে ভোটের হাতিয়ার বানালে সমাজ বিভক্ত হয়, রাষ্ট্র দুর্বল হয়। মতভিন্নতা গণতন্ত্রের স্বাভাবিক উপাদান, শত্রুতা নয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের শেষ ও সবচেয়ে কঠিন ধাপ হলো ফলাফল গ্রহণ। পরাজয় মানেই ষড়যন্ত্র-এই মানসিকতা গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত আইন ও সাংবিধানিক পথে আপত্তি উত্থাপন করা এবং সহিংসতা পরিহার করা। জনগণের রায় মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয়।

বাংলাদেশের ভোটারদের বড় অংশ তরুণ ও নারী। অথচ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে তাঁদের অংশগ্রহণ এখনো সীমিত। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তরুণদের কেবল কর্মী হিসেবে নয়, চিন্তাশীল অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা এবং নারী নেতৃত্বের বাস্তব বিকাশ ঘটানো। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উপেক্ষা করে কোনো নির্বাচনই দীর্ঘ মেয়াদে সফল হতে পারে না।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই নির্বাচন নির্ধারণ করবে দেশটি আস্থার রাজনীতির দিকে এগোবে, নাকি অবিশ্বাসের বৃত্তে আটকে থাকবে? সুষ্ঠু নির্বাচন কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব নয়, এটি রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত নৈতিক অঙ্গীকারের ফল। সংযম, সংলাপ ও দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক দলগুলো প্রমাণ করতে পারে রাজনীতি কেবল ক্ষমতার লড়াই নয়, এটি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা।

এই দায়বদ্ধতার পরীক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন।

বর্ন্যাঢ্য আয়োজনে সিলেটে গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশেনের ৪র্থ আন্তর্জাতিক উৎসব

সিলেট অফিস : বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সিলেটিদের সংগঠন গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ৪র্থ আন্তর্জাতিক উৎসব সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রবাসীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। গত রোববার সন্ধ্যায় সিলেট নগরীর মির্জাজাঙ্গালস্থ একটি

অভিজাত হোটেলের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা প্রবাসীদের একত্রিত করাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। প্রবাসীদের বিদেশে অনেক সমস্যা রয়েছে ;আবার দেশেও প্রবাসীদের ও সিলেটের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক দাবি দাওয়ার রয়েছে; সে গুলো তুলে ধরা এবং সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য গোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরো বলেন, উন্নয়নের ক্ষেত্রে সিলেট সব সময় বঞ্চিত। সিলেটকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বলা হলেও এর কোন কার্যকারিতাই নেই। শুধু নাম দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে-যা সিলেটের সাথে প্রতারণার শামিল। এছাড়া, ভঙ্গুর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, ট্রেনের ডাবল লাইন ও দ্রুতগামী ট্রেনের দাবি উপেক্ষিত হওয়ায় সড়ক ও ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থা চরম ভোগান্তিকর হয়ে উঠেছে। এছাড়া বিমানবন্দর ও পাসপোর্টসহ প্রবাসীদের নানা হয়রানির বিষয় তুলে ধরেন তারা। তবে বিদেশ থেকে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পেরে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবাসীদের কল্যাণের বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা।

গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ময়নুল হক চৌধুরী হেলালের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা নাইম উদ্দিন। পরে জাতীয় সঙ্গীত, ফিতা ও কেক কেটে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন-সংগঠনের সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোহাম্মদ কাপ্তান হোসেন, সিলেট-১ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা হাবিবুর রহমান, লিডিং ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. মো: তাজ উদ্দিন, সিলেট প্রেসক্লাব সভাপতি মুকতাবিস উন নুর, লেখক ও সাংবাদিক আফতাব চৌধুরী, মতিন উদ্দিন জাদুঘরের পরিচালক ডা. মোস্তফা শাহ জামাল চৌধুরী বাহার, ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, সংগঠনের সহসভাপতি আবুল কালাম ছোটন, ওলী উদ্দিন শামীম, সহসভাপতি ফয়জুল হক, প্রধান ট্রেজারার ড. রফিকুল হায়দার, বিভাগীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বায়েজিত মাহমুদ ফয়সল, ওয়ালি খান এমবিই, গ্রামীণ জনকল্যাণ সংসদের সভাপতি জামিল চৌধুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন সিলেটের পরিচালক ড. এমদাদ হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার মাত্র ৪ বছরের মধ্যে বিশ্বে ৩১টি দেশে কমিটি গঠন করেছে। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য, স্পেন ও ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪র্থ আন্তর্জাতিক উৎসব জন্মভূমি সিলেটে অনুষ্ঠিত হলো।

দানবীর ড. রাগীব আলী ও পাশা খন্দকার পেলেন বিশেষ সম্মাননা :
অনুষ্ঠানে দেশ ও মানুষের কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য দানবীর ড. রাগীব আলী ও বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের (বিসিএ) সাবেক সভাপতি পাশা খন্দকার এমবিইকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

সম্মাননা গ্রহণ শেষে অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে দেশবরেণ্য সমাজসেবক ও শিক্ষানুরাগী দানবীর ড. রাগীব আলী সংগঠনের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এ ধরনের সম্মাননা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম পূর্ববর্তিদের কাজ ও অবদান সম্পর্কে জানবে। নতুনদের ভালো কাজে এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা পাবেন। অসংখ্য শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, মানবকল্যাণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দানবীর ড. রাগীব আলী প্রবাসীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রবাসীরা বিদেশ থাকলেও তাদের মন পড়ে থাকে দেশে। প্রবাসীরা দেশ ও বিদেশ নানা চ্যালেঞ্জ ও হয়রানির শিকার হন। এসব মোকাবেলা করতে হলে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশের কল্যাণে কাজ করে যাবো।

অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্ত দানবীর ড. রাগীব আলী ও পাশা খন্দকার এমবিই এর জীবনের নানা দিক তুলে ধরে প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রবাসে দানবীর ড. রাগীব আলীর অবদান, প্রবাসী স্টিয়ারিং কমিটি গঠনে সশরীরে উপস্থিত থেকে গঠন, কমিটির অফিসের জন্য নিজে কার্পেট, পর্দাসহ বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে নিজে নিয়ে আসা, স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে নিজে লিফলেট ছাপিয়ে নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতরণ করেন। পরে দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের বিনিয়োগ এবং মানবকল্যাণে অসামান্য, অনন্য ও উজ্জ্বল অবদান দেশ বিদেশে স্বীকৃত। এরজন্য তিনি সকলের নিকট দানবীর হিসেবে পরিচিত।

সম্মাননা প্রাপ্ত পাশা খন্দকার এমবিই বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশনের (বিসিএ) সাবেক সভাপতি। তিনি প্রভাবশালী মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও ব্রিটিশ রাজনীতিতে লেবার পার্টির একজন নেতা। প্রবাসে কমিউনিটির উন্নয়নে তিনি ব্যাপক অবদান রেখেছেন। সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ব্রিটিশ রানীর বিশেষ সম্মাননা এমব্হি পদকে ভূষিত হয়েছেন। দেশবিদেশ তিনি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। অনুষ্ঠানের পূর্বে বিকেলে প্রবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

সিলেটের শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় কিংবদন্তি ফুটবলার রনজিৎ দাসকে শেষ বিদায়

সিলেট অফিস : অন্তিম যাত্রায় সিলেটের ভক্ত, ক্রীড়ানুরাগী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মী সকলের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় সিক্ত হলেন বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক কিংবদন্তি ক্রীড়াবিদ রণজিৎ দাস। গত সোমবার রাত আটটায় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিলেটের সর্বস্তরের মানুষ।

গত সোমবার ভোরে সিলেটের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় ক্রীড়াবিদ রণজিৎ দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। তাঁর মৃত্যুতে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে রণজিৎ দাসের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি কাইয়ুম চৌধুরী, বর্ষীয়ান রাজনীতিবীদ বেদানন্দ ভট্টাচার্য, সিলেট বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা, সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা, সিলেট জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন, সিলেট জেলা ক্লাব সমিতি, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ, উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ, সোনালী ব্যাংক রিটায়ার্ড অফিসার্স ক্লাব, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, চারণ, শ্রুতি, নৃত্যশৈলী, কথাকলি, পাঠশালা, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পূজা উদযাপন পরিষদ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সিলেট এক্সট্রিম রানার্স, সিলেট ইউনাইটেড ক্লাব, প্রথম আলো বন্ধুসভা, গ্রীণ সিলেট ফুটবল একাডেমী।

রণজিৎ দাস আজাদ স্পোর্টিংয়ের হয়ে ঢাকার মাঠ কাঁপিয়েছেন। এ ক্লাবে তিনি ক্যারিয়ারের সোনালী সময় কাটিয়েছেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর অসাধারণ অধিনায়কত্বে আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিল।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান দলের গোলবার সামলেছেন। তাঁর অসামান্য রিফ্লেক্স এবং সাহসিকতা তাকে সমসাময়িক সেরা গোলরক্ষকদের কাতারে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি কেবল ফুটবলারই ছিলেন না, একজন উঁচু মানের হকি খেলোয়াড়ও ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান হকি দলের গোলকিপার হিসেবেও নজর কাড়েন। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের হয়ে তিনি হকি লিগে অংশ নিতেন। এছাড়া ক্রিকেটেও তাঁর বিশেষ পদচারণা ছিল। অবসরের পর তিনি সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনে নতুন ফুটবলার তৈরির কারিগর হিসেবে কাজ করেছেন। দেশের অনেক নামী ফুটবলার তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতা ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সিলেট শহরের একটি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। তিনি জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার, প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন ক্রীড়া সংগঠক, সাবেক সতীর্থ এবং তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী। গতকাল সোমবার রাতে নগরীর চালিবন্দর শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

ডাঃ ইব্রাহিম খলিল (এম ডি) কে সংবর্ধনা প্রদান

আনন্দ ঘন পরিবেশে লন্ডনের এক অভিজাত রেস্টুরেন্টে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় - সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রনাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা কমিনিটি নেতা দেওয়ান গৌছ সুলতান, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া

পরিচালনা করেন বিলেতের সু-পরিচিত হযরত মাওলানা হাফেজ জিলু খান, সভা সাবলিল সঞ্চালনা করেন কমিনিটি নেতা মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, সংবর্ধিত ডাঃ ইব্রাহিম খলিল ডাক্তার অফ মেডিসিন কে ফুলেল শুভেচ্ছায় সম্মানিত করেন শাহ ফারুক, মুজিব হোসেন, শাহ আজিজ, ডঃ আনিস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন এডভোকেট করিম, সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ, শাহ ইমরান, মুহাম্মদ জাকারিয়া, সফিক আহমদ, মানবাধিকার সংগঠক আনসার আহম্মেদ উল্লাহ, ডাঃ জাহিদ হাসান, আলিমুজজামান, শাহজাহান মিয়া, আব্দুল জলিল খান, আহমেদ কুরেশী, জিতু মিয়া, ছোর মিয়া প্রমুখ! বক্তারা তার এই এছিবমেনটে জন্য বিশেষ দোয়া মোনাজাত ডিনার ও কেক কেটে আনন্দ প্রকাশ করেন, ডাক্তার অফ মেডিসিন ডিগ্রি অর্জনে কমিটি গর্বিত তার উওর উওর সাফল্য ও সামরিদদি কামনা করেন বক্তারা! মোহাম্মদ শাহজাহান আলীর পুএ ডাক্তার ইব্রাহিম খলিলের দেশের বাড়ি গহর পুর বালাগঞ্জের বড় জামাত গ্রামে তিনি সিলেটে তার নানা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রুগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় সেখানে তিনি প্রতি বছর দেশে এসে ফ্রি সেবা প্রদানের পাশাপাশি মানবসেবায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চান !

নর্থাম্পটনে আরামিনতাজ রেস্টুরেন্টে আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদের সংবর্ধনা

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, আই অন টিভির চিফ রিপোর্টার ও বাংলা টিভির যুক্তরাজ্য প্রতিনিধি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ মঙ্গলবার নর্থাম্পটনের জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট আরামিনতাজ-এ আগমন করেন। এ উপলক্ষে তাকে এক সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

রেস্টুরেন্টটির মালিক সিরাজ ইসলাম (রুফা মিয়া), হেড শেফ শামীম চৌধুরী ও ম্যানেজার টেনু মিয়া ফুল দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জুয়েল মিয়া, রাজা মিয়া, নুরুল ইসলামসহ কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যরা।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রবাসী সাংবাদিকতায় আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং তার নতুন দায়িত্ব পালনে সাফল্য কামনা করেন। জবাবে তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও সুদৃঢ় করেছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ও

প্রদান করেন। ' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভয়াবহ গণপিটুনি বা মব ভায়োলেন্স। এর মধ্যে ছিল উগ্রপন্'ী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো, যারা নারী অধিকার ও লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্রান্সজেন্ডারদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জুন থেকে আগস্টের মধ্যে গণপিটুনিতে বা মব সহিংসতায় অন্তত ১২৪ জন নিহত হয়েছে।' 'অতীতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়বদ্ধতা' প্রসঙ্গে এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'গত বছর ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করা আন্দোলনের সময় পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) ও গোয়েন্দা সংস্'াগুলো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িত ছিল। ফলে প্রায় এক হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়। তবে অভিযুক্ত অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার ক্ষেত্রে সরকার সীমিত অগ্রগতি দেখিয়েছে। গত জুলাইয়ে বাংলাদেশ পুলিশের একজন মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, ২০২৪ সালের বিক্ষোভ দমনে ভূমিকার জন্য মাত্র ৬০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংঘটিত সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলোর বিচার বাংলাদেশের আইসিটিতে করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি একটি অভ্যন্তরীণ আদালত, যা এর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

গত নভেম্বরে অনুপস্'িত থাকা অবস্'ায় মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে বিচারের পর মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করা হয়। হেফাজতে থাকা একজন সাবেক পুলিশপ্রধান প্রসিকিউশনের পক্ষে সাক্ষ্য দেন এবং তাঁকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "ট্রাইব্যুনালটি সুষ্ঠু বিচারের মানদণ্ড লঙ্ঘনের অভিযোগে জর্জরিত ছিল। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার আদালত গঠনকারী আইন সংশোধন করে কিছু উন্নতি করেছে। তবু এতে গুরুত্বপূর্ণ আইনি সুরক্ষা বা 'ডিউ প্রসেস প্রোটেকশন'-এর অভাব রয়েছে এবং এতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান অন্তর্ভুক্ত আছে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের পরিপন্'ী। অন্তর্বর্তী সরকার ট্রাইব্যুনালকে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিচার ও ভেঙে দেওয়ার ব্যাপক ক্ষমতাও দিয়েছে।"

এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগের আমলে সংঘটিত গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ তদন্তে কমিশন গঠন করে। কমিশন ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এক হাজার ৮৫০টিরও বেশি অভিযোগ পেয়েছে। কমিশনের সদস্যরা হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে জানিয়েছেন, তাঁরা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্' নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তারা প্রমাণ ধ্বংস করেছেন, সহযোগিতা সীমিত করেছেন এবং অভিযুক্তদের জবাবদিহির আওতায় আনার প্রচেষ্টায় বাধা দি"ছন। গত অক্টোবরে কর্তৃপক্ষ গুমের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে।'

'স'বির সংস্কার' শীর্ষক অনু"ছদে এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'শেখ হাসিনা তাঁর ১৫ বছরের শাসনামলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকার বিচার বিভাগ, নির্বাচনী ব্যবস্'া, পুলিশ, নারী অধিকার, শ্রম অধিকার, সংবিধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য বেশ কয়েকটি কমিশন গঠন করে। এরপর সুপারিশকৃত সংস্কারের প্যাকেজ চূড়ান্ত করার জন্য ইউনূসের সভাপতিত্বে কনসেনসাস বা ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়। তবে রাজনৈতিক অংশীজনদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে খুব কম সংস্কারই গৃহীত বা বাস্তবায়িত হয়েছে।'

'নির্বিচারে আটক, গণগ্রেপ্তার ও হেফাজতে মৃত্যু' শীর্ষক অনু"ছদে এইচআরডব্লিউ বলেছে, 'আওয়ামী লীগ আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং নির্বিচারে আটক করার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, তা অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও অব্যাহত আছে। এর মধ্যে ফৌজদারি অভিযোগে শত শত অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার চর্চাও ছিল। আওয়ামী লীগের শত শত নেতা, সদস্য ও সমর্থক হত্যা মামলার সন্দেহভাজন হিসেবে হেফাজতে রয়েছেন। তাঁদের বিচার ছাড়াই আটকে রাখা হয়েছে এবং নিয়মিত জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হ"ছ। তাঁদের মধ্যে অভিনেতা, আইনজীবী, গায়ক ও রাজনৈতিক কর্মী রয়েছেন।' এইচআরডব্লিউ জানায়, 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' অভিযানের মাধ্যমে আরো কিছু মামলা দায়ের করা হয়। এর ফলে অন্তত আট হাজার ৬০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কঠোর বিশেষ ক্ষমতা আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে আরো অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকতে পারে, যা আগে ভিন্নমত দমনে ব্যবহৃত হতো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গত বছরের ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জ শহরে নিরাপত্তা বাহিনী এবং বর্তমানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে সহিংসতায় পাঁচজন নিহত হয়। এটি ২০২৪ সালের আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের দ্বারা গঠিত ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির সমাবেশের পর ঘটে। পুলিশ পরে শত শত কথিত আওয়ামী লীগ সমর্থককে নির্বিচারে আটক করে এবং আট হাজার ৪০০ জনেরও বেশি (যাদের বেশির ভাগই অজ্ঞাতপরিচয়) মানুষের বিরুদ্ধে ১০টি হত্যা মামলা দায়ের করে।'

মানবাধিকার সংস্'া অধিকার-এর গত অক্টোবরের প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্'ার হাতে অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৪ জন নির্যাতনের কারণে মারা গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক সহিংসতায় প্রায় আট হাজার মানুষ আহত এবং ৮১ জন নিহত হয়েছে।'

এইচআরডব্লিউ বলেছে, '২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও অন্তর্বর্তী সরকারে তাদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব ছিল না। গত এপ্রিলে নারী ও কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় গঠিত কমিশন বৈবাহিক ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা, নারীদের সমানভাবে অভিভাবকত্ব প্রদান, উত্তরাধিকার আইন সংস্কার এবং সংসদে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির সুপারিশ করে। তার কিছুদিন পরেই হেফাজতে ইসলামের প্রায় ২০ হাজার সমর্থক রাজধানী ঢাকায় অন্যান্য ইস্যুর সঙ্গে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর প্রতিবাদে সমাবেশ করে।'

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোয় সশস্ত্র গোষ্ঠী ও অপরাধী চক্রের চাপে রোহিঙ্গারা যৌন সহিংসতা, অপহরণ, জোরপূর্বক নিয়োগ, চাঁদাবাজিসহ নানা রকমের চাপ ও সহিংসতার সম্মুখীন হয়েছে। অনেক ভুক্তভোগী সুরক্ষা, আইনি সহায়তা ও চিকিৎসাসেবার প্রায় সম্পূর্ণ অভাবের কথা জানিয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য হ্রাস এবং নতুন আগমনের ফলে স্বাস্'্যসেবা কেন্দ্র ও প্রাক-শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে এবং খাদ্য ও রান্নার গ্যাসের বরাদ্দ কমে গেছে। মানবিক কর্মীরা রোগের প্রাদুর্ভাব, শিশুদের অপুষ্টির পাশাপাশি মানবপাচার, অনিয়মিত অভিবাসন ও গ্যাং সহিংসতার আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন।'

গণভোট নিয়ে যত প্রশ্ন

Dr Zaki Rezwana Anwar
FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD

বাংলাদেশের আসন্ন গণভোটকে কেন্দ্র ক'রে অনেকের মনেই ভীড় করেছে অজস্র প্রশ্ন। কেউ বলছেন প্রথমে সংসদে পাশ তারপর গণভোট কিনা; কেউ আবার বলছেন অধ্যাদেশের ক্ষমতা কতটুকু; কেউবা বলছেন সংবিধানের একটি শব্দ বদলাতে তো সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন; গণভোটের প্রশ্নের কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন অনেকের; ওদিকে কেউ কেউ ভাবছেন হ্যাঁ ভোটে কি প্রকারান্তরে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে কিনা। তাই পাঠকদের আমি অনুরোধ করবো, রাজনীতিকে কিছুক্ষণের জন্যে পাশে রেখে এই লিখাটিকে তাঁরা যেন কিছুটা একাডেমিক আলোচনা ভেবে নেন।

> গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কি আরও ৬ মাস ক্ষমতায় থেকে যাবে? আইনি বিশ্লেষণ বলছে, জনগণ যদি 'হ্যাঁ' ভোট দেয়, তবে তারা এই সংস্কারগুলোর পক্ষে রায় দিবে, কোনো বিশেষ সরকারের মেয়াদের পক্ষে নয়। বর্তমান সংবিধান মেনেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হচ্ছে এবং সেইমত বিজয়ী দলকে রাষ্ট্রপতি ৩০ দিনের মধ্যে সরকার গঠন ক'রে সংসদের বৈঠক ডাকতে আহ্বান জানাবেন।

গণভোটের মূল চরিত্র হলো জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ। সাধারণত কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব, সীমানা পরিবর্তন বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গণভোটের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে আমরা বেশ কিছু বৈচিত্র্যময় উদাহরণ পাই।

২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের 'ব্রেক্সিট' (Brexit) গণভোট ছিল আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। সেখানে ভোটারদের সামনে একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল: "যুক্তরাজ্য কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে থাকবে নাকি সদস্যপদ ত্যাগ করবে?" ভোটাররা 'ত্যাগ করার' পক্ষে ৫২ শতাংশ রায় দেয়। আবার ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে গণভোট হয়েছিল, যেখানে প্রশ্ন ছিল, "স্কটল্যান্ড কি একটি স্বাধীন দেশ হওয়া উচিত?" জনগণ 'না' ভোট দিয়ে যুক্তরাজ্যের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আয়ারল্যান্ডে ২০১৫ সালে সমলিঙ্গ বিবাহ বৈধ করার জন্যে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে গণভোট হয়, যা সামাজিক সংস্কারে সরাসরি জনমতের এক অনন্য উদাহরণ।

যদি কোনো বিষয়ে দুইয়ের অধিক সমাধান থাকে, তবে ভোটারদের পছন্দের ক্রমানুসারে (Preference) ভোট দিতে বলা হয়ে থাকে। আবার একই দিনে আলাদা আলাদা ব্যালটে একাধিক বিষয়ের ওপরও গণভোট হতে পারে (যেমনটা সুইজারল্যান্ডে প্রায়ই ঘটে)। গণভোটের ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড সবচাইতে অগ্রগামী। সেখানে নিয়মিত ব্যবধানে গণভোট হয়। যেমন: ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, পরিবেশ নীতি বা অভিবাসন আইনের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণ সরাসরি রায় দেয়।

তাহলে বাংলাদেশে গণভোটের প্রয়োজ পড়ল কেন? ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রসংস্কার প্রস্তাব বা জুলাই সনদের মধ্যে এমন কিছু গভীর, গুরুতর এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয় জড়িত আছে যেগুলো স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নেই। এরকম বিশাল পরিবর্তনের বৈধতা অর্জনের জন্যে দেশের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেখা গিয়েছে।

জুলাই সনদকে একটি স্থায়ী ও আইনি রূপ দিতে 'গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়েছে। সাধারণত সংসদ না থাকা অবস্থায় জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে এ ধরণের অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথেই এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

সাধারণত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংবিধানের যেকোনো ধারা সংশোধনের জন্য সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ (Two-thirds) ভোটের প্রয়োজন হয়। তবে 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' এবং 'গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রথমে গণভোটের স্তর: গণভোটে প্রস্তাবগুলো জয়ী হতে কেবল ভোটারদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Simple Majority) বা ৫০% এর বেশি 'হ্যাঁ' ভোট প্রয়োজন। তারপর সংসদের স্তর: গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ার পর, নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। জুলাই সনদ অনুযায়ী, এই পরিষদে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলো গ্রহণের জন্য পরিষদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ (Majority) ভোটের প্রয়োজন হবে।

যদিও সংসদে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা'র কথা বলা হয়েছে, অনেক আইন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনই প্রয়োজন পড়বে। তবে যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো এই সনদে আগেই স্বাক্ষর করেছে, তাই সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়াও একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরবর্তী প্রসঙ্গ হচ্ছে, জুলাই সনদের ভাষা তো আর সাংবিধানিক ভাষা নয়। এটিকে তো সাংবিধানিক রূপ দিতে হবে। সাধারণত এ কাজটি করে গণ পরিষদ। এবার যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তাঁরাই 'গণ পরিষদ' এর কাজ করবেন, তবে এই পরিষদের নাম হবে 'সংবিধান সংস্কার পরিষদ'। অর্থাৎ নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দুটি টুপি পড়ে কাজ করবেন। একই ব্যক্তি সংসদ সদস্যের টুপি পড়ে সংসদের অধিবেশনে বসবেন আবার তাঁরাই সংবিধান সংস্কার পরিষদের টুপি পড়ে প্রথম ১৮০ দিন সংবিধান সংস্কারের কাজ করবেন। যদি গণভোটে 'না' বিজয়ী হয় তাহলে আর সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের প্রয়োজন পড়বে না। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে যেভাবে তাঁরা কাজ করেন সেভাবেই কাজ করে যাবেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক দিক উঠে আসে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সাধারণত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে আলাদা আলাদা প্রশ্ন রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'জুলাই জাতীয় সনদ'-এর ভেতরে থাকা কয়েক ডজন সংস্কার প্রস্তাবকে একটি মাত্র 'প্যাকেজ' হিসেবে ভোটারদের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে একে বলা হয় 'Bundling'। বিশ্বে একই দিনে একাধিক প্রশ্নে আলাদা আলাদা ব্যালটে ভোট দেওয়ার নজির থাকলেও (যেমন সুইজারল্যান্ডে), একটিমাত্র 'হ্যাঁ' বা 'না' প্রশ্নের ভেতরে এতগুলো বৈচিত্র্যময় সংস্কার প্রস্তাব ঢুকিয়ে দেওয়ার নজির বিরল।

সমালোচকরা মনে করেন এই পদ্ধতিতে ভোটারদের পছন্দের স্বাধীনতা সংকুচিত হতে পারে। যেমন, একজন ভোটার হয়তো 'প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সময়সীমা' নির্ধারণে একমত, কিন্তু তিনি হয়তো 'উচ্চকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ' গঠনের প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন একটিই, তাই তাঁকে হয় সবগুলো মেনে নিতে হবে, নয়তো সবগুলো বর্জন করতে হবে। এই 'অল অর নাথিং' (All or Nothing) পদ্ধতিটি সরাসরি গণতন্ত্রের আদর্শ কাঠামোর সাথে কিছুটা সাংঘর্ষিক হতে পারে বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।

'হ্যাঁ' বিজয়ী হলে সংসদে ভোটাভুটি হবে, তবে তার চরিত্র হবে ভিন্ন। যদি জনগণ 'হ্যাঁ' বলে দেয়, তখন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সেই রায়কে প্রত্যাখ্যান করার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। সংসদীয় ভোটাভুটি তখন একটি 'কারিগরি সীলমোহর' বা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ তখন প্রস্তাবগুলো বাতিল করতে পারবে না, কেবল সেগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত আইনি ভাষায় রূপান্তর করবে। এখানে গণভোট হলো 'নির্দেশনা' আর সংস্কার পরিষদ হলো 'বাস্তবায়নকারী'।

বর্তমানে একটি রাজনৈতিক গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আরও ৬ মাস ক্ষমতায় থেকে যাবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদকে জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য ১৮০ কার্যদিবস বা প্রায় ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র। আইনি বিশ্লেষণ বলছে, এটি ড. ইউনূস সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি নয়, বরং নতুন সংসদের ওপর একটি 'সময়বদ্ধ আইনি বাধ্যবাধকতা' মাত্র। জনগণ যদি 'হ্যাঁ' ভোট দেয়, তবে তারা এই সংস্কারগুলোর পক্ষে রায় দিবে, কোনো বিশেষ সরকারের মেয়াদের পক্ষে নয়। বর্তমান সংবিধান মেনেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হচ্ছে এবং সেইমত বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করার পর রাষ্ট্রপতি ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের বৈঠক ডাকতে আহ্বান জানাবেন।

এই পুরো প্রক্রিয়াটি কি ভবিষ্যতে কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে পারে? যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি সংবিধানের প্রথাগত ধারাকে (সংসদ আগে, গণভোট পরে) অনুসরণ না ক'রে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আগে জনগণের রায় নিচ্ছে, তাই ভবিষ্যতে এটি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, সংসদের দুই তৃতীয়াংশ ভোট হওয়ার আগেই কেন একটি প্যাকেজ প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হলো?

এক্ষেত্রে 'Doctrine of Necessity' বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপের নীতিটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে ব'লে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া, যদি কোটি কোটি মানুষের সরাসরি রায় এই সংস্কারের পেছনে থাকে, তখন কোনো আদালত বা পরবর্তী সরকার সহজে একে অবৈধ ঘোষণা করতে পারবে বলে মনে হয়না। গণভোটে প্রাপ্ত জনগণের প্রত্যক্ষ সম্মতিই হবে এই সংস্কারের সর্বোচ্চ আইনি ও নৈতিক ঢাল।

এখানে আরো একটি আইনি জটিলতা নিয়ে অনেকে বলেন যে, বর্তমান সংবিধানে তো গণভোটের বিধানটি নেই, যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোন আইনি বলে এটি করবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কিন্তু এর বিপরীতে বলা হচ্ছে,, এটি একটি অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার। ডকট্রিন অফ নেসেসিটি বা প্রয়োজনীয়তার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারের স্বার্থে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট ইতোমধ্যে এই সরকারের বৈধতা দিয়েছে। ফলে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে গণভোট আয়োজনে কোনো বড় আইনী বাধা থাকার কথা নয়, যদি সরকার তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা বজায় রাখে।

গণভোটের মাধ্যমে অর্জিত এই পরিবর্তন কেবল কাগজে কলমে সংবিধানের সংস্কার নয়, বরং এটি হয়তো হবে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের এক নতুন 'সামাজিক চুক্তি'। যেদিকেই জনগণের রায় যাক, এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।

লেখক: Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিষ্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।

দেশে ১৭ মাসে মাজারে ৯৭ হামলা, নিহত ৩ আহত ৪৬৮

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সারা দেশে গত ১৭ মাসে মাজারে ৯৭টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয় ৪৬৮ ব্যক্তি। নিহত হয় অন্তত তিনজন। গত সোমবার বিকেলে সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ) মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরেন সেন্টার ফর সুফি হেরিটেজের সমন্বয়ক মোহাম্মদ আবু সাঈদ।

মাজারে হামলার ঘটনায় নিজেদের অনুসন্ধানে সমাজকেন্দ্রিক গবেষণাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সুফি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। গতকাল তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ১৭ মাসে ১৩৪টি মাজারে হামলার খবর পাওয়া গেলেও অনুসন্ধান করে ৯৭টি হামলার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রমাণ না পাওয়ার মধ্যে ছয়টি ছিল গুজব।

৯৭টি হামলার মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগেই ৬৪টি হামলা সংঘটিত হয়েছে। ৫৯টি হামলা ধর্মীয় মতবিরোধ, ২১টি স্থানীয় বিরোধ, ১৬টি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং একটি হামলা পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে ঘটেছে। হামলার শিকার ৪৪টি মাজার পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে জানিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সমসংখ্যক মাজারে বার্ষিক ওরস আয়োজন বন্ধ রয়েছে। হামলাগুলোয় প্রধানত 'তৌহিদি জনতা'র নেতৃত্ব শনাক্ত করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিবেদন তৈরির পাশাপাশি হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মাজার, দরগা, খানকাহগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদান, পুনঃসংস্কার কার্যক্রম এবং সার্বিকভাবে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করতে ১২টি রাজনৈতিক দলকে এ সংস্থার পক্ষ থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইমরান হুসাইন তুষারের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এবং প্রতিবেদনের সারাংশ পাঠ করেন সমন্বয়ক মোহাম্মদ আবু সাঈদ। ওই সময় আরো উপস্থিত ছিলেন লেখক ও গবেষক তাহমিদাল জামি, আইনি সহায়তা কেন্দ্র ব্লাস্টের প্রতিনিধি আহমেদ ইব্রাহীম, সেন্টার ফর ইসলামিক হেরিটেজের সহসমন্বয়ক মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, মাকাম রিসার্চ টিমের সদস্য তৌহিদুল ইসলাম, আবু হাসান মুহাম্মদ মুখতার ও মুনীর উদ্দিন আহমদ, হামলার শিকার মুর্শিদপুর দরবারের প্রতিনিধি মাওলানা মতিউর রহমান, চাঁদপুরী শাহ দরবারের প্রতিনিধি মাওলানা গোলাম জিলানীসহ অন্যরা।

স্ত্রীসহ বিমানের এমডি গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ১১ বছরের শিশু গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শফিকুর রহমান ওরফে সাফিকুর রহমান এবং তাঁর স্ত্রী বীথিসহ চারজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গত সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রাজু আহমেদ শুনানি শেষে জামিন আবেদন নাকচ করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

এর আগে গত রবিবার গভীর রাতে রাজধানীর উত্তরার বাসা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারে যাওয়া অন্য দুই আসামি হলেন বাসার অন্য দুই গৃহকর্মী রুপালী খাতুন ও মোছা. সুফিয়া বেগম।

স্ত্রীসহ বিমানের এমডি গ্রেপ্তার গত সোমবার আসামিদের আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উত্তরা পশ্চিম থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রোবেল মিয়া তাঁদের কারাগারে আটক করেন। আসামিদের পক্ষে অ্যাডভোকেট জাকির হোসেন জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষে উপপরিদর্শক তাহমিনা আক্তার জামিনের বিরোধিতা করেন।

উভয় পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নাকচ করে তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

ওই থানায় শিশুটির বাবা হোটেলকর্মীর করা মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, উত্তরা ৯ নম্বর সেক্টরে সাফিকুর রহমানের বাসার নিরাপত্তাকর্মী জাহাঙ্গীর ওই হোটেলকর্মীর কাছে ওই বাসায় কাজের জন্য একটি ছোট মেয়ের খোঁজ করেন। তিনি তখন তাঁর ওই শিশুকন্যার কথা বলেন। বাসার লোকজন কথা দেন, পরবর্তী সময়ে মেয়েটির বিয়েসহ যাবতীয় খরচ তাঁরা বহন করবেন।

এতে রাজি হয়ে গত বছরের জুনে মেয়েকে ওই বাসায় কাজে দেন হোটেলকর্মী। সর্বশেষ গত বছরের ২ নভেম্বর ওই বাসায় মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় দেখে আসেন বাবা। তবে এর পর থেকে মেয়েটিকে আর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে দেননি আসামিরা।

গত ৩১ জানুয়ারি বীথি শিশুর বাবাকে ফোন করে জানান, মেয়েটি অসুস্থ। তাকে নিয়ে যেতে বলেন তিনি।

পরে মেয়েকে আনতে গেলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাবার কাছে গৃহকর্মীকে বুঝিয়ে দেন বীথি। হোটেলকর্মী বাবা তখন দেখতে পান, মেয়ের দুই হাতসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম। সে ভালোভাবে কথাও বলতে পারছে না। এর কারণ জানতে চাইলে বীথি সদুত্তর দিতে পারেননি।

পরে তিনি মেয়েকে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করান। জিজ্ঞাসাবাদে মেয়ের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে হোটেলকর্মী জানান, ২ নভেম্বর তিনি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে অকারণে সাফিকুর রহমান এবং বীথিসহ অন্যরা তাকে মারধর করেন। খুন্তি আগুনে গরম করে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছেঁকা দিয়ে গুরুতর জখম করেন তাঁরা। এ ঘটনায় পরে হোটেলকর্মী বাবা বাদী হয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলা করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্জনের চেয়ে ব্যর্থতাই বেশি : টিআইবি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্যের চেয়ে ঘাটতির পাল্লা ভারী বলে জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশড়টিআইবি। সংস্থাটি মনে করে, জুলাই আন্দোলন থেকে দেশের রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি। ফলে দেশের সার্বিক সংস্কারপ্রক্রিয়ায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি। চব্বিশের ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে মব সন্ত্রাসের কারণে সহিংসতা বেড়েছে।

গত ১৭ মাসে ৬০০টি রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এসব সংঘর্ষে ১৫৮ জন রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন এবং সাত হাজার ৮২ জন আহত হয়েছেন। আর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর ৩৬ দিনে ১৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এই অবস্থায় মব নিয়ন্ত্রণ না করলে আসন্ন নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সংস্থাটি।

গত সোমবার রাজধানীর ধানমণ্ডিতে টিআইবি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে 'কর্তৃত্ববাদ পতন-পরবর্তী দেড় বছর : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে সংস্থাটি। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আওয়ামী লীগের পতনের পর রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা, সংস্কার ও নির্বাচনের 'ভিত্তি স্থাপনের' যে প্রত্যাশা ও দায়িত্ব ছিল অন্তর্বর্তী সরকারের, দেড় বছরেও সেসব 'নাজুক' অবস্থায়। এ সরকারের ইতিবাচক যে অর্জন হয়েছে, তার তুলনায় 'ঘাটতি বা পথভ্রষ্ট হওয়ার' উপাদানের 'পাল্লাটা তুলনামূলক ভারী'। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র সংস্কারের ম্যান্ডেট' নিয়ে দায়িত্ব শুরু করা এই সরকার শুরু থেকে সংস্কারকে 'শুধু সংস্কার' হিসেবে দেখেছে, বাস্তবায়নের পথে ঝুঁকিগুলো বিশ্লেষণ করে নিরসনের উপায় অনুসন্ধান করার প্রয়াস দেখা যায়নি।

ফলে রাষ্ট্র সংস্কারের ক্ষেত্রে যে অবকাঠামো তৈরি হয়েছে, সেটি আইনগত হোক, সাংবিধানিক হোক বা অন্য মানদণ্ডে, সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক ঝুঁকি আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই অবকাঠামোটিকে দুর্বল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন শাহজাদা এম আকরাম এবং মো. জুলকারনাইন। গবেষণা প্রতিবেদনে বিচার, রাষ্ট্র সংস্কার, নির্বাচন এবং রাষ্ট্র পরিচালনের নিরিখে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সার্বিক পর্যবেক্ষণে চারটি ক্ষেত্রেই সরকারের উল্লেখযোগ্য 'অগ্রগতি ও অর্জন হয়েছে' মন্তব্য করে বলা হয়েছে, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বিচার ও নির্বাচনের অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্র সংস্কার অবকাঠামো তৈরি হয়েছে। তবে অবকাঠামো 'পর্যাপ্ত শক্তিশালী নয় এবং মজবুত নয়'। প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হলে হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, অর্থপাচার ও কর ফাঁকির মতো অপরাধের প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ন্যায়সংগত ও বিশ্বাসযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দলটির নিয়ন্ত্রণে থাকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাতের দখল নিতেই মূলত এসব সংঘাতের সূত্রপাত। এসংক্রান্ত পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। সহিংসতা ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত নিজেদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দলগুলো দৃশ্যত ব্যর্থ হয়েছে। ফলে উপদলীয় কোন্দল ও সংঘাত অব্যাহত রয়েছে, যা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করছে।

সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর সহিংসতা ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে বলে জানিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তফশিল ঘোষণার পরবর্তী ৩৬ দিনের মধ্যেই অন্তত ১৫ জন রাজনৈতিক নেতাকর্মী হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহিংসতা, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের হেনস্তা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের ওপর হামলা এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মতো একাধিক ঘাটতি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। ওই সময়ে এক

হাজার ৩৩৩টি অস্ত্র নিখোঁজ হওয়ার তথ্যও উঠে এসেছে। এ ছাড়া ডিপফেক ও ভুল তথ্য ছড়ানোর ঝুঁকি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ৫০টির বেশি ঘটনায় নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

এ ছাড়া বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এখনো উদ্ধার না হওয়ায় এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের নতুন করে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়ায় সহিংসতার ঝুঁকি বাড়তে পারে। নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত জনবলের মধ্যে মাত্র ৯ থেকে ১০ শতাংশ পুলিশ সদস্য থাকায় সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

প্রতিবেদনে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারক ও কৌঁসুলিদের নিয়োগ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। গুমসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচারে র‍্যাব বিলুপ্তি এবং গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কারসংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকার নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছে। জুলাই যোদ্ধাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট উদ্যোগের কিছু ক্ষেত্রে অনুদান প্রদানে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণে সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসরণে ঘাটতি দেখা গেছে।

মাঠ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বাদ দেওয়া, উপদেষ্টাদের দলীয়করণ এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংশয় ও মতবিরোধ তৈরি হয়েছে। জামায়াত, এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলনের মতো কয়েকটি দল 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' নিশ্চিত হওয়া নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছে। ইলেকশন কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে বাছাই করা ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থার মধ্যেও বেশ কয়েকটির সক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। এসব সংস্থার কিছু কার্যত 'নামসর্বস্ব', যা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাই-বাছাই, ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো কমিশনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে প্রতিবেদনে।

এতে আরো বলা হয়, নির্বাচন ও গণভোট, উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি, আইন ও প্রক্রিয়াগত বড় ধরনের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে। নিরাপত্তাঝুঁকি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর সম্ভাবনাকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, নানা প্রতিকূলতা ও অস্থিতিশীলতার মধ্যেও এখন পর্যন্ত নির্বাচনী পরিবেশ কিছুটা সক্রিয় রয়েছে।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, "নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন 'অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কা' থাকলেও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার যে প্রবণতা সব সময় ছিল, সেটি অব্যাহত আছে। সুষ্ঠু বা নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে কি নাড়এমন প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'অর্থ, পেশিশক্তি ও ধর্ম'ড়এই তিনটি শক্তির অপব্যবহারের প্রকট দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে। যার ফলে বাস্তবে সমান প্রতিযোগিতাসহ কতটুকু সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, সেটি আমাদের দেখার বিষয়।"

মবের বিষয়ে সরকার শুরু থেকে তৎপরতা দেখাতে পারেনি মন্তব্য করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, যদি মব সন্ত্রাস যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, তাহলে বিগত নির্বাচনের মতোই আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সহিংসতা হতে পারে। মব সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে সরকারকে কঠোর হতে হবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে এই মবের বিষয়টি কিন্তু শুরু হয়েছে সরকারের ভেতর থেকেই। সরকারের যে পরিচালন কেন্দ্রস্থল বাংলাদেশ সচিবালয়, সেখানে কিন্তু মবের উৎপত্তি প্রথম। সরকারের বাইরের শক্তি, যাদের আমরা আজকে মব বলি, তারা ক্ষমতায়িত হয়েছে সেই মবের কারণে। সেই মব শক্তির কারণে কিন্তু সরকারের সেই নৈতিক স্থান দুর্বল হয়েছে।'

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আর কোনো হত্যাকাণ্ড হবে নাড়এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, আর যেন নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা না হয়। তবে সহিংসতার ঝুঁকি শুধু ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যন্ত নয়, এর পরবর্তী কয়েক দিনও থাকতে পারে। সরকার এই ঝুঁকির বিষয়টি ভালোভাবেই জানে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা তাদের রয়েছে।

রাজনীতিবিদ ও আমলাতন্ত্র জুলাই আন্দোলন থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি বলে মন্তব্য করেন ড. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কার সফল করতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে রাজনীতিমুক্ত করতে রাজনৈতিক দলগুলোর দৃঢ় অঙ্গীকার প্রয়োজন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর অনড় অবস্থানের কারণে জুলাই সনদ দুর্বল হয়েছে। জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে ধরনের সুপারিশ ছিল বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের, সেই সুপারিশগুলোকে কেন্দ্র করে বড় রাজনৈতিক দলগুলো সবারই এক ধরনের অনীহা ছিল। জুলাই সনদকে কেন্দ্র করে যে গণভোট, সেটি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের 'বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে' এবং বাংলাদেশের মধ্যে 'দ্বিধা সৃষ্টি হয়েছে'। তিনি বলেন, নোট অব ডিসেন্টের মৌলিক কনসেপ্ট ধারণ করলে আপত্তি থাকলেও যেসব বিষয়ে ঐকমত্য বা সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেটিই বাস্তবায়িত হবে। এ ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার রীতি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত আছে। তবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি হবে কি না, সেটি দেখার বিষয়। গণভোটের রায় 'হ্যাঁ'-এর পক্ষে গেলে সে ক্ষেত্রে যারা সরকারে যাবে, তাদের সদিচ্ছার ওপর সংস্কার বাস্তবায়ন নির্ভর করবে।

জুলাই আন্দোলনের সময় হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে সাংবাদিকদের ঢালাওভাবে মামলায় জড়ানোর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক। তিনি বলেন, পেশাগত অবস্থান অপব্যবহারের অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া কতটুকু বিচার, আর কতটুকু প্রতিশোধ, সে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত অপরাধী, কর্তৃত্ববাদের দোসরদের চিহ্নিত করে জবাবদিহির আওতায় আনা কতটুকু সম্ভব ও গ্রহণযোগ্য হবে, সে প্রশ্নও থেকে যাচ্ছে। প্রকৃত জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হলে হত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, দুর্নীতি, অর্থপাচার ও কর ফাঁকির মতো অপরাধের প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ন্যায়সংগত ও বিশ্বাসযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারের প্রস্তাবিত সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ ও গণমাধ্যম কমিশন অধ্যাদেশ নিয়ে সমালোচনা করে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক বলেন, মিডিয়া বিশেষভাবে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত হয়েছে এবং মিডিয়ার প্রতি নতুন করে ঝুঁকি সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের ভেতরের ও বাইরের শক্তি কাজ করেছে এবং বাইরের শক্তিকে সরকারই 'অতি ক্ষমতায়িত' করেছে। গণমাধ্যম স্বাধীনভাবে পেশাদারির সঙ্গে নিরাপদে কাজ করুকড় এই চিন্তা-ভাবনা অন্তর্বর্তী সরকার ধারণ করেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সরকারের 'শেষ সময়ে' জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন এবং সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশকে 'বিদায়ি পরিহাস' আখ্যা দেন তিনি।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে অবাধ তথ্যের প্রবাহ, যেটি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত ছিল মানুষের। সরকারের অঙ্গীকারের মধ্যে ছিল, জাতির কাছে সরকারপ্রধানের প্রথম যে ভাষণ ছিল, সেই ভাষণে পরিষ্কারভাবে বিষয়টির ওপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সরকারি দপ্তরে আমরা দেখেছিড়সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ছিল, অংশগ্রহণমূলক হয়নি এবং গোপনীয়তার সংস্কৃতি কাজ করেছে। সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে ঘোষণা ছিল, উপদেষ্টা পরিষদ তাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটি করা হয়নি।

নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন নিয়ে সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে টিআইবি নির্বাহী পরিচালক বলেন, সেখানে সরকারের নির্লিপ্ততা বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে, নারী কমিশনের প্রতিবেদন তাদের সরকারের প্রতিবেদন নয়। এই ন্যারেটিভের ফলে একদিক থেকে প্রতিবেদনের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অন্যদিক থেকে যারা নারী ক্ষমতায়নের প্রতিরোধক শক্তি, তাদের অতি ক্ষমতায়িত করেছে সরকার। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে 'সবচেয়ে দুর্বল' জায়গা ছিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

৩৮৯ জনের বাবা একজন!

পোস্ট ডেস্ক : এক জন মানুষের নামের পাশে ৩৮৯ জন ভোটারকে সন্তান হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। একই ব্যক্তিকে পিতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ওই ৩৮৯ জন। বাস্তবে ও বৈজ্ঞানিক দিক থেকে এমন ঘটনা অসম্ভব বলেই মনে করছে নির্বাচন কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় এই অস্বাভাবিক তথ্য উঠে এসেছে। রাজ্যের এসআইআর মামলা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে হলফনামা জমা দিয়ে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে নির্বাচন কমিশন।

বুধবার সুপ্রিমকোর্টে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। তার আগে কেন বিপুল সংখ্যক ভোটারকে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে শীর্ষ আদালতে হলফনামা জমা দেয় কমিশন। সেই হলফনামাতেই উঠে এসেছে ভোটার তালিকার একাধিক গুরুতর অসঙ্গতির কথা। নথি অনুযায়ী বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভা এলাকায় এক জন ভোটারের সঙ্গে ৩৮৯ ভোটারকে সন্তান হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। ওই সব ভোটার একই ব্যক্তিকে নিজের পিতা হিসেবে নথিভুক্ত করেছেন। কমিশনের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এক জন মানুষের এত সন্তান থাকা বাস্তবে অসম্ভব। শুধু বীরভূম নয় রাজ্যের আরও একাধিক জেলায় একই ধরনের অস্বাভাবিক তথ্য মিলেছে। হাওড়ার সাঁকরাইলে এক জনকে অভিভাবক হিসেবে দেখানো হয়েছে ৩১০ ভোটারের ক্ষেত্রে। মুর্শিদাবাদে ১৯৯ জন দার্জিলিঙে ১৫২ জন জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ১২০ জন এবং আসানসোলে ১৭০ ভোটার একই ব্যক্তিকে নিজের অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নির্বাচন কমিশনের মতে, এই সব তথ্য বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব। কমিশনের ভাষায় এমন অসঙ্গতি ভোটার তালিকায় বড়সড় গরমিল অথবা তথ্যগত ত্রুটির ইঙ্গিত দেয়। তাই এই সব ক্ষেত্রে আলাদা করে যাচাই করা প্রয়োজন।

হলফনামায় কমিশন জানিয়েছে, দার্জিলিং আসানসোল মেমারি বীরভূমের নানুর মুর্শিদাবাদ কান্দি জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা ও ক্রান্তি পূর্ব মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া এবং হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকায় এই ধরনের ঘটনা বেশি সংখ্যায় ধরা পড়েছে।

কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ছয় জনের বেশি সন্তানের ঘটনা পাওয়া গিয়েছে দুই লাখ ছয় হাজারেরও বেশি ক্ষেত্রে। ১০ জনের বেশি সন্তানের তথ্য মিলেছে আট হাজার ৬৮২ ভোটারের নথিতে। আরও উদ্বেগজনক ভাবে ৫০ জনের বেশি সন্তানের ঘটনা ধরা পড়েছে ১০টি ক্ষেত্রে এবং একশ জনের বেশি সন্তানের ঘটনা পাওয়া গিয়েছে সাতটি ক্ষেত্রে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য হল দুটি ক্ষেত্রে এক জন ভোটারের সঙ্গে দুইশোর বেশি ভোটার যুক্ত থাকার তথ্য মিলেছে।

কমিশনের মতে, এই সব তথ্য ভোটার তালিকায় লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি বা তথ্যগত অসঙ্গতির স্পষ্ট প্রমাণ। এই কারণেই যেখানে ছয় জন বা তার বেশি ভোটার একজন ব্যক্তির সঙ্গে সন্তান বা প্রজেনি হিসেবে যুক্ত সেখানে সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের মাধ্যমে নোটিস জারি করে শুনানির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত আনম্যাপড এবং তথ্যগত অসঙ্গতি থাকা এক কোটি ৫১ লাখের বেশি ভোটারের শুনানির নোটিস জেনারেট করা হয়েছে। এর মধ্যে ছয় জনের বেশি সন্তান সংক্রান্ত অসঙ্গতির কারণে প্রায় ২০ লাখ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে।এই প্রেক্ষাপটেই পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং দোলা সেন আলাদা করে মামলা করেছিলেন।

ভোটার তালিকার এই বিপুল অসঙ্গতি রাজ্যের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। এখন সুপ্রিমকোর্টের পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে প্রশাসন এবং রাজনৈতিক মহল।

কিয়েভে আবারও হামলা রাশিয়ার

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত এক সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হতেই তীব্র শীতের মধ্যে কিয়েভে রাশিয়ার হামলা আবার শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার ইউক্রেনের কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রাতের তাপমাত্রা কিয়েভে মাইনাস ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং খারকিভে মাইনাস ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে এসেছে।

গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ঠান্ডা আবহাওয়ার সময়ে কিয়েভ ও অন্যান্য শহরে হামলা বন্ধে সম্মত হয়েছেন।

ক্রেমলিনও জানিয়েছিল, যুদ্ধবিরতি রবিবার পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। তবে ইউক্রেনের দাবি, মস্কো যুদ্ধবিরতির মধ্যেও হামলা চালিয়েছে।

কিয়েভ সিটি মিলিটারি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান তিমুর তকাচেঙ্কো টেলিগ্রামে জানিয়েছেন, 'প্রচণ্ড শীতের রাতে কিয়েভে রাশিয়া আবারও বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে।' তিনি রাজধানীর বাসিন্দাদের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। পরে তিনি আরো জানান, এই হামলায় দুজন আহত হয়েছেন। আঞ্চলিক সামরিক প্রধান ওলেগ সিনেগুবভ জানান, পূর্বাঞ্চলীয় খারকিভেও রাশিয়ার গোলাবর্ষণে দুইজন আহত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, কয়েক ঘণ্টার হামলায় মূলত জ্বালানি অবকাঠামোকে লক্ষ্য করা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল 'সর্বোচ্চ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং তীব্র তুষারপাতের মধ্যে শহরকে তাপহীন করা।

২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার ইউক্রেনে আগ্রাসনের চার বছর পূর্ণ হবে। রাশিয়া, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের মধ্যে দ্বিতীয় দফার আলোচনা বুধবার আবুধাবিতে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে ভূখণ্ড ইস্যুতে এখনো কোনো সমাধান হয়নি। রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় দোনেৎস্ক অঞ্চল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়, কিন্তু কিয়েভ তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

আল জাজিরার রিপোর্ট

চরম নিরাপত্তাহীনতা: নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেন শঙ্কিত?

পোস্ট ডেস্ক : সুকুমার প্রামাণিক। বসবাস ঢাকা থেকে ২৫০ কিলোমিটার (১৫৫ মাইল) দূরে রাজশাহী শহরে। পেশায় একজন শিক্ষক। দেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন রাজনীতিতে তার আস্থার শেষ পরীক্ষা বলে মনে করেন তিনি।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক সহিংসতা বৃদ্ধির নজির রয়েছে। আর এই রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও সামাজিক উত্তেজনায় প্রায়শই সবেচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের।

চব্বিশের আগস্টে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা নিজেদের অবরুদ্ধ মনে করছেন। তাদের সম্পত্তির ওপর হামলা, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগের খবর রয়েছে। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার বারবার জোর দিয়ে বলেছেন, অধিকাংশ ঘটনায় রাজনৈতিক, ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত নয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে ঘিরে শঙ্কা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রামাণিক বলেন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, ভোটের আগে এবং পরে আমরা নিরাপদ থাকব। কিন্তু এই মুহূর্তে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতিকদের ওপর আস্থার পরিমাণ অত্যন্ত কম।

২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের ফলে হাসিনার পতনের পর, দেশের বেশ কিছু এলাকায় উত্তেজিত জনতা হিন্দু সম্প্রদায়কে লক্ষ্যবস্তু করে। এই হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু সদস্য বিগত দিনে ঐতিহাসিকভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট দিতেন। দলটি নিজেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' হিসেবে দাবি করার চেষ্টা করেছে। যদিও সমালোচকদের অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন দলটি সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেছে।

প্রামাণিক জানান, তার গ্রামেরই একদল বিশৃঙ্খল জনতা রাজশাহীর বিদ্যাপুর এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায়। যেখানে তারা তাকে মারধর করে এবং তার হাত ভেঙে দেয়। এজন্য তার অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয় এবং তাকে বেশ কয়েক দিন হাসপাতালে কাটাতে হয়। তিনি বলেন, আমি এই বিশ্বাস নিয়ে ওই ভিড়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম যে, তারা আমাকে চেনে এবং আমার ওপর হামলা করবে না। তারা আমার হাত ভেঙে দিয়েছে। তবে তার চেয়েও বড় কথা, তারা আমার হৃদয় এবং আমার বিশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। এর আগে আমি কখনো এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইনি।

'সুবিচার নেই'

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে হিন্দুরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ। আর খৃষ্টান, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের সংখ্যা এর চেয়েও অনেক কম।

বিশেষজ্ঞ এবং সংখ্যালঘু নেতাদের মতে, বাংলাদেশের ইতিহাসজুড়ে রাজনৈতিক কুশীলব এবং তাদের সমর্থকরা মাঝেমধ্যে ভোটারদের ভয় দেখাতে বা স্থানীয় বিরোধ মেটাতে ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহার করেছেন। ফলে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, উপাসনালয় এবং ব্যক্তিরা হামলা শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সহ-সম্পাদক মনিন্দ্র কুমার নাথ বলেছেন, আওমী লীগের আশলসহ আপনি যদি অতীতের নির্বাচনগুলোর দিকে তাকান- কখনই সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্যিকার অর্থে থেমে থাকেনি। এটি নির্বাচনের আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার কারণ হলো সেসব ঘটনার সঠিক কোনো বিচার হয়নি।

২০০১ সালের নির্বাচনে যখন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এবং তার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ক্ষমতায় আসে, তখন হিন্দুদের ওপর যে হামলা হয়েছে, তারও বিচার হয়নি। এমনকি পরের বছরগুলোতে হিন্দুদের ওপর হওয়া হামলাগুলোর ক্ষেত্রেও বিচারহীন রাখা হয়েছে।

এখন, নির্বাচনের আগে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ঘটা বিক্ষিপ্ত হামলাগুলো সেই পুরোনো আতঙ্ককে আবারও পুনরুজ্জীবিত করেছে। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্যমতে, ২০২৫ সালে অন্তত ৫২২টি সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৬১টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা রয়েছে। সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, ২০২৪ সালের আগস্টে হাসিনার পতনের পর থেকে ওই বছর মোট ২১৮৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

নাথ বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘুরা এখন চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে। এই শঙ্কা এখানের সবার মধ্যেই কাজ করছে।

বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ব্যাপক অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৬৪৫টি ঘটনার হিসাব নথিবদ্ধ করেছে। সরকার বলছে, এর মধ্যে মাত্র ৭১টি ঘটনার পেছনে 'সাম্প্রদায়িক কারণ' ছিল। বাকিগুলোকে সাধারণ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের যুক্তি হলো, এই পরিসংখ্যানগুলো এটাই দেখায়, সংখ্যালঘুদের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ ঘটনাই ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত ছিল না। সাম্প্রদায়িক সহিংসতাকে সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিজনিত অপরাধ থেকে আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে সরকার।

জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ দীর্ঘস্থায়ী আইনশৃঙ্খলাজনিত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর গড়ে ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫০০ মানুষ সহিংসতায় প্রাণ হারান। সরকার আরও ইঙ্গিত দিয়েছে যে, হাসিনার পতনের পর থেকে এই বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে, বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা রাজনৈতিক রূপ দেয়া হয়েছে। তবে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র ২০২৫ সালে ২২১টি সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা নথিবদ্ধ করেছে, যার মধ্যে ১ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হওয়ার খবর রয়েছে। যা ঐক্য পরিষদের হিসাবের চেয়ে কম হলেও সরকারি তথ্যের চেয়ে বেশি।

'আর কোনো মানসিক আঘাত নয়'

রাজশাহীর বিদ্যাধরপুরের গৃহিনী শেফালী সরকার চব্বিশের ৫ আগস্ট বিকেলে তার জীবনকে ওলটপালট হতে দেখেন। সেই দিনটি, যেদিন হাসিনা দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন হামলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ পুরুষ বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। তখন নারীরা বাড়িতেই থাকেন। হাসিনার পতনের পর বিশৃঙ্খল জনতা মূলত পুরুষদেরই লক্ষ্যবস্তু করে।

সেসব দিনের কথা মনে করে আতঙ্কিত বোধ করেন শেফালী। বলেন, তারা আমাদের বাড়িঘর ভাঙচুর করতে শুরু করে। আমি ভেবেছিলাম এটাই শেষ। আমরা বোধহয় মারা যাচ্ছি। এটি আমার মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে এবং এরপর থেকে আমার মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছে।

নির্বাচন ঘনিয়ে আসায় সেই উদ্বেগ আবার ফিরে এসেছে বলে জানান শেফালী। নতুন কোনো অস্থিরতা তার সম্প্রদায়কে আবারও লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন তিনি। শেফালী বলেন, আমি আর কোনো মানসিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে পারব না।

তার স্বামী নারায়ণ সরকার জানান, ওই হামলার পর থেকে এলাকাটি শান্ত রয়েছে এবং স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দা ও রাজনৈতিক নেতারা তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু ভয় সবসময় থেকেই যায়। তার ধারণা যেকোনো সময় তাদের শান্তি বিনষ্ট হতে পারে।

'অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে পারে'

অবশ্য সবাই সমানভাবে উদ্বিগ্ন নন। বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের ফরিদপুর জেলার স্থানীয় দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সম্পাদক শ্যামল কর্মকার বলেন, আমরা এখানে ঐতিহ্যগতভাবেই বছরের পর বছর ধরে শক্তিশালী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখেছি। গণ-অভ্যুত্থানের সময় অনেক এলাকায় হামলার খবর পাওয়া গেলেও আমাদের এলাকায় তেমন কিছু ঘটেনি। তিনি আরও যোগ করেন, রাজনৈতিক নেতারা সক্রিয়ভাবে সংখ্যালঘুদের ভোট চেয়েছেন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা ভোট দেব এবং একটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আশা করছি।

প্রকৃতপক্ষে, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার কথা বলেছেন। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় নিরাপদ বোধ করবে। অন্যদিকে, নির্বাচনে বিএনপির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী এই প্রথমবার তাদের দল থেকে খুলনার একটি আসনে একজন হিন্দু প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে।

তা সত্ত্বেও, গোপালগঞ্জে নির্বাচনী সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ অনেক বেশি। জেলার একটি হিন্দু-প্রধান নির্বাচনী এলাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক বলেন, তিনি ভীত যে, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ঐক্য পরিষদের নেতা মনীন্দ্র কুমার নাথ বলেন, সংখ্যালঘুদের উদ্বেগ নিরসনে সরকার ও নির্বাচন কমিশন আরও অনেক কিছু করতে পারত। তিনি বলেন, এমনকি এখন নির্বাচন কমিশন কাজ করলেও তারা একবারও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা তাদের কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন।

তবে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম আল জাজিরাকে বলেন, কর্তৃপক্ষ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় এবং একটি নিরাপদ নির্বাচন নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, আমরা পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছি যাতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু, সকল ধর্ম ও পরিচয়ের মানুষ একটি উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিতে পারে। শেখ হাসিনার অধীনে গত ১৫ বছর তারা অবাধে ভোট দিতে পারেনি, কারণ নির্বাচনগুলো কারচুপিতে ভরা ছিল। তিনি আরও যোগ করেন, আমাদের অগ্রাধিকার হলো এবার যেন সবাই ভোট দিতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং তাদের উদ্বেগের বিষয়টি সমাধান করেছে।

রাজশাহীর বিদ্যাধরপুর গ্রামে সুকুমার প্রামাণিক জানান, তিনি এই আশ্বাসগুলো খুব সাবধানে বিবেচনা করছেন। তিনি বলেন, যদি আমরা আবারও হামলার শিকার হই, তবে এটাই হবে তাদের ওপর আমার আস্থা রাখার শেষ সুযোগ।

ভোটের মাঠে অজানা আতঙ্ক

সর্বচ্চ সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বডি অন ক্যামেরা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভোট কেন্দ্র গুলোতে জালিয়াতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পর্যবেক্ষনে সিসি ক্যামেরা স্থপাণের উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। মঙ্গলবার মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে সারা দেশে ১ হাজার ৫১ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার। মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রেষণ-২ শাখা থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উপসচিব নূর-এ-আলমের সই করা ওই প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, নিয়োগপ্রাপ্ত এসব কর্মকর্তা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নামের পাশে উল্লিখিত জেলা বা অধিক্ষেত্রে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

জোটগত ভাবে কোন দল ক্ষমতা গ্রহণ করবে, কার জনপ্রিয়তা কতটুকু তা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা তাদের পর্যবেক্ষন প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ ইলেকশন অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন স্টাডিজ বুধবার তাদের গবেষনা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটারদের ৪৮ শতাংশ বিএনপিকে পছন্দ করছে। আর ২৯ শতাংশ জামায়াত, ৬.৫ শতাংশ এনসিপি এবং ১৩ শতাংশ অন্যান্য দলকে পছন্দ করছেন। ২.৪ শতাংশ ভোটার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। এদিকে ৯০ শতাংশের বেশি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আগ্রহী।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে 'আনকাভারিং দ্য পাবলিক পাল স: এ নেশনওয়াইড সার্ভে' শীর্ষক এক গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়।

কমিউনিকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন (সিআরএফ) এবং বাংলাদেশ ইলেকশন অ্যান্ড পাবলিক ওপিনিয়ন স্টাডিজ (বিইপিওএস) যৌথভাবে এই জরিপ পরিচালনা করে। ২০২৫ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুই ধাপে দেশের ১৮০টি আসনের ১১ হাজার ৩৮ জন ভোটারের ওপর এই জরিপ চালানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন সিআরএফের স্ট্র্যাটেজিক কোঅর্ডিনেটর জাকারিয়া পলাশ।

বিশেষজ্ঞ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অব রিডিংয়ের ভিজিটিং প্রফেসর ড. এম নিয়াজ আসাদুল্লাহ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সাবের আহমেদ চৌধুরী।

জরিপ অনুযায়ী, ৯০ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও ৮ শতাংশ ভোটার এখনো অংশগ্রহণের বিষয়ে নিশ্চিত নন। ভোটারদের ৩০.২ শতাংশ প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে চান এবং ৩৩.২ শতাংশ দল ও প্রার্থী উভয়কেই বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ভোটাররা এখন ধর্মীয় ইস্যুর চেয়ে সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন।

৬৭.৩ শতাংশ ভোটারের কাছে আগামী নির্বাচনের প্রধান ইস্যু 'দুর্নীতি'। এ ছাড়া ৬৩ শতাংশ ভোটার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ৫৫.৪ শতাংশ উন্নয়ন এবং ৫১ শতাংশ নিরাপত্তার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিপরীতে ধর্মীয় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন ৩৫.৯ শতাংশ ভোটার।

রাজনৈতিক পছন্দের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আগে আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়া ভোটারদের ৪৮ শতাংশ এখন বিএনপিকে পছন্দ করছেন। ২৯ শতাংশ জামায়াত, ৬.৫ শতাংশ এনসিপি এবং ১৩ শতাংশ অন্যান্য দলকে পছন্দ করছেন।

২.৪ শতাংশ ভোটার এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

অন্যদিকে, প্রথমবারের মতো ভোট দিতে যাওয়া তরুণ ভোটারদের পছন্দের তালিকায় সবার ওপরে রয়েছে জামায়াতে ইসলামী (৩৭.৪ শতাংশ)। এরপর রয়েছে বিএনপি (২৭ শতাংশ) ও এনসিপি (১৭ শতাংশ)। ১৮.৬ শতাংশ তরুণ ভোটার এখনো সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছেন।

নিরাপত্তা উদ্বেগের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সাধারণ ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে ভয়ভীতি প্রদর্শন, জালিয়াতি এবং ব্যালট দখলের আশঙ্কা করছেন। বিএনপির ৪৯ শতাংশ ও জামায়াতের ৭১ শতাংশ ভোটার মনে করেন ভোটকেন্দ্রে ভয়ভীতির ঘটনা ঘটতে পারে। এ ছাড়া ব্যালট ছিনতাই ও সরকারি পক্ষপাতিত্বের আশঙ্কার কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী আন্দোলন এবং সিপিবি বুধবার তাদের নির্বাচনী ইসতেহার প্রকাশ করেছে। তাদের দল নির্বাচিত হলে অগ্রাধীকার ভিত্তিতে যা করবে তা প্রকাশ করেছে এই ইসতেহারে।

জামায়াতে ইসলামী : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঘোষিত ইশতেহারে সরকার গঠন করলে ২৬টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করবে বলে জানিয়েছে দলটি।

রাষ্ট্র পরিচালনায় যুবকদের প্রাধান্য, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত, প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গঠন জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপসহ ২৬টি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহারে।

এছাড়া ৪১টি ভিশন বিষয়েও ইশতেহারে সামগ্রিক আলোচনা করেছে জামায়াত।

অগ্রাধিকার পাবে ২৬ বিষয়

১. 'জাতীয় স্বার্থে আপসহীন বাংলাদেশ' এই স্লোগানের আলোকে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থে আপসহীন রাষ্ট্র গঠন।

২ বৈষমাহীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠন।

৩. যুবকদের ক্ষমতায়ণ এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আদেরকে প্রাধান্য দেয়া।

৪. নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র গঠন।

৫. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি নিরাপদ রাষ্ট্র বিনির্মাণ।

৬. সকল পর্যায়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন।

৭. প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও স্মার্ট সমাজ গঠন।

৮. প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি ও শিল্পসহ নানা সেক্টরে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সরকারি চাকরিতে বিনামূল্যে আবেদন, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও সকল ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ।

৯. ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক খাতে সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব টেকসই ও স্বচ্ছ অর্থনীতি বিনির্মাণ।

১০. সমানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির নির্বাচনসহ সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ তৈরি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করে সুসংহত ও কার্যকর গণতন্ত্র নিশ্চিত করা।

১১. বিগত সময়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় হওয়া খুন, গুম ও বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা।

১২. জুলাই বিপ্লবের ইতিহাস সংরক্ষণ, শহীদ পরিবার, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী জুলাই যোদ্ধাদের পুনর্বাসন এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করা হবে।

১৩. কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষকদের সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করা।

১৪. ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত খাদ্য নিরাপত্তা এবং 'তিন শূন্য ভিশন' (পরিবেশগত অবক্ষয়ের শূন্যতা, বর্জ্যের শূন্যতা এবং বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'সবুজ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ' গড়া।

১৫. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিতে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান তৈরি।

১৬. শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশ; বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ, সৃষ্টি করা।

১৭. প্রবাসীদের ভোটাধিকারসহ সকল অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশ গঠনে আনুপাতিক ও বাস্তবসম্মত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১৮. সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু (মেজরিটি-মাইনরিটি) নয়, বরং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সকলের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে থাকা নাগরিক ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা।

১৯. আধুনিক ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং গরিব ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা।

২০. সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদাকে সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং পর্যায়ক্রমে বিনামূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা।

২১. দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পূর্ণ সংস্থানের নিশ্চয়তা।

২২. যাতায়াতব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং রাজধানীর সঙ্গে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোর সড়ক/রেলপথের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে দুই-তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা। দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ঢাকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা।

২৩. নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিত করা।

২৪. ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপে চলমান বিচার ও সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনর্জন্ম রোধ করা

২৫. সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মজীবন ও পর্যায়ক্রমে সকল নাগরিকদের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২৬. সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ কল্যাণরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

সিপিবি : আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। 'ব্যবস্থা বদলের নির্বাচনী ইশতেহার' শিরোনামে ঘোষিত ইশতেহারে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত, নারী অধিকার নিশ্চিত, বৈষম্য কমানোসহ ১৮ দফা অঙ্গীকার করা হয়েছে। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য প্রথম ১০০ দিনে কী করবে, ছয় মাসের মধ্যে কী করবে, এক বছরের মধ্যে কী করবে এবং দুই বছরের মধ্যে কী করবে, তার রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে ইশতেহারে।

দেশে আটকা কয়েক'শ যুক্তরাজ্য প্রবাসী

ভুক্তভোগীরা। একই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও অনেক যাত্রী।

ভুক্তভোগীরা বলছেন, বোর্ডিং পাস ইস্যুর সময় এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার স্ক্রিনে 'চেক ইন রেসট্রিকটেড, কন্ট্রাক্ট ইউকে বর্ডার ফোর্স' লেখা বার্তা দেখা"ছ। এরপর আর বোর্ডিং পাস দেওয়া হ"ছ না। এতে প্রবাসফেরত যাত্রীরা বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। অনেকে পরিবার রেখে দেশে এসে আটকা পড়ায় তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা ও ভোগান্তি।

বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এটি বাংলাদেশের কোনো অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়। যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সিস্টেমজনিত জটিলতার কারণে এমনটি ঘটছে। তবে বিষয়টি সমাধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কাজ করছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

বিমানবন্দর সূত্রে জানা গেছে, সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের চেক-ইনের সময় গত এক সপ্তাহ ধরে ওই বার্তা দেখা যা"ছ। ফলে যাত্রীদের যুক্তরাজ্যগামী ফ্লাইটে উঠতে দেওয়া হ"ছ না। অথচ যাত্রীরা বলছেন, তাদের ভিসা ও ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পূর্ণ বৈধ। অনেকের যুক্তরাজ্যের ই-ভিসাও রয়েছে। বিমানবন্দর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন, যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন ব্যব''ার ডিজিটালাইজেশন বা ই-ভিসা প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের সঙ্গে এই জটিলতার সম্পর্ক থাকতে পারে। যুক্তরাজ্য সরকার ধাপে ধাপে ফিজিক্যাল ভিসা ডকুমেন্ট (যেমন বিআরপি কার্ড) বাতিল করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ই-ভিসা চালু করছে। অনেক প্রবাসী বিআরপি থেকে ই-ভিসায় মাইগ্রেট করলেও নতুন পাসপোর্টের তথ্য ইউকেভিআই অ্যাকাউন্টে আপডেট না করায় যাচাইয়ের সময় সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এছাড়া এয়ারলাইন্সগুলো 'ইন্টারঅ্যাকটিভ অ্যাডভান্স প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন' (আইএপিআই) সিস্টেম ব্যবহার করে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অনেক সময় যাত্রীর স্ট্যাটাস আপডেট থাকলেও সার্ভার বা ডেটা সমন্বয়ের জটিলতায় কাউন্টারে ভুল তথ্য দেখাতে পারে।

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিচালক মো. হাফিজ আহমদ বলেন, এটা সিলেট বিমানবন্দর বা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নিজস্ব কোনো সমস্যা নয়। বিষয়টি যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ ও বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সমাধান করবে। এ নিয়ে বিমান কর্তৃপক্ষ কাজ শুরু করেছে।

হাফিজ আহমদ আরও বলেন, এটাকে রেসট্রিকশন বলবো না। হয়তো তাদের বর্ডার ফোর্সের বিষয় হতে পারে বা সিস্টেম আপগ্রেডেশনের কারণে এমন হ"ছ। আপাতত ব্রিটিশ হোম অফিসে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হ"ছ।

ই-ভিসা ও পাসপোর্ট লিঙ্কিং জটিলতা : যুক্তরাজ্য সরকার ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব ধরনের ফিজিক্যাল ভিসা ডকুমেন্ট (যেমন- বিআরপি কার্ড) বাতিল করে সম্পূর্ণ ডিজিটাল 'ই-ভিসা' চালু করার প্রক্রিয়ায় আছে। অনেক প্রবাসী তাদের বিআরপি (বায়োমেট্রিক রেসিডেন্স পারমিট) থেকে ই-ভিসায় মাইগ্রেট করেছেন ঠিকই, কিন' নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্টের তথ্য তাদের ইউকে ভিসা অ্যান্ড ইমিগ্রেশন অ্যাকাউন্টে আপডেট করেননি। ফলে এয়ারলাইন্সের সিস্টেম যখন পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে হোম অফিসের ডাটাবেসে নক করছে, তখন সেখানে 'নো ভ্যালিড ভিসা' বা এরর দেখা"ছ।

এপস্টেইন ফাইলে শেখ হাসিনার নাম!

বলা হয়েছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

মেইলে বলতে দেখা যায়, জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে ২০ বছর ধরে কাজ করা নারী সহকারী লেসলি গ্রোফ এক মেইলে জানিয়েছেন, কোনো একটি অজানা বিষয়ে তার টিমের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী একমত হয়েছেন। তবে বিষয়টি কী, তা বলা হয়নি।

মেইলটি পাঠানো হয়েছে, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখ রাত ১টার দিকে। মেইলের বিষয়বস'র নাম ছিল- জেফরি এপস্টেইন।

এদিকে শুধু শেখ হাসিনার নামই নয়- এপস্টেইন নথিতে রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

এপস্টেইনের ওই ইমেইলে উল্লেখ আছে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার পরামর্শ নেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে খুশি করতে ইসরায়েলে গিয়ে নাচ-গান করেন। এপস্টেইন আরও দাবি করেন যে, 'এটি কাজ করেছিল'।

২০১৭ সালে মোদি সত্যিই ইসরায়েল সফর করেন- যা ছিল কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ইসরায়েল সফর এবং তার কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ওয়াশিংটনে দেখা করেন।

এপস্টেইনের সঙ্গে ভারতীয় ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিরও যোগাযোগের উল্লেখ আছে নথিতে, যেখানে আম্বানি মোদির আমেরিকা সফরের আগে এপস্টেইনের সাহায্য চেয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়।

এপস্টেইন ছিলেন নিউইয়র্কের এক ধনী আর্থিক বিনিয়োগকারী, যিনি ছিলেন নাবালিকাদের যৌন নির্যাতন, মানব পাচার ও যৌন নিপীড়নের একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত।

২০০৮ সালে এপস্টেইন ফ্লোরিডায় অপ্রাপ্তবয়স্ক এক তরুণীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হওয়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলেও অত্যন্ত বিতর্কিত এক চুক্তির মাধ্যমে মাত্র ১৩ মাসের হালকা শাস্তি ভোগ করে মুক্তি পান।

পরে জানা যায়, সেই চুক্তিটি ছিল বিচার বিভাগ ও স'ানীয় প্রসিকিউশনের অস্বাভাবিক ছাড়, যা এপস্টেইনকে আরও বহু গুরুতর অভিযোগ থেকে রক্ষা করেছিল। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কে আবারও তার বিরুদ্ধে নাবালিকাদের যৌন পাচারের অভিযোগে বড় ধরনের মামলা হয়।

এফবিআই ও ফেডারেল প্রসিকিউটররা জানান, এপস্টেইন 'বহু বছর ধরে' ১৪-১৭ বছর বয়সী কিশোরীদের বিশ্বজুড়ে তার বাড়ি ও ব্যক্তিগত বিমানে এনে শারীরিক নির্যাতন করতেন।

তদন্তে উঠে আসে, তিনি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যবহার করে নিজের অপরাধমূলক চক্রকে দীর্ঘদিন আড়াল করে রেখেছিলেন।

২০১৯ সালের আগস্টে নিউইয়র্কের কারাগারে এপস্টেইনকে মৃত অব''ায় পাওয়া যায়। মেডিকেল পরীক্ষায় এটিকে আত্মহত্যা বলা হলেও, কারাগারের নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি, নজরদারি ক্যামেরা বিকল হয়ে যাওয়া এবং প্রহরীদের দায়িত্বে অবহেলাসহ একাধিক অসঙ্গতি সামনে আসায় তার মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়।

এপস্টেইনের সহযোগী ঘিষলেইন ম্যাক্সওয়েলকে ২০২০ সালে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২০২১ সালে তিনি নাবালিকাদের যৌন পাচারসহ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। বর্তমানে ঘিষলেইন ২০ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন।

সিলেটে যুক্তরাজ্য প্রবাসীর মরদেহ উদ্ধার

যায়। মরদেহের পাশে একটি লবণের প্যাকেটও পাওয়া যায়।

সিসি ক্যামেরা ফুটেজে দেখা যায়, যেই দিন বুরহান মোটর সাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলেন ওই দিন তার মোটর সাইকেলের পেছনে অপরিচিত এক যুবক ছিল। ওই যুবক মোট সাইকেল চলা অব''ায় হাত দিয়ে বিভিন্ন ভাবে ইশারা ইঙ্গিত করতে দেখা গেছে। ধারণা করা হ"ছ বন্ধু বেশি অপরিচিত ওই যুবক যুক্তরাজ্য প্রবাসী বুরহানকে হত্যার সাথে জড়িত থাকতে পারে। পুলিশ সিসি ক্যামেরার ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্ত চালিয়ে যা"ছ।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, গলায় দড়ি প্যাঁচানো অব''ায় মরদেহটি পাওয়া যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আগুনে পোড়া দাগ ছিল। মরদেহের পাশে একটি লবণের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখা যায়। যা ঘটনাটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

তাদের ধারণা, এটি কোনো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হত্যার পর পরিচয় গোপন ও আলামত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে মরদেহে আগুন দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

জকিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ও পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর একটি টিম ঘটনাস'লে পৌছে নিহতের আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে পরিচয় সনাক্ত করে। পরে নিহতের স্বজনরাও ঘটনাস'লে পৌঁছে লাশের পরিচয় নিশ্চিত করেন। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস'ত শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চলছে।

সাংবাদিক কায়সারুল ইসলাম সুমন আর

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন। পারিবারিক সূত্র ও সহকর্মীদের বরাতে জানা গেছে, বুধবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি বড়লেখায় অবস'ানকালে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নেওয়া হি"ছল। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই বাংলাদেশ সময় ভোর আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জানা গেছে, বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষন করতে এবং পারিবারিক সফরে দেশে যান সুমন।

বার্মিংহামের গণমাধ্যম মহলে কায়সারুল ইসলাম সুমন ছিলেন একজন স্পষ্টবাদী, নির্ভীক ও দায়ত্বিশীল সংবাদকর্মী। যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির নানা সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রতিবেদন করতেন। সহকর্মী, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠকদের কাছে তিনি ছিলেন সদালাপী ও মানবিক একজন সাংবাদিক। তার আকস্মিক মৃত্যুতে বড়লেখা ও বার্মিংহাম-দুই জায়গাতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ক্লাব নেতৃবৃন্দের শোক

লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সদস্য ও এটিএন বাংলা ইউকের বার্মিংহাম ব্যুরো প্রধান কায়সারুল ইসলাম সুমন ইন্তেকাল করেছেন । ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তিনি মৌলভীবাজারের বড়লেখায় নিজ বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন। সিলেট হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতালে নেওয়ার পথে ৪ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলাদেশ সময় ভোর পৌনে ছয়টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৫২ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ বহু আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুম কায়সারুল ইসলাম সুমনের গ্রামের বাড়ি মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার মহদিকোনার মাস্টার বাড়ি । তাঁর পিতার নাম মরহুম নজমুল ইসলাম।

কায়সারুল ইসলাম সুমনের জানাজার নামাজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বড়লেখা উপজেলার সদর ইউনিয়নের দরগা বাজার অজমির স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের শোক :

এদিকে কায়সারুল ইসলাম সুমনের মৃত্যুতে লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । ক্লাব সভাপতি তারেক চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হোসাইন ও কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল হান্নান এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন । পাশাপাশি তাঁর স্বজনদের ধৈর্য্য ধারণের শক্তি দানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করেন।

উল্লেখ্য, মরহুম কায়সারুল ইসলাম সুমন বাংলাদেশে হলিডেতে পরিবার নিয়ে গিয়েছিলেন।

যুক্তরাজ্যে সুবিধা নেয়ার শীর্ষে

সালের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১১ শতাংশ বাংলাদেশী পরিবার দীর্ঘমেয়াদি চরম দারিদ্র্যের শিকার, যেখানে শ্বেতাঙ্গদের ক্ষেত্রে এ হার মাত্র ২ শতাংশ। শিশুদের ক্ষেত্রে এ হার ১৩ শতাংশ। প্রতিবেদনে এ উচ্চ হারের দারিদ্র্যের পেছনে কর্মসংস্থানের অভাব এবং পরিবারের গঠনগত ধরনকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ৬৮ শতাংশ বাংলাদেশী কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক এমন পরিবারে বাস করেন, যেখানে সব সদস্য কাজে নিয়োজিত নন, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এ হার ৩৭ শতাংশ। পরিবারের বড় আকার (তিন বা ততোধিক সন্তান) এবং লন্ডনের মতো ব্যয়বহুল শহরগুলোতে উচ্চ আবাসন ব্যয়ের কারণে নিম্ন মজুরির খাতে কর্মরতদের আয়ের একটি বড় অংশ আবাসন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যয়ে চলে যায় এবং আর্থিক সংকট বৃদ্ধি পায়।

এদিকে এ দারিদ্র্যের ফলে বাংলাদেশীদের বড় অংশই সরকারি সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ২০২২ সালে যুক্তরাজ্য সরকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে প্রদানকৃত সরকারি সহযোগিতার বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সরকারি সহযোগিতা গ্রহণের ক্ষেত্রে শীর্ষে ছিল বাংলাদেশীরা। তিন বছরে ৫২ শতাংশ বাংলাদেশী কোনো না কোনো ধরনের সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ করেছে। এ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশীদের তুলনায় অন্য জনগোষ্ঠীরা কম সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ করেছে। এ সময়ে পাকিস্তানিদের মধ্যে ৪৮ শতাংশ, ভারতীয়দের মধ্যে ৩৯ শতাংশ, চীনাদের মধ্যে ২৫ শতাংশ, অন্যান্য এশীয়দের মধ্যে ৩৯ শতাংশ আর কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে ৪০ শতাংশ সরকারি সহযোগিতা গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের জন্য অভিবাসন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। যেসব কারণে এ কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে তার মধ্যে অভিবাসীদের সরকারি সুবিধা গ্রহণের বিষয়টিও রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসীদের মধ্যে কোন দেশের নাগরিকরা বেশি সরকারি সহায়তা (ওয়েলফেয়ার) নিচ্ছেন, তার একটি তালিকা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রকাশ করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ওই তালিকা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ১২০টি দেশ ও অঞ্চলের ওই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৯তম। 'ইমিগ্র্যান্ট ওয়েলফেয়ার রেসিপিয়েন্ট রেটস বাই কান্ট্রি অব অরিজিন' শিরোনামের ওই তালিকায় দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী অভিবাসী পরিবারগুলোর ৫৪ দশমিক ৮ শতাংশই সরকারের কাছ থেকে সুবিধা নিয়ে থাকে।

এ তালিকা প্রকাশের একদিন পরই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ ২৫টি দেশকে ভিসা বন্ড শর্তযুক্ত দেশের তালিকায় যুক্ত করে। এ নিয়ে তালিকায় মোট দেশের সংখ্যা হয়েছে ৩৮টি। তালিকায় থাকা দেশগুলোর ভ্রমণকারীদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার আগে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলার (প্রায় ১৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা) পর্যন্ত বন্ড (জামানত) জমা দিতে হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাজ্যেও সরকারি সুবিধা গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা এগিয়ে থাকায় যুক্তরাজ্যও এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অভিবাসনসংশ্লিষ্টরা। এরই মধ্যে দেশটি অভিবাসন নীতি কঠোর করতে পারে এমন আলাচনা রয়েছে।

রয়্যাল লজ ছাড়লেন অ্যান্ড্রু

প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যও অ্যান্ড্রুর ওপর চাপ বাড়ছে। তবে তিনি বরাবরই তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন।

গত অক্টোবরে বাকিংহাম প্যালেস জানায়, অ্যান্ড্রুর প্রিন্স উপাধি বাতিল করা হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসর নামে পরিচিত হবেন। একই সময় রয়্যাল লজ ছাড়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। ২০০৪ সাল থেকে তিনি ওই বাসভবনে বসবাস করছিলেন।

এদিকে সম্প্রতি বিবিসির এক প্রতিবেদনে অ্যান্ড্রুর বিরুদ্ধে নতুন করে আরও এক নারীর যৌন কেলেঙ্কারির অভিযোগের কথা উঠে এসেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, এপস্টেইন একজন নারীকে যুক্তরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন এবং ২০১০ সালে রয়্যাল লজে অ্যান্ড্রুর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক হয়। অভিযোগকারী নারী তখন ২০-এর কোঠায় ছিলেন এবং তিনি ব্রিটিশ নাগরিক নন।

ওই নারীর পক্ষে আইনি লড়াই করছেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইন সংস্থা এডওয়ার্ডস হেন্ডারসনের আইনজীবী ব্র্যাড এডওয়ার্ডস। তার ভাষ্য অনুযায়ী, ঘটনার পর ওই নারীকে বাকিংহাম প্যালেস ঘুরিয়ে দেখানো হয় এবং আপ্যায়ন করা হয়।

বিবিসি এ বিষয়ে অ্যান্ড্রুর মন্তব্য জানতে চাইলেও এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এর আগে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

এর আগে ভার্জিনিয়া জিউফ্রে নামের এক নারী অভিযোগ করেন, এপস্টেইন ও গিলেন ম্যাক্সওয়েল তাকে পাচার করে অ্যান্ড্রুর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে বাধ্য করেছিলেন, তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। এ অভিযোগে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা করেন তিনি। পরে ২০২২ সালে আনুমানিক ১ কোটি ২০ লাখ পাউন্ডের সমঝোতায় মামলাটি নিষ্পত্তি হয়। জিউফ্রে গত বছর আত্মহত্যা করেন।

এপস্টেইনের বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক নিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত নথি, ই-মেইল ও ছবিতে বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও বিশ্বনেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের তথ্য উঠে এসেছে। ২০০৮ সালে যৌন নিপীড়ন মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও তার প্রভাবশালী যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। ২০১৯ সালে নিউইয়র্কের একটি কারাগারে বিচার চলাকালে এপস্টেইনের মৃত্যু হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২২টি ক্লাসে ৩০০

পদস্থ কমকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ টিচার্স এসোসিয়েশন (বিটিএ) এর প্রেসিডেন্ট আবু আহমেদ, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক ও শিক্ষকবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক শিশু কিশোর উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াইসিএল সার্ভিসের পরিচালকের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মূল আনুষ্ঠানিকতা। এরপর সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ড. বেকি উইনস্ট্যানলি 'ঐতিহ্যবাহী ভাষার গুরুত্ব' নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের পর প্রদর্শিত পাঁচ মিনিটের একটি বিশেষ ডকুমেন্টারিতে ওয়াইসিএল সার্ভিসের লক্ষ্য, কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

অভিভাবক তাহমিনা খানম, যিনি তার সন্তানদের বাংলা শেখার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ছোটবেলায় বাংলাদেশে গিয়ে তিনি বাংলা শিখেছিলেন, কিন্তু নিজের সন্তানদের টাওয়ার হ্যামলেটসে সেই সুযোগ করে দিতে পারছিলেন না। এখন তার সন্তানরা বাসায় ছোট ছোট বাংলা শব্দ বলতে পারে, যা তার কাছে বড় আনন্দের বিষয়।

এর পর ভাষা শেখায় অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন গুলাম হুসেইন। যিনি কাউন্সিলে ডিরেক্টর পদে কাজ করছেন।

এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান ওয়াইসিএল সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, "টাওয়ার হ্যামলেটস বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক মানুষের বাসস্থান। যেসব শিশু একাধিক ভাষায় দক্ষ, তারা শিক্ষাগতভাবে আরও ভালো করে, আত্মবিশ্বাসী হয় এবং ভবিষ্যতে বেশি সফল হয়। এ কারণেই আমরা প্রায় এক মিলিয়ন পাউন্ড বরাদ্দ করেছি, যাতে আমাদের শিশুরা শুধু ইংরেজি নয়, নিজেদের কমিউনিটির ভাষা এবং অন্যান্য ভাষা শিখতে পারে।"

তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, "আপনার সন্তানের ভাষাগত দক্ষতা যত বাড়বে, তার বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি, মননশীলতা এবং ভবিষ্যতের প্রস্তুতিও ততই শক্তিশালী হবে।"

ডেপুটি মেয়র মাইয়ুম তালুকদার বলেন, "বহু বছর আগে বাজেট কাটছাঁটের কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস আবার চালু হওয়ায় তরুণ তরুণী ও শিশুদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা গেছে।"

তিনি বলেন, "আমি নিজেই জর্জ গ্রিনস স্কুলে বাংলা পড়েছি এবং ভালো ফল করেছি। তাই জানি কমিউনিটি ভাষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষকে একত্র করে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে এবং আমাদের শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করে।"

এরপর প্রদর্শিত হয় বিবিসি'র "বেনেফিট অব বাইলিঙ্গুয়ালিজম" ডকুমেন্টারি, যেখানে বহুভাষিক দক্ষতার উপকারিতা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিলো শিশু কিশোরদের পরিবেশনা। আরবি ও বাংলা ছড়া-গান, বাংলা কবিতা, সোমালি গান এবং চাইনিজ লায়ন ডান্সে টাউন হল প্রাঙ্গণ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ভাষার শিশুদের সম্মিলিত পরিবেশনায় বহুসংস্কৃতির আবহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চাইনিজ শিক্ষক জিয়াংকান ইয়াং বলেন, "যখন শিশুরা চাইনিজ ভাষায় শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাসে প্রবেশ করে, তখন তা শুনে এক ভিন্ন রকম আনন্দ তৈরি হয়।"

ছয় বছরের শিক্ষার্থী মাইমুনা জানায়, সে এখন অ, আ পড়তে পারে,যা তার কাছে খুবই রোমাঞ্চকর।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি লেঙ্গুয়েজ সার্ভিসের আওতায় বর্তমানে বারার আটটি কেন্দ্রে বাংলা, আরবি, ক্যান্টনিজ, ম্যান্ডারিন ও সোমালি - এই পাঁচটি ভাষায় সপ্তাহে মোট ২২টি ক্লাস চলছে এবং প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। স্কুল সময়ের বাইরে এবং সপ্তাহান্তে পরিচালিত এসব ক্লাস শিশুদের শুধু ভাষা শেখার সুযোগই দিচ্ছে না, বরং তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করছে। তাছাড়া কাউন্সিল ভবিষ্যতে আরও বেশি স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টারে ক্লাস চালুর পরিকল্পনা করছে। ২০২৬ সালের মে মাস থেকে বাংলা ও অন্যান্য কমিউনিটি ভাষায় জিসিএসই এবং এ-লেভেল পর্যায়ের পাঠদান চালুর প্রস্তুতিও চলছে, যাতে শিক্ষার্থীরা ২০২৭ সালের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে। প্রাইমারি শেষ করা শিক্ষার্থীদের বিশেষ সার্টিফিকেট দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে তারা ভাষাশিক্ষা চালিয়ে যেতে উৎসাহিত হয়।

এই সার্ভিস টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী, এই বারার স্কুলে অধ্যয়নরত এবং যাদের বাবা মা বা অভিভাবক টাওয়ার হ্যামলেটসে কাজ করেন, তাদের সবার জন্যই উন্মুক্ত। ফলে বহু পরিবার সহজে সুবিধা নিতে পারছে এবং শিশুরা নিজেদের মাতৃভাষা ও কমিউনিটি ভাষার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পাচ্ছে।

জয়ের ভার্চুয়াল বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ

সময় 'অনেক নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে' এবং তার মতে তা একটি ভুল ছিল। একই সঙ্গে তিনি বর্তমান নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করেন।

এ বক্তব্য ঘিরে কলকাতার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতিক্রিয়া ও মতামত বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে। কেউ সরাসরি বক্তব্য দিয়েছে, আবার কেউ সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

প্রথম প্রতিক্রিয়া এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের তরফ থেকে। নাম প্রকাশের অনি"ছুক এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সংবাদমাধ্যমকে জানান, এ ধরনের বিতর্কিত রাজনৈতিক ভাষণ কলকাতার কোন বই প্রকাশের অনুষ্ঠান বা জনসাধারণের সভায় হওয়া উচিত নয়। এমন মন্তব্য সাম্প্রতিক রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

তিনি বলেন, কলকাতা আমাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী, এখানে রাজনৈতিক কণ্ঠ ওঠা উচিত কিনা সেটা অনেকেই ভাবছেন।

বিজেপির প্রতিনিধি পঙ্কজ রায় এ অনুষ্ঠানের সময় বক্তব্য রাখেন এবং সংবাদমাধ্যমে বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্ি'তি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা প্রতিটি মানুষের অধিকার এবং আমরা এখানে বিষয়টি নিয়ে সুস্' আলোচনার পথ দেখতে চাই।

তিনি বলেন, বই প্রকাশনা একটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের বিষয়, কিন্' রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকলে তা আলোচনার বিষয় হতে পারে।

ভারতীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল বলেন, সুস্পষ্টভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য বই প্রকাশের অনুষ্ঠানের আড়ালে চলে গেছে। এটা কেবল একটি সাহিত্যিক আলোচনার জায়গা নয় বরং রাজনৈতিক ইস্যুতে জনমতের ক্ষুদ্র পরিসর তৈরি করেছে। তার মতে, বক্তৃতার সময় সজীব ওয়াজেদ জয়ের মন্তব্যগুলো কলকাতার রাজনৈতিক জনমতকে বিভক্ত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন লেখক ও পরিচালক দীপ হালদার বলেন, আমরা এখানে আসি বইয়ের গল্প ও সাহিত্যকে শ্রোতা-দর্শকের সামনে তুলে ধরতে। কিন্' বক্তৃতার ভাষ্য অনেক সময় রাজনৈতিক ধরণের হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের উচিত ছিল এখানে সাহিত্যিক আলোচনার দিকে মনে রাখা।

এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিধায়ক বলেন, এ ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য এখানে সঠিক না হলেও সব মতামতই প্রকাশের অধিকার আছে। তবে পত্রিকা বা রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত তাদের নিজস্ব কর্মসূচিতে এই ধরনের বিষয় তুলে ধরা। তার বক্তব্য, কলকাতার রাজনৈতিক কর্মীরা এই বক্তৃতা নিয়ে ইতোমধ্যেই নিজেদের মধ্যে তর্ক শুরু করে দিয়েছে।

সরকার সমর্থিত বামপন্ি' এক বিশ্লেষক বলেন, কলকাতার মতো জনসমাবেশ কেন্দ্রের মঞ্চে এমন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বক্তব্য তুলতে হলে আগে ভাবতে হবে এতে স্'ানীয় রাজনৈতিক পরিস্ি'তিতে কী প্রভাব পড়বে।তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত।

এ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই কলকাতার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিতর্ক তৈরি হয়েছে যে কোনও সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বক্তৃতা দেওয়া কি ঠিক কিনা। বিশ্লেষকরা মনে করছেন এ ধরনের বক্তব্য স্'ানীয় রাজনীতিতে আলোচনার তাপ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

অন্যদিকে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠন 'খোলা হাওয়া'-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এটি একটি সাহিত্যিক অনুষ্ঠান এবং আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও বক্তৃতাগুলোকে আমরা রাজনৈতিক মন্তব্য বলে মনে করি না, বরং এটি শুধুই একটি বইয়ের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক সত্যিকার প্রেক্ষাপট তুলে ধরার সুযোগ।

এ ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া ও তর্ক-বিতর্ক কলকাতার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী কোনো দিকেই এখনও চূড়ান্ত রূপ নেয়নি। তবে রাজনৈতিক নেতারা ও বিশ্লেষকদের মধ্যে এ ঘটনার মাধ্যমে স্'ানীয় রাজনৈতিক মঞ্চে আলোচনার নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে বলে মনে করছেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটির

মাহমুদ ও ট্রেজারার সালেহ আহমদ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন।

গত ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পূর্ব লন্ডনে প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে এই দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হস্তান্তর সেশন সঞ্চালনা করেন বিদায়ী জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ। উল্লেখ্য, তাইসির মাহমুদ দুই টার্ম দায়িত্ব পালন শেষে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নিলেও সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নতুন কমিটিতে দায়িত্ব পালন করছেন ।

অনুষ্ঠানে কার্যনির্বাহী কমিটির নবনির্বাচিত ১৫ সদস্যকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয় । এসময় নবনির্বাচিত ও বিদায়ী সদস্যরা তাঁদের একান্ত অনুভুতি ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল আহমদ, সাবেক সভাপতি নবাব উদ্দিন, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ এমদাদুল হক চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক মিছবাহ জামাল ও ক্লাবের আজীবন সদস্য ওহিদ উদ্দিন।

নবনির্বাচিত নির্বাহী কমিটিঃ

প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তাইসির মাহমুদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট আহাদ চৌধুরী বাবু, জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হুসাইন, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, ট্রেজারার মোঃ আব্দুল হান্নান, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার এখলাছুর রহমার পাক্কু, অর্গানাইজিং এন্ড ট্রেনিং সেক্রেটারি আলাউর রহমান খান শাহীন, মিডিয়া এণ্ড আইটি সেক্রেটারী ফয়সল মাহমুদ, ইভেন্ট এণ্ড ফ্যাসিলিটিজ সেক্রেটারি রুপি আমিন।

নির্বাহী সদস্যরা হলেন- যথাক্রমে প্রথম নির্বাহী সদস্য মু. সরওয়ার হোসেন, সাহিদুর রহমান সুহেল, লোকমান হোসাইন কাজী, মোঃ এনামুল হক চৌধুরী ও ফারজানা আক্তার চৌধুরী।

যাঁরা বিদায় নিলেনঃ

প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জুবায়ের, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাঈম চৌধুরী, এসিসটেন্ট সেক্রেটারি রেজাউল করিম মৃধা, ট্রেজারার সালেহ আহমদ, এসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার ইব্রাহিম খলিল, নির্বাহী সদস্য জাকির হোসাইন কয়েস, পলি রহমান, আনোয়ার শাহজাহান।

নবনির্বাচিত সভাপতি তারেক চৌধুরী ক্লাবকে আরো গতিশীল ও সমৃদ্ধ করতে আগামী দুই বছরের কাজে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, আপনাদের দেয়া দায়িত্বের যথাযথ মূল্যায়ন এবং প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করছি, গৃহীত যে কোনো পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আপনাদের সবধরণের সহযোগিতা ও সমর্থন থাকবে। ক্লাবকে এগিয়ে নিতে অতীতের ন্যায় আপনারা সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।

নবনির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হুসাইন ক্লাবের সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন,লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের একটি ঐতিহ্য হচ্ছে নির্বাচনের পর পর সবাই ক্লাবের স্বার্থে কাজ করি। তিনি আরো বলেন, এ বছর কমিটি নবীন এবং প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। ১৫ জন সদস্যই স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরিচিত এবং অভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আগামীর প্রেসক্লাব হবে আরো বেশী কার্যকর এবং সদস্যবান্ধব। ক্লাবের স্বার্থে সদস্যের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, মতামত নেওয়া বা আলোচনা করে আরো ভাল কিছু অর্জন করাই হবে এই কমিটির অন্যতম উদ্দেশ্য।

বিদায়ী সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের নতুন কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে ক্লাবের যেকোনো প্রয়োজনে পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বিদায়ী জেনারেল সেক্রেটারি ও নবনির্বাচিত সিনিয়র ভাইস প্রেসেডেন্ট তাইসির মাহমুদ বলেন, আজকের দায়িত্বগ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নির্বাচনকালিন দুটো এলায়েন্স-এর পরিসমাপ্তি ঘটলো। বিগত বছরগুলোর মতো আগামী দুই বছর আমরা একটি টিম হিশেবেই কাজ করবো। তিনি বলেন, দুই মেয়াদের চার বছর দায়িত্বপালন শেষে গত নির্বাচনে ক্লাব সদস্যরা আমাকে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত করেছেন। আমি সদস্যদের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ । আমার প্রতি সদস্যরা যে আস্থা ও ভরসা রখেছেন তা যেন রক্ষা করতে পারি । গত চার বছর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন কমিটির নেতৃত্বে আরো গতিশীল ও সক্রিয় ক্লাব উপহার দেওয়ার চেষ্টা করবো। তিনি বলেন, বিগত কমিটিতে আমরা যেভাবে একে অপরের প্রতি পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ রেখে কাজ করেছি নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দও সেই ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি আশাবাদী।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দেশে গণপিটুনিতে নিহত ১৮১ জন

হয়েছে। বাকি ১০১ জন অসুস্'তাজনিত কারণে মারা গেছেন। সবচেয়ে বেশি ১৪ জন মারা গেছেন গত বছরের নভেম্বরে।

আর এই সময়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে ২২৩ জনের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক বছরে ১০ জন পুলিশের হাতে, একজন সেনাবাহিনীর হাতে, একজন বিমানবাহিনীর হাতে, একজন র‍্যাবের হাতে, চারজন গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হাতে, একজন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হাতে, দুজন কোস্ট গার্ড এবং ১৩ জন যৌথ বাহিনীর হাতে হত্যার শিকার হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ১১ জনকে নির্যাতন, ১৬ জনকে গুলি করে এবং ছয়জনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

অধিকার বলেছে, ২০২৫ সালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্ি'তি নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার যৌথ বাহিনী মাঠে নামালেও পরিস্ি'তির বিশেষ উন্নতি হয়নি। এ সময়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্'ার সদস্যদের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংঘবদ্ধ পিটুনিতে (মব) হত্যার বিষয়ে বলা হয়েছে, গত এক বছরে ব্যাপকভাবে দলবদ্ধ বিশৃঙ্খলা ও সহিংসতা করে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। গণপিটুনি দিয়ে হত্যার বেশির ভাগ ঘটনাই ঘটেছে চোর সন্দেহে। মানসিক প্রতিবন্ধী ও কিশোরেরাও এই সহিংসতা থেকে রেহাই পায়নি। এক বছরে সারা দেশে ১২৫ জন গণপিটুনিতে নিহত হয়েছে। আর ২০২৪ সালের পাঁচ মাসে গণপিটুনিতে ৫৬ জন নিহত হয়।

রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সহিংসতা : রাজনৈতিক দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ২৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর আহত হয়েছে ছয় হাজার ৭০৪ জন। এই সময়ে বিএনপির ৪২২টি, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ১২টি, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুটি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের খবর পাওয়া গেছে।

বিএনপির অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছে ৭৬ জন, আহত হয়েছে তিন হাজার ৭৪৬ জন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছে ছয়জন আর আহত হয়েছে ৬৫ জন। এনসিপির অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আহত হয়েছে পাঁচজন। প্রতিবেদনে ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার পর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাগুলো নির্বাচনী সহিংসতা হিসেবে ধরেছে অধিকার। নির্বাচনী সহিংসতার বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সময়ে দুজন নিহত এবং ১৫ জন আহত হয়েছে।

সাংবাদিক নির্যাতন : সাংবাদিক নির্যাতনের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালে সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া ১৪৭ জন আহত, ৮৪ জন লাঞ্ছিত, ৩৬ জনকে হুমকি ও ৪৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমে হামলা ও ভাঙচুরের বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছরে সংবাদপত্র অফিসে হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, সাংবাদিকদের হত্যাসহ বিভিন্ন নিপীড়নের ঘটনা ঘটেছে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি মারা যাওয়ার সংবাদে সারা দেশে যখন বিক্ষোভ হ"ছিল, তখন একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।

সহানুভূতি ও শোষণ : ইসলামের আর্থিক দৃষ্টিকোণ

মাইমুনা আক্তার

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধানের নাম। এটি মানুষের জীবনকে সহজ, নিরাপদ ও মানবিক করতে চায়। অর্থনীতি, লেনদেন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ইসলাম এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়েছে, যেখানে কারো কঠিন বিপদ বা দুঃখকে পুঁজি করে লাভ করার সুযোগ নেই, বরং মানুষের কষ্ট লাঘব করাকে ইবাদতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলাম সুদকে কঠোরভাবে হারাম করেছে এবং নিঃস্বার্থ ঋণকে (করজে হাসানা) উৎসাহিত করেছে।

সুদের ভয়াবহতা : সুদ এতটাই ভয়াবহ একটি পাপ যে সুদখোরের সঙ্গে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা না-ও আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে। তোমরা জুলুম করবে না এবং তোমাদের জুলুম করা হবে না।

(সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৮-২৭৯)

তাফসিরবিদদের মতে, আলোচ্য আয়াতে সুদ পরিত্যাগের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের কঠোর শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো, তবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। কুফর ছাড়া অন্য কোনো বৃহত্তম গুনাহের কারণে পবিত্র কোরআনে এত বড় শাস্তির কথা আর উচ্চারিত হয়নি। (মাআরিফুল কোরআন)

তা ছাড়া সুদ এমন এক ব্যবস্থা, যা সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে প্রকট করে।

ধনীকে আরো ধনী করে এবং দুর্বল ও দরিদ্রকে ধীরে ধীরে নিঃস্ব করে ফেলে। বহু মানুষ ঋণের চাপে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, পরিবার ধ্বংস হয়, এমনকি সুদি মহাজনদের মানসিক অত্যাচারে কখনো কখনো মানুষ মৃত্যুর পথও বেছে নিতে বাধ্য হয় (যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও জঘন্য হারাম)। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) শুধু সুদ গ্রহীতাকেই নয়, বরং সুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিসম্পাত করেছেন সুদখোরের ওপর, সুদদাতার ওপর, এর লেখকের ওপর ও তার সাক্ষী দুজনের ওপর এবং বলেছেন এরা সবাই সমান। (মুসলিম, হাদিস : ৩৯৮৫)

এটি প্রমাণ করে, সুদ শুধু ব্যক্তিগত গুনাহ নয়; এটি একটি সামাজিক অপরাধ।

সুদ সমাজে সমৃদ্ধি বা শান্তি আনে না, বরং অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

নিঃস্বার্থ ঋণের ফজিলত : কাউকে ঋণ দিয়ে বিপদে পাশে দাঁড়ানো অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। এটি আল্লাহর কাছে উত্তম বিনিয়োগ করার মতো। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে, ফলে তিনি তার জন্য বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন? আর আল্লাহ সংকীর্ণ করেন ও প্রসারিত করেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদের ফেরানো হবে।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৪৫)

এই আয়াতের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। তবে একটি ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহকে ঋণ দেওয়ার একটি অর্থ এ-ও বলা হয়েছে যে তাঁর বান্দাদের ঋণ দেওয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। কেননা রাসুল (সা.) বলেছেন, 'কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে দুইবার ঋণ দিলে সে সেই পরিমাণ সম্পদ একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪৩০)

ঋণ আদায়ে নম্রতার গুরুত্ব : মানুষের প্রয়োজনে ঋণ প্রদানের পাশাপাশি তা আদায়ে নম্র হওয়ার প্রতিও উৎসাহ দিয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'যদি সে (ঋণ গ্রহণকারী) দরিদ্র হয়, তবে সচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দেবে আর মাফ করে দেওয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৮০)

ইসলামের পূর্বে জাহেলি যুগে ঋণ পরিশোধ না হলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ওপর সুদ বাড়তে বাড়তে মূলধনে যোগ হতো। ফলে সামান্য অর্থ একটি পাহাড় হয়ে দাঁড়াত এবং তা পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। মহান আল্লাহ এর বিপরীত নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে (সুদ নেওয়া তো দূরের কথা মূলধন নেওয়ার ব্যাপারেও) সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সময় দাও। আর যদি ঋণ একেবারে মাফ করে দাও, তাহলে তা আরো উত্তম।' হাদিসসমূহেও এর বড়ই ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। বুরায়দাহ আল-আসলামি (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দেবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ও সময় বাড়িয়ে দেবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৪১৮)

ইচ্ছাকৃত ঋণ পরিশোধে বিলম্ব : আত্মসাতের উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া ধ্বংসাত্মক। মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়তে আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২৩৮৭)

আবার কেউ যদি সংকট না থাকা সত্ত্বেও পাওনাদারের পাওনা আদায়ে টালবাহানা করে, তা-ও নিন্দনীয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি করা জুলুম। (বুখারি, হাদিস : ২৪০০)

অর্থ বাড়ানোর উদ্দেশ্য হলে ব্যাবসায়িক বিনিয়োগের সুযোগ : ঋণ দেওয়া উচিত মানুষের বিপদ দূর করার জন্য। আর যদি কারো ইচ্ছা এমন হয় যে তার অর্থ সম্পদ বাড়াবে তাহলে তার উচিত ব্যাবসায়িক বিনিয়োগ করা। মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "যারা সুদ খায়, তারা সেই লোকের মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা বেহুঁশ করে দেয়, এ শাস্তি এ জন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতোই', অথচ কারবারকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হলো, পূর্বে যা (সুদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে, তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৫)

একাকী ব্যবসা করার সুযোগ বা দক্ষতা না থাকলে কোনো নির্ভরযোগ্য ও হালালভাবে ব্যবসা করে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যবসায় বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। ইসলামে মুরাবাহা, মুশারাকা ইত্যাদির মতো অনেক পদ্ধতি রয়েছে, যেগুলো অবলম্বন করে হালালভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করার সুযোগ রয়েছে।

এককথায় বলতে গেলে ঋণ হতে হবে নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, আর ব্যবসা হতে হবে ঝুঁকি ও লাভ-লোকসানের অংশীদারত্বে। যাতে ঋণের চাপে কোনো মানুষকে মৃত্যুর পথ বেছে নিতে না হয়। যাতে আর্থিক বিনিয়োগ শোষণের হাতিয়ার না হয়। ঋণ হোক সহানুভূতির নাম, শোষণের নয়। আর ব্যবসা হোক শরিয়াহসম্মত পদ্ধতিতে, সুদের নয়।

রমজানের মুয়াজ্জিন পবিত্রতম যে রাত

মাওলানা আবদুর রশিদ

লাইলাতুল বরাত মাহে রমজানের মুয়াজ্জিন হিসেবে পরিচিত মুমিনদের কাছে। শাবানকে বলা হয় রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস। এ মাসেই পবিত্র কাবা মুসলমানদের কেবলা হিসেবে নির্ধারণ হয়। মাহে রমজানের প্রস্তুতিমূলক মাস হিসেবে মুসলমানের কাছে শাবান অত্যন্ত বরকতময় বলে বিবেচিত।

হজরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমি রাসুল (সা.)-কে রমজান ছাড়া এত বেশি রোজা রাখতে দেখিনি, যত বেশি রোজা তিনি শাবানে রাখতেন।' হঠাৎ রমজানে রোজা রাখতে শুরু করলে উম্মতের জন্য কষ্ট হতে পারে, সেজন্য উম্মতের কষ্ট লাঘবে নিজে রোজা রেখেই রাসুল (সা.) উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, 'আমি শাবান মাসে বেশি রোজা রাখছি। তোমরা আমাকে অনুসরণ করে এ মাসে বেশি বেশি রোজা রাখো, তাহলে রমজানের ফরজ রোজা রাখতে তোমাদের কষ্ট হবে না।' পবিত্র রমজানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মুসলমানের ওপর রোজা রাখা ফরজ।

রমজান ছাড়া অন্য কোনো মাসে রোজা রাখা ফরজ নয়। তবে নফল রোজা রাখার অনেক ফজিলত রয়েছে। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতে রাইয়ান নামে একটি ফটক রয়েছে। কিয়ামত দিবসে এতে রোজাদাররা প্রবেশ করবে।

তারা ছাড়া কেউ এতে প্রবেশ করবে না। আহ্বান করা হবে রোজাদাররা কোথায়? তারা প্রবেশ করার পর ওই ফটক বন্ধ করা হবে। এরপর আর কেউ প্রবেশ করবে না।' (বোখারি, মুসলিম) অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, 'আল্লাহর জন্য কেউ এক দিন রোজা পালন করলে এর বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে তাকে সত্তর বছর দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।' (বোখারি, মুসলিম) আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'রাসুল (সা.) এমন ধারাবাহিকভাবে রোজা রেখে যেতেন যে আমরা ধারণা করতাম তিনি আর রোজা বিরতি দেবেন না।

আবার বিরতি দিলে আমরা ধারণা করতাম হয়তো আর রোজা রাখবেন না। এক মাস রমজান ছাড়া পূর্ণ মাস রোজা পালন করতে আমি রাসুল (সা.)-কে দেখিনি। দেখিনি তাকে শাবান অপেক্ষা অন্য কোনো মাসে অধিক পরিমাণে রোজা পালন করতেও।' (নাসায়ি : ২১৭৬)। অন্য হাদিসে তিনি বর্ণনা করেন, 'নবীজি (সা.) শাবানের চেয়ে বেশি রোজা কোনো মাসে রাখতেন না। তিনি পুরো শাবান মাসই রোজা রাখতেন এবং বলতেন তোমাদের মধ্যে যতটুক সামর্থ্য আছে ততটুকু আমল করো। কারণ তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়া পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা প্রতিদান বন্ধ করেন না। নবীজি (সা.)-এর কাছে বেশি পছন্দনীয় নামাজ হলো যা নিয়মিত করা হতো, যদিও তা পরিমাণে স্বল্প। আর তিনি যখন কোনো নফল নামাজ আদায় করতেন এর ধারাবাহিকতা তিনি অব্যাহত রাখতেন।' (বোখারি)

রাসুল (সা.) মাহে রমজানের প্রস্তুতিস্বরূপ শাবানের চাঁদের হিসাব রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'তোমরা রমজানের সম্মানার্থে শাবানের চাঁদের হিসাব গণনা করে রাখো।' (তিরমিজি) রজব ও শাবান আগমন করলেই রাসুল (সা.) এ দোয়াটি বেশি পাঠ করতেন, 'আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফি রজাবা ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রামাদান।' অর্থ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শাবানকে বরকতময় করে দিন এবং আমাদের হায়াত রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন। (নাসায়ি) আবুবকর বলখি (রহ.) বলেন, রজব ঠাণ্ডা বাতাসের মতো, শাবান মেঘমালার মতো, আর রমজান হলো বৃষ্টির মতো। (লাতায়েফুল মা'আরিফ) রমজানে দিনে রোজা ও রাতে জাগরণ করে যেন ইবাদত করা যায় তার জন্য রমজানের আগে লাইলাতুল বরাতে জাগরণ ও দিনে রোজা রাখাকে পছন্দ করেছেন। যাতে রমজানের রাতদিনের ইবাদতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। রমজান শুরু হওয়ার আগে শাবানে বেশি বেশি রোজা ও অন্য ইবাদতের মাধ্যমে রমজানের জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'লাইলাতুল বরাত রাতে আল্লাহতায়ালা বান্দার প্রতি নজর দেন (যারা ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে তওবা করেন) সবাইকে মাফ করে দেন একমাত্র মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া।' লাইলাতুল বরাতে ক্ষমা প্রাপ্তির মাধ্যমে রমজানের রহমত, মাগফিরাত, নাজাত পাওয়ার জন্য পরিপূর্ণভাবে শিরক ও হিংসা থেকে মুক্ত হতে হবে। রাসুল (সা.) লাইলাতুল বরাতে বেশি বেশি ইবাদত ও পরদিন রোজা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। (মিশকাত) বর্তমানে লাইলাতুল বরাত পালন করা হলেও এর ফজিলত পাওয়ার জন্য শিরক ও হিংসা থেকে মুক্ত হওয়ার যে সক্ষমতা অর্জন করা দরকার তা আমাদের অনেকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত ধরনের শিরকে লিপ্ত আছি, চিন্তা করলে আতঙ্কিত হতে হয়। এ শিরক থেকে মুক্ত না হয়ে কতটুকু ফজিলত অর্জন করা যাবে, তা ভেবে দেখার বিষয়। লাইলাতুল বরাতের পবিত্র রাতের ফজিলত পাওয়ার জন্য যে দুটি শর্ত রয়েছে তা মেনে যদি আমরা শিরক ও হিংসামুক্ত হতে পারি তাতে লাইলাতুল বরাতের ফজিলত পাওয়া যাবে এবং রমজানে ইবাদত করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিও গ্রহণ করা হবে।

মক্কা-মদিনায় ইতিকাফের জন্য মানতে হবে নতুন নিয়ম

পোস্ট ডেস্ক : এবার রমজানে সৌদি আরবে মসজিদে ইতেকাফ পালনে নতুন নিয়ম জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। নতুন নির্দেশনা অনুযায়ী, সৌদি নাগরিক নন এমন বাসিন্দাদের মসজিদে ইতেকাফে বসার আগে অবশ্যই তাদের স্পনসর বা কাফিলের লিখিত অনুমোদন নিতে হবে। সৌদি আরবের ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইতেকাফ পালনের জন্য এখন থেকে সবারই আনুষ্ঠানিকভাবে মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। এই নিয়ম সৌদি নাগরিক ও প্রবাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তবে অ-সৌদি বাসিন্দাদের জন্য বাড়তি একটি শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। তাদের নিজ নিজ কাফিল বা স্পনসরের লিখিত সম্মতিপত্র জমা দিতে হবে। ইকামা (আবাসিক অনুমতিপত্র) সংক্রান্ত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এই নিয়ম কার্যকর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

নিবন্ধনের সময় প্রত্যেক আগ্রহীর ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই করবে মসজিদ প্রশাসন। যাচাই-বাছাই শেষে অনুমোদন মিললেই কেবল ইতেকাফে বসার সুযোগ পাওয়া যাবে।

ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, এই নির্দেশনা সৌদি আরবের সব মসজিদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এর মধ্যে মক্কার মসজিদুল হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিও রয়েছে, যেখানে রমজানের শেষ দশ দিনে সাধারণত বিপুলসংখ্যক মুসল্লি ইতেকাফে অংশ নেন।

কর্তৃপক্ষের মতে, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মসজিদ ব্যবস্থাপনা আরও সুশৃঙ্খল করতেই এই নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে।

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
০৬.০২.২৬ শুক্রবার	6:31	7:48	01:00	2:47	4:44	7:30
০৭.০২.২৬ শনিবার	6:30	7:47	12:45	2:49	4:46	7:30
০৮.০২.২৬ রবিবার	6:29	7:46	12:45	2:50	4:48	7:30
০৯.০২.২৬ সোমবার	6:28	7:45	12:45	2:52	4:49	7:30
১০.০২.২৬ মঙ্গলবার	6:26	7:43	12:45	2:54	4:51	7:30
১১.০২.২৬ বুধবার	6:25	7:42	12:45	2:55	4:53	7:30
১২.০২.২৬ বৃহস্পতিবার	6:23	7:40	12:45	2:57	4:55	7:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

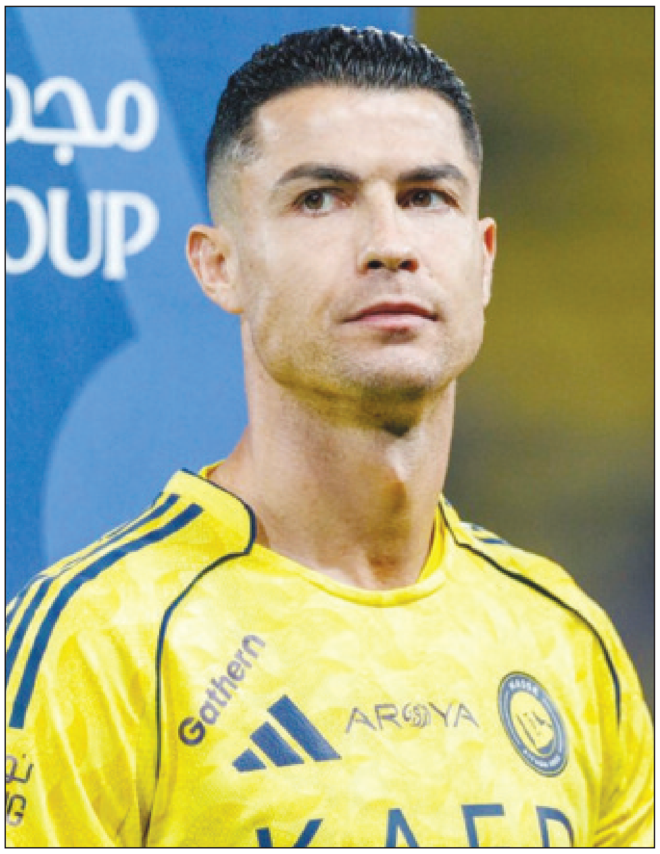

ক্ষুব্ধ রোনালদোর ম্যাচ বয়কট

পোস্ট ডেস্ক : সৌদি প্রো লিগে সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) আল রিয়াদের বিপক্ষে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে আল নাসর। তবে মাঠের জয়ের চেয়েও বেশি আলোচনা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর অনুপস্থিতি নিয়ে। কোনো চোট বা ফিটনেস সমস্যা নয়, বরং ক্লাবের দলবদল নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে সিআরসেভেন নিজেই এই ম্যাচে অংশ নেননি বলে জানা গেছে।

ইএসপিএন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডের অধীনে থাকা অন্যান্য ক্লাবগুলোর তুলনায় আল নাসরের দলবদল কার্যক্রম অত্যন্ত ধীর।

আল হিলাল যখন করিম বেনজেমার মতো বড় তারকাদের দলে ভিড়িয়ে নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছে, সেখানে আল নাসর চলতি বছরের জানুয়ারিতে কেবল একজন অনূর্ধ্ব-২৩ ইরাকি মিডফিল্ডারকে সই করিয়েছে। শিরোপার দৌড়ে ক্লাব পিছিয়ে পড়ছে, এমন আশঙ্কা থেকেই মূলত রোনালদো এই প্রতিবাদী অবস্থান নিয়েছেন। লিগের শীর্ষ দল আল হিলাল এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় তারকাকে চুক্তিবদ্ধ করেছে। বিপরীতে আল নাসরের কোচ জর্জে জেসুস ক্লাবের নড়বড়ে আর্থিক অবস্থার কথা স্বীকার করেছেন।

কোচ নতুন খেলোয়াড় আসার আশা করলেও মাঠের বাস্তবতায় কোনো পরিবর্তন না আসায় ৪০ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ম্যাচে অংশগ্রহণ করেননি, যাকে অনেকেই এক প্রকার 'ধর্মঘট' হিসেবে দেখছেন।

রোনালদোকে ছাড়াই এই ম্যাচে জয় পেয়েছে আল নাসর। সাদিও মানের একমাত্র গোলে পূর্ণ পয়েন্ট অর্জন করে তারা আল হিলালের চেয়ে মাত্র এক পয়েন্ট ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ২০২৩ সালে যোগ দেওয়ার পর থেকে ক্লাবের হয়ে ৯৫ ম্যাচে ৯১ গোল করা এই মহাতারকা গত জুনেই ২০২৭ সাল পর্যন্ত নতুন চুক্তি সই করেছেন।

তবে দলবদল নিয়ে তার এই বর্তমান অসন্তোষ ক্লাবের ভেতর এক অস্থিরতার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

মুখ খুললেন ফিফা সভাপতি

পোস্ট ডেস্ক : ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ফিফা শান্তি পুরস্কার দিয়ে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা গেল বছর বেশ বিতর্কের মুখেই পড়ে গিয়েছিল। এবার সংস্থাটির প্রধান জিয়ান্নি ইনফান্তিনো আবারও তার বিতর্কিত সিদ্ধান্তের পক্ষই নিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে শান্তি পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে সমালোচনার মুখেও বললেন, ট্রাম্প এই পুরস্কার পাওয়ার 'যোগ্য'।

গত ডিসেম্বর ২০২৫ সালে ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপ ড্রতে ট্রাম্পকে এই শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মান করেছে। এ সিদ্ধান্তের পর অনেক ক্রিকেট-ফুটবল দর্শক ও বিশ্লেষক তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।

একই সময়ে কিছু দেশ ও সমর্থকরা ফিফা বিশ্বকাপ বয়কটের ডাক দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি ও কর্মকাণ্ডের কারণে। ইনফান্তিনো এই বয়কটের কোনো সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'যেখানে কখনো ব্যবসা বয়কটের ডাক ছিল না, সেখানে কেন ফুটবলকে বয়কট করা হবে?' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্ব একটি বিভক্ত জায়গা, সেখানে ফুটবল মাধ্যম হয়ে মানুষকে মিলিয়ে দেয়।'

ইনফান্তিনো আরও বলেছেন, রাশিয়াকে আবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি 'দেখা হবে'। রাশিয়া ২০২২ সালে ইউক্রেন আক্রমণের পর থেকে নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু তিনি মনে করেন বয়কট ও নিষেধাজ্ঞা ঘৃণা ও হতাশা সৃষ্টি করেছে।

ক্রিকেটের নিয়মে আসছে বড় পরিবর্তন

পোস্ট ডেস্ক : ক্রিকেটের বেশ কয়েকটি নিয়মে পরিবর্তন আনার অনুমোদন দিয়েছে খেলাটির আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলেবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)। সব ঠিক থাকলে নতুন সংশোধিত নিয়ম আগামী ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হতে পারে।

এমসিসি জানিয়েছে, এসব পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো ক্রিকেটের আইনগুলোকে বর্তমান সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করে তোলা, সর্বস্তরের ক্রিকেটারদের জন্য খেলাটিকে আরো সহজবোধ্য করা, খরচ কমিয়ে আনা এবং খেলাটিকে আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা।

ক্রিকেটের নিয়মে এবারের পরিবর্তন সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলোর একটি।

এতে মোট ৭৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন আনা হয়েছে। পাশাপাশি ভাষাগত অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

এমসিসি আগেভাগেই নতুন আইন প্রকাশ করল যেন খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও ক্রিকেট বোর্ডগুলো এসব পরিবর্তনের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে পারে। কিছু নতুন নিয়ম এরই মধ্যে আইসিসি ও অন্যান্য সংস্থা তাদের খেলার শর্তাবলিতে ব্যবহার করছে।

নতুন নিয়ম তৈরির কাজ করেছে এমসিসির আইনবিষয়ক উপ-কমিটি। পরে তা ক্রিকেট কমিটি ও মূল কমিটির অনুমোদন পেয়েছে।

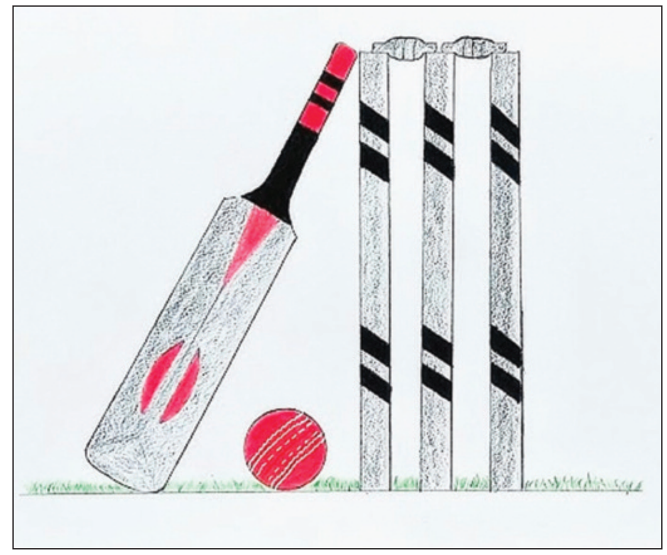

সবচেয়ে আলোচিত পরিবর্তনগুলোর একটি হলো ওপেন-এজ (প্রাপ্ত বয়স্কদের) বিনোদনমূলক ক্রিকেটে লেমিনেটেড ব্যাট ব্যবহারের অনুমতি। আগে এই ধরনের ব্যাট শুধু জুনিয়র ক্রিকেটে ব্যবহার করা যেত।

এই টাইপ-ডি ব্যাট সর্বোচ্চ তিনটি কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়।

ইংলিশ উইলো কাঠের সংকটের কারণে ব্যাটের দাম বেড়ে গেছে। তাই খরচ কমানোর জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমসিসির গবেষণায় বলা হয়েছে, এই ব্যাটে অতিরিক্ত সুবিধা খুবই সামান্য। তাই এটি বিশেষ করে অপেশাদার ক্রিকেটারদের জন্য উপকারী ও টেকসই সিদ্ধান্ত।

ব্যাটের নতুন মাপ নির্ধারণ

সর্বোচ্চ প্রস্থ : ১০৮ মিলি মিটার

সর্বোচ্চ গভীরতা : ৬৭ মিলি মিটার

সর্বোচ্চ এজ (কিনারা) : ৪০ মিলি মিটার

এ ছাড়া ব্যাটের মুখের পেছনে এখন উইলো ছাড়া অন্য উপাদান ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে এখনো এক টুকরো উইলো ব্যাটই ব্যবহার হবে।

ম্যাচ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

দীর্ঘ পরিসরের (টেস্ট, প্রথম শ্রেণির ম্যাচ) ক্রিকেটে এখন থেকে দিনের শেষ ওভারটি পুরোপুরি শেষ করা হবে, এমনকি নির্ধারিত সময়ের পর উইকেট পড়লেও।

আগের নিয়মে দিন শেষ হওয়ার সময় যদি উইকেট পড়ত, তাহলে নতুন ব্যাটারকে পরদিন সকালে খেলতে নামতে হতো। এমসিসির মনে হয়েছে, এতে ব্যাটিং দল অন্যায় সুবিধা পেত। তাই এই নিয়ম বদলানো হয়েছে।

ওভারথ্রো ও খেলোয়াড়দের আচরণসংক্রান্ত নিয়ম

ওভারথ্রোসংক্রান্ত নিয়ম নতুন করে লেখা হয়েছে। বিভ্রান্তি দূর করতে ওভারথ্রো ও মিসফিল্ডের ব্যাখ্যা আরো পরিষ্কার করা হয়েছে।

খেলোয়াড়দের আচরণসংক্রান্ত নিয়মেও বড় পরিবর্তন এসেছে। নিয়ম কার্যকর হলে আম্পায়াররা ৫ রান পেনাল্টি দিতে পারবেন, খেলোয়াড়কে সাময়িকভাবে বা ম্যাচ চলার পুরোটা সময়ে মাঠের বাইরে পাঠাতে পারবেন। যদি অধিনায়ক শাস্তি কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে প্রতিপক্ষের জয় বা ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা পর্যন্ত করতে পারবেন।

আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন

? বদলি খেলোয়াড় উইকেটকিপিং করতে পারবেন।

? চোট এড়াতে তারে বাঁধা বেইল ব্যবহারের অনুমতি।

? জুনিয়র ও নারী ক্রিকেটে বলের আকার তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

? শর্ট রান ও ডেড বল সংক্রান্ত নিয়ম আরও পরিষ্কার করা হয়েছে।

? খেলার নিয়ম থেকে লিঙ্গভিত্তিক ভাষা বাদ দেওয়া হয়েছে যেন বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট আরো অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।

আইসিসিকে ৬ হাজার ১৫০ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে ফেলে দিল পাকিস্তান

পোস্ট ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই শুধু ক্রিকেট নয়। এই ম্যাচই পুরো টুর্নামেন্টের অর্থনীতির চালিকাশক্তি। ট্রফির চেয়েও বড় এই লড়াই থেকে আসে সবচেয়ে বেশি আয়। তাই পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের সিদ্ধান্ত বিশ্ব ক্রিকেটে বড় আলোড়ন তুলেছে।

পাকিস্তান সরকার বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিলেও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে না বলে জানানো হয়। এরপর আইসিসি এক বিবৃতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে। আইসিসি জানায়, 'আইসিসি আশা করে পিসিবি বিষয়টি নতুন করে ভাববে। এই সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের ক্রিকেটের পাশাপাশি বৈশ্বিক ক্রিকেট ব্যবস্থার ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে।'

ক্রিকেটের আর্থিক ভাষায় এর মানে স্পষ্ট। বিষয়টি রাজনীতির চেয়েও বেশি অর্থের সঙ্গে জড়িত। ভারত-পাকিস্তান টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মোট বাজারমূল্য ধরা হয় প্রায় ৫০ কোটি ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৬১৫০ কোটি টাকা। সম্প্রচার স্বত্ব, বিজ্ঞাপন, স্পন্সর, টিকিট বিক্রি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক কার্যক্রম মিলিয়েই এই অঙ্ক।

এই একটি ম্যাচ বাতিল হলে সম্প্রচার সংস্থাগুলোর বড় ক্ষতি হবে। শুধু বিজ্ঞাপন থেকেই প্রায় ৩০০ কোটি রুপি আয় কমে যেতে পারে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ১০ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপনের দাম থাকে ২৫ থেকে ৪০ লাখ রুপি। অন্য কোনো ম্যাচ এই ধারেকাছেও নেই।

সম্প্রচারকারী সংস্থাগুলো নিশ্চিত ম্যাচের জন্যই বড় অঙ্কের টাকা দেয়। মাঝপথে এমন ম্যাচ বাতিল হওয়া মানে বড় আর্থিক ঝুঁকি। ইতোমধ্যে সম্প্রচারকারী প্রতিষ্ঠান আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণ চাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে বলে জানা গেছে।

এই ক্ষতির চাপ শেষ পর্যন্ত আইসিসির ওপর পড়বে। এরপর সেই চাপ গিয়ে পড়বে সদস্য দেশগুলোর ওপর। ছোট ও সহযোগী দেশগুলো সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়বে। কারণ তারা আইসিসির আয়ের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ভারত ও পাকিস্তান দুই বোর্ডই এই ম্যাচ না হলে প্রায় ২০০ কোটি রুপির ক্ষতির মুখে পড়তে পারে। ভারতের জন্য এটি বড় হলেও সামাল দেওয়া সম্ভব। কিন্তু পাকিস্তানের জন্য হিসাবটা অনেক কঠিন।

পিসিবি আইসিসির মোট আয়ের প্রায় ৫.৭৫ শতাংশ পায়। বছরে এর পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৪৫ লাখ ডলার। এই আয় নির্ভর করে নিয়ম মানা ও অংশগ্রহণের ওপর। স্বেচ্ছায় ম্যাচ বয়কট করলে তা 'ফোর্স মাজর' হিসেবে ধরা হবে না। ফলে কোনো বীমা সুবিধা থাকবে না। আইনি সুরক্ষাও মিলবে না। জরিমানা, ক্ষতিপূরণ এবং সম্প্রচারকারী সংস্থার মামলার ঝুঁকিও তৈরি হবে।

এর চেয়েও বড় ক্ষতি হলো বিশ্বাসযোগ্যতার। ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ম্যাচ মানেই অনিশ্চয়তা হিসেবে দেখা হতে পারে। এতে ভবিষ্যৎ সম্প্রচার স্বত্বের দাম কমতে পারে। স্পন্সররা আগ্রহ হারাতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।

এই সব হিসাবের বাইরে আছেন দর্শকরা। অনেকেই এই ম্যাচ দেখার জন্য টিকিট, হোটেল আর ভ্রমণের বুকিং করেছেন। ম্যাচ না হলে তাদের ক্ষতি সরাসরি এবং অপূরণীয়।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন আর শুধু ক্রিকেট নয়। এটি বিশ্ব ক্রিকেটের অর্থনীতির ইঞ্জিন। এই ম্যাচ থেকে সরে দাঁড়ানো মানে শুধু একটি বিশ্বকাপ নয়, পুরো ক্রিকেট ব্যবস্থায় বড় ধাক্কা।

যিনি বদলে দিয়েছিলেন শহরের নীচের পৃথিবী: জোসেফ বাজালজেট

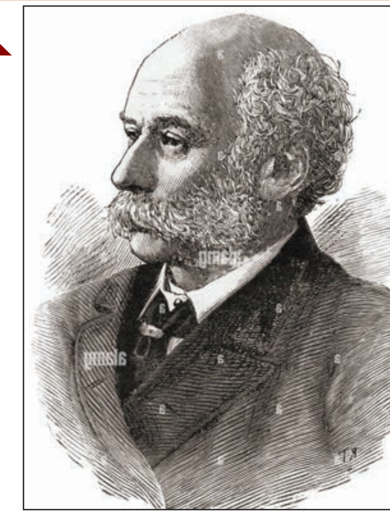

ঈশা খান রাশেদ

একবার কল্পনা করুন-একটি শহর, যেখানে নদীর পানি কালচে, বাতাসে অসহ্য দুর্গন্ধ, আর প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে পানিবাহিত রোগে। আজকের আধুনিক লন্ডনকে দেখে এমন দৃশ্য কল্পনা করাই কঠিন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাস্তবতা ছিল ঠিক এমনই। সেই অন্ধকার সময়েই আবির্ভাব ঘটে এক নীরব নায়কের, যার নাম জোসেফ বাজালজেট।

তিনি কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না, ছিলেন না চিকিৎসকও। তিনি ছিলেন একজন প্রকৌশলী-কিন্তু তার কাজ বদলে দিয়েছিল লাখো মানুষের জীবন।

নোংরা শহর, অসুস্থ মানুষ

১৮০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডন ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় শহরগুলোর একটি। দ্রুত জনসংখ্যা বাড়লেও শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ছিল ভয়াবহ রকমের দুর্বল। ঘরের টয়লেটের বর্জ্য, রান্নাঘরের ময়লা-সবই গিয়ে পড়ত খোলা নালা বা সরাসরি টেমস নদীতে।

এই টেমস নদীর পানিই আবার অনেক মানুষ পান করত। ফলাফল? একের পর এক কলেরা, টাইফয়েড আর ডায়রিয়ার মহামারি। শুধু কলেরাতেই মারা যেত হাজার হাজার মানুষ।

১৮৫৮ সালের এক গরম গ্রীষ্মে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে নদীর দুর্গন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হয়। ইতিহাসে এই ঘটনা পরিচিত "গ্রেট স্টিঙ্ক" নামে। তখনই সবাই বুঝে যায়-আর দেরি করলে শহরটাই অচল হয়ে যাবে।

সমাধানের দায়িত্ব পেলেন এক প্রকৌশলী

এই ভয়াবহ সংকটের সময় দায়িত্ব দেওয়া হয় জোসেফ বাজালজেটকে। তিনি তখন লন্ডনের প্রধান সিউয়ার প্রকৌশলী। বাজালজেট খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন-ছোটখাটো সংস্কার দিয়ে এই সমস্যা সমাধান হবে না। দরকার পুরো শহরের জন্য একটি নতুন, আধুনিক সিউয়ার ব্যবস্থা।

তিনি পরিকল্পনা করেন শহরের নিচ দিয়ে বিশাল সিউয়ার টানেল বানানোর, যা ঘরের সব বর্জ্য সংগ্রহ করে শহরের বাইরে নিয়ে যাবে। অনেকেই তখন তার পরিকল্পনাকে অসম্ভব বলেছিলেন। খরচ বেশি, কাজ কঠিন-সমালোচনার শেষ ছিল না। কিন্তু বাজালজেট দমে যাননি।

শহরের নিচে গড়ে উঠল নতুন এক পৃথিবী

বছরের পর বছর ধরে লন্ডনের নিচে তৈরি হতে থাকে বিশাল ভূগর্ভস্থ সিউয়ার নেটওয়ার্ক। এই বড় সিউয়ারগুলোকে বলা হতো "ইন্টারসেপ্টিং সিউয়ার"। এগুলো ছোট নালা থেকে ময়লা সংগ্রহ করে দূরে সরিয়ে দিত।

তিনি ইট ও সিমেন্টের মান নিয়ে ছিলেন খুবই কঠোর। ভবিষ্যতে শহরের জনসংখ্যা আরও বাড়বে-এই চিন্তা করে তিনি সিউয়ারগুলো প্রয়োজনের চেয়েও বড় করে তৈরি করেন। সে সময় অনেকেই এটাকে বাড়াবাড়ি মনে করেছিল। কিন্তু আজ, দেড়শ বছরের বেশি সময় পরেও, সেই সিউয়ারগুলোই লন্ডনকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

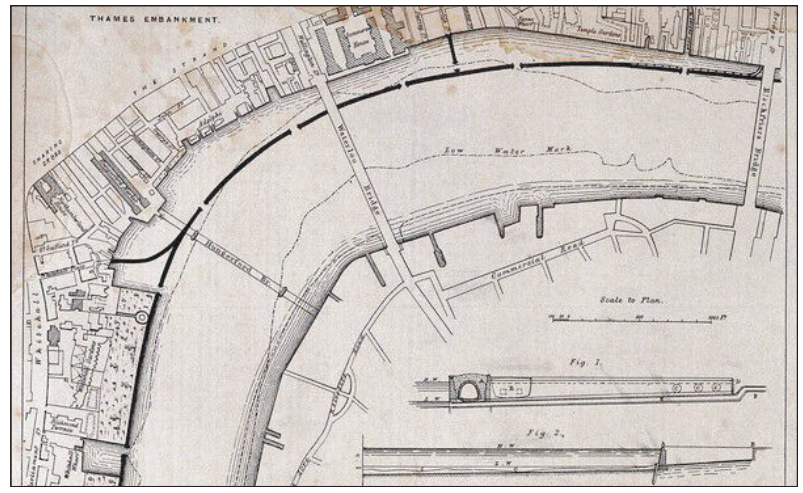

রোগ কমল, জীবন ফিরল

সিউয়ার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর পরিবর্তন আসে চোখে পড়ার মতো। কলেরা প্রায় উধাও হয়ে যায়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার হতে শুরু করে। নদীর পানি ধীরে ধীরে দূষণমুক্ত হয়।

সবচেয়ে বড় কথা-মানুষ বাঁচতে শুরু করে।

পরিষ্কার পরিবেশে মানুষ সুস্থ থাকে, কাজ করতে পারে, পরিবার নিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে পারে। লন্ডন ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে একটি আধুনিক শহর।

নীরব নায়ক, বিশাল প্রভাব

জোসেফ বাজালজেটের কাজ শুধু লন্ডনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার সিউয়ার পরিকল্পনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক শহর তার মডেল অনুসরণ করে নিজেদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

১৮৭৫ সালে তার অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তাকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। কিন্তু হয়তো তার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো-আজও তার তৈরি সিস্টেম মানুষের অজান্তেই নিরবিচারে কাজ করে যাচ্ছে।

শেষ কথা

আমরা যখন টয়লেট ফ্লাশ করি, পরিষ্কার পানি পাই বা দুর্গন্ধমুক্ত রাস্তায় হাঁটি-তখন খুব কমই ভাবি, এর পেছনে কার অবদান। কিন্তু শহরের নিচে থাকা সেই অদৃশ্য অবকাঠামোর পেছনে রয়েছেন জোসেফ বাজালজেটের মতো মানুষ। তিনি দেখিয়ে গেছেন, প্রকৌশল শুধু ইট-পাথরের কাজ নয়-এটা মানুষের জীবন বাঁচানোর কাজ।

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

'Good character' citizenship policy set for High Court hearing in June

Post Desk: Wilson Solicitors reported on Monday that the High Court has granted permission for a full judicial review of the Home Office's policy guidance on assessing "good character" in applications for British citizenship. The case will be heard over three days, from 9 to 11 June 2026, before the Divisional Court, which considers judicial reviews raising issues of significant public importance. A written judgment is expected several months after the hearing.source Ein.

According to Wilsons, the proceedings will focus on four lead claimants, all of whom are recognised refugees with indefinite leave to remain in the UK. Other claimants represented by the firm have had their cases paused pending the outcome of the lead claims. The Court has also allowed certain applicants additional time to challenge refusals or the policy itself, extending the usual judicial review time limits until three months after the lead cases are decided.

The legal challenge concerns amendments made to the Home Office's Good character: caseworker guidance in February 2025. As Wilsons explained in earlier articles published in March and May 2025, the revised guidance states that people who entered or arrived in the UK illegally will normally have their applications for British citizenship refused, regardless of how long ago the entry occurred. Under the previous policy, some historic immigration breaches could be disregarded once an applicant had been granted indefinite leave to remain and had demonstrated good character since that point.

In an update published in July 2025, Wilsons said that the Home Office had initially indicated in pre-action correspondence that it intended to amend the guidance to address the position of people who would have a defence under section 31 of the Immigration and Asylum Act 1999. However, the firm reported that Home Office lawyers later confirmed there was no timetable for issuing revised guidance and no clarity on what amendments, if any, would be made.

The judicial review grounds filed by Wilson Solicitors in June 2025 argue that the policy is unlawful for several reasons. The firm says the policy gives incorrect direction to Home Office decision-makers about the law, including how provisions of the Refugee Convention relating to refugees' entry and naturalisation should be applied. It also argues that the guidance does not require officials to properly consider the impact of a refusal on an applicant's right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights. In addition, Wilsons contend that the policy operates in a discriminatory way, and that it is unlawful under domestic public law principles because it undermines the purpose of citizenship legislation and is irrational.

The Home Secretary denies the claims. Wilsons reported in July 2025 that the Government's defence emphasises the discretion available to decision-makers to assess good character on an individual basis, and argues that refusal of naturalisation does not amount to a "penalty" for the purposes of Article 31 of the Refugee Convention.

Wilson Solicitors also reported that some individuals affected by the policy have already secured British citizenship following legal challenges. In one case reported by the Guardian in December, a refugee from the Democratic Republic of the Congo successfully challenged a refusal made under the amended guidance, in what was thought to be the first successful challenge under the revised policy.

ILR 'earned settlement' changes to proceed, says immigration minister

Post Desk: The House of Commons today held a Westminster Hall debate on the Government's proposals for an "earned settlement" model and wider reform of indefinite leave to remain (ILR), including plans to double the standard qualifying period from five to ten years. The Government's proposed changes would apply not only to future applicants but also retrospectively to migrants already in the UK who have not yet secured ILR.

The debate was triggered after two petitions each surpassed 100,000 signatures. One petition to Keep 5-Year ILR and Restrict Access to Benefits for New ILR Holders has received over 234,000 signatures, while an earlier petition to Protect Legal Migrants: do not implement the 10-Year ILR proposal closed with over 106,000 signatures.

Opening today's debate, Labour's Tony Vaughan said the proposed changes would 'move the goalposts' for migrants who had come to the UK under the expectation of a five-year route to settlement, warning that retrospective reform would amount to a breach of trust. He noted that many had built their lives in the UK on the basis of the existing rules and that changing them mid-way would undermine fairness and damage key sectors already facing recruitment shortages.

Vaughan told MPs: "The Government are now considering doubling the wait for settlement from five years to 10, and up to 15 years for care workers. One of the most contentious elements of the consultation is that that will apply to people who are already here. I fundamentally oppose that rule change. Migrants entered this country on a contract, and the deal was simple: if they came to work in the sectors where we needed them, obeyed the law and paid their taxes, they could stay. Changing the terms of that contract after people have spent years building a life here is not just bad policy but a breach of trust. It makes Britain look unpredictable and like a country that does not keep its word. We cannot talk about earning settlement if we keep moving the goalposts after the game has started. In my view, retrospectivity is un-British and undermines our sense of fair play."

Numerous MPs spoke in agreement during the three-hour debate, urging the Government to abandon its plans for retrospective changes to ILR. As Tony Vaughan noted, every backbencher who spoke opposed retrospectivity. Many MPs emphasised the impact on their constituents, describing the uncertainty and anxiety the proposals had caused for individuals and families already living in the UK.

Labour MP Barry Gardiner highlighted the financial impact of the proposals, warning that "[r]etrospectivity and arbitrary or subjective criteria make for bad law, precisely because they destroy clarity and certainty". He cited the case of a family in his constituency who had already paid £28,726 in visa fees and charges under the existing rules, and who could ultimately face costs exceeding £43,000 if required to continue on an extended pathway to settlement, with no guarantee that the rules would not change again in the meantime.

Mahmood defends immigration reforms amid Labour opposition

Post Desk: The home secretary has defended the government's immigration proposals as "fair" amid opposition from Labour MPs over changes to permanent settlement rights.

Shabana Mahmood said a "very large number of people" arriving in the UK in an "unprecedented way" in recent years does "demand an answer" from the government.

Ministers want to double the time it takes most migrant workers to qualify for permanent residence from five years to 10 years.

But around 40 Labour MPs have raised concerns about the impact of the proposals on migrants already living here, describing the retrospective approach as "un-British" and "moving the goalposts".

They have warned it could worsen the UK's skills shortage, particularly in the care sector.

Settlement, also known as indefinite leave to remain, gives a person the right to live, work and study in the UK for as long as they like and apply for benefits if they are eligible.

The Home Office has said its figures show net migration - the difference between those entering and leaving the country - added 2.6 million people to the UK population between 2021 and 2024.

The department has forecast around 1.6m people could therefore settle between 2026 and 2030.

The government's proposed changes would extend the standard wait to qualify for settlement to 10 years, although there would be criteria which could lengthen or shorten it.

The consultation, which closes on 12 February, has sought views on possible transitional arrangements for people already on a route to settlement.

The changes would not apply to people who have already obtained settlement.Mahmood, appearing before MPs at the Home Affairs Committee, said settlement in the UK is a "privilege not a right" and it would be "odd" for the UK not to seek to attract the "brightest and best" people to work in the country.

She told MPs: "I think at five years that's actually quite a short period before people can be permanently settled in the country with all of the benefits that that brings.

"I think it's right therefore that we extend it. And in the range of proposals that we've set out there are some things that could help you bring that qualifying period down.

"So if you're a particularly high earner, you've come through on any of the global talent routes, you're a higher band taxpayer, you can earn that period down from 10 years to potentially three.

"But then the reverse is true as well so if you do fall upon the state and you end up accessing benefits that can increase your qualifying period."

The proposals include those people who arrived on post-Brexit health and social care visas having to wait 15 years.

Labour MP Dr Peter Prinsley highlighted the demand for care workers who are "not high earners but who are nevertheless extremely useful members of society", adding: "We need to be able to attract people to come to work in those sectors."

Bell Ribeiro-Addy noted there was "anxiety of retrospectivity" and added it was "causing a lot of issues".

The Labour MP for Clapham and Brixton Hill asked what would happen if a person has the right to apply for settlement now but could not afford it until the new system came in.

Mahmood said an application is "assessed based on the rules that are in force at the point that the application is made", adding this was not a new change.

'Un-British'

The exchanges at the Home Affairs Committee followed a parliamentary debate in Westminster Hall on Monday in which several Labour MPs voiced their concerns.

Tony Vaughan, the MP for Folkestone and Hythe, said: "You cannot talk about earning settlement if you keep moving the goalposts after the game has started.

"In my view, retrospectivity is un-British and undermines our sense of fair play. It should be abandoned."

York Central MP Rachael Maskell said the government's immigration reforms risked worsening the UK's skills shortage and the "only place where this policy belongs is in the bin".

Elsewhere in the committee session on Wednesday, Mahmood said she could not guarantee she would be able to say whether the number of small boats crossing the English Channel would decrease in the next 12 months.

In 2025, a total of 41,472 migrants crossed the Channel in small boats, which was almost 5,000 more than the previous year.

Mahmood told MPs: "I would love to be in that position. I can't guarantee I'm going to be in that position.

"That's because the measures will take some time to come into effect. We will legislate at the earliest opportunity to change the appeal system, to further restrict the way that Article 8 of the Human Rights Act is interpreted."

Smart Edge
Real Estate
Where location meets opportunity

YOUR GATEWAY
TO SMARTER PROPERTY INVESTMENTS IN DUBAI

Dubai is not just a city, it's an opportunity. At Smart Edge Real Estate LLC, we connect local and international buyers with high-potential residential and commercial properties across Dubai's most promising locations. Whether you're looking for your dream home, a high-yield rental property, or a solid investment with capital appreciation, we provide expert guidance every step of the way. Our bespoke approach is built on deep market insight, strong developer relationships, and a commitment to trust and transparency.

www.smartedgerealestate.ae | www.smartedgerealestate.co.uk

MOBILE: +44 7960 000 929 (UK)
MOBILE: +971 506 123 929 (UAE)
LANDLINE: +44 203 633 2545 (UK)

UK OFFICE
S7, 2ND FLOOR, THE WHITECHAPEL CENTRE
85 MYRDLE STREET, LONDON E1 1HL

DUBAI OFFICE
12E, THE PLAZA BUILDING, DEIRA CREEK HOLDINGS
AL KHOR, PO BOX 333888, DUBAI, UAE

"With over 30 years of experience in the media industry, advising clients, managing campaigns, and understanding consumer trends, I've brought that same insight and strategic thinking into Dubai's property market. At Smart Edge Real Estate, we don't just sell property, we guide you to make the right investment, at the right time, in the right location. Whether you're new to real estate or building a portfolio, I personally offer advisory support to help you make informed, profitable decisions."
TAZ CHOUDHURY, CO-FOUNDER & CEO

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ◆ Issue: 1075 ◆ Friday 06 February - Thursday 12 February 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ডাঃ জাকি রিজওয়ানা আনোয়ার সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বাংলা পোস্ট-এ নিয়মিত লিখছেন।

এ সাপ্তাহের কলাম পড়ুন ১৩ এর পাতায়।

যুক্তরাজ্যে সুবিধা নেয়ার শীর্ষে বাংলাদেশীরা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্যের হার ও সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরতায় শীর্ষে বাংলাদেশী অভিবাসীরা। এমন তথ্য উঠে এসেছে সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণা ও দেশটির সরকারি পরিসংখ্যানে।

সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের দাতব্য এবং সামাজিক নীতি গবেষণা সংস্থা জোসেফ রাউন্ট্রি ফাউন্ডেশনের (জেআরএফ) এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরতদের মধ্যে দারিদ্র্যের হারে সবচেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশীরা। দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের অর্ধেকেরও বেশি দারিদ্র্যের শিকার। প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের সামগ্রিক গড় দারিদ্র্যের হার ২১ শতাংশ। তবে বাংলাদেশীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৩ শতাংশ। দেশটির গড় দারিদ্র্যের তুলনায় বাংলাদেশী পরিবারগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের হার দ্বিগুণেরও বেশি। আর শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর তুলনায় এ হার প্রায় ২ দশমিক ৯ গুণ। শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮ শতাংশ। এমনকি এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য

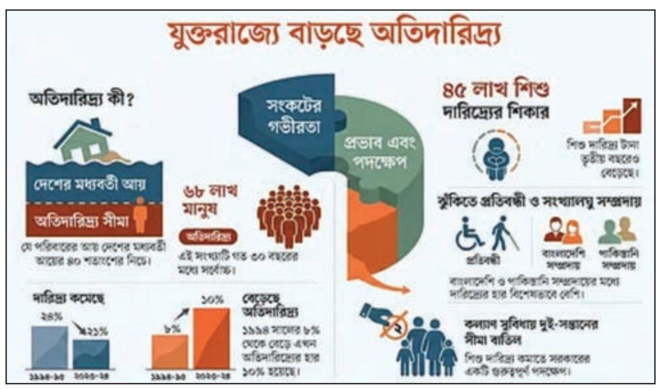

দেশের অভিবাসীদের তুলনায়ও বাংলাদেশী অভিবাসীদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার বেশি। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, পাকিস্তানি পরিবারগুলোতে দারিদ্র্যের হার ৪৯ শতাংশ, চীনা পরিবারগুলোর মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩৬ শতাংশ এবং ভারতীয় পরিবারগুলোতে এ হার ২৬ শতাংশ।

এছাড়া চরম দারিদ্র্যের (যেসব পরিবারের আয় রাষ্ট্রীয় গড় আয়ের ৪০ শতাংশ কম) ক্ষেত্রেও বাংলাদেশীরা তালিকার শীর্ষে অবস্থান করছে। শ্বেতাঙ্গ পরিবারগুলোতে চরম দারিদ্র্যের হার ৮ শতাংশ হলেও বাংলাদেশী পরিবারগুলোর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার প্রায় ২৩ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি চারজন বাংলাদেশীর মধ্যে একজন চরম দারিদ্র্যের শিকার। পাকিস্তানি পরিবারগুলোর মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ, আর অন্যান্য এশীয় পরিবারগুলোর মধ্যে এ হার ২০ শতাংশ।

দারিদ্র্যের সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র দেখা গেছে বাংলাদেশী শিশুদের ক্ষেত্রে। যেখানে শ্বেতাঙ্গ শিশুদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৪ শতাংশ, সেখানে বাংলাদেশী শিশুদের ৬৫ শতাংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। আর অন্তত ২৮ শতাংশ বাংলাদেশী শিশু চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে উঠছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দীর্ঘমেয়াদি চরম দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশীরা শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় প্রায় পাঁচ গুণ বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। ২০১১ থেকে ২০২৩ --১৭ পৃষ্ঠায়

রয়্যাল লজ ছাড়লেন অ্যান্ড্রু

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য এবং রাজা তৃতীয় চার্লসের ভাই অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন যুক্তরাজ্যের উইন্ডসর শহরের রয়্যাল লজ বাসভবন ছেড়ে নরফোকের স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটে চলে গেছেন। গত সোমবার রাতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বাসভবন ত্যাগ করেন। জানা গেছে, স্যান্ড্রিংহাম এস্টেটের যে বাড়িতে তিনি স্থায়ীভাবে উঠবেন, সেখানে সংস্কারকাজ চলছে। আপাতত তিনি একই এস্টেটের উড ফার্ম কটেজে অবস্থান করছেন। রাজা তৃতীয় চার্লসের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এই এস্টেটে অ্যান্ড্রুর নতুন বাসভবনের ব্যয়ও তিনি বহন করবেন বলে জানা গেছে। ভবিষ্যতে অ্যান্ড্রু মার্শ ফার্মে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সম্পর্কের অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই অ্যান্ড্রুকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। বাকিংহাম প্যালেস আগেই ঘোষণা দিয়েছিল, তাকে রয়্যাল লজ ছাড়তে হবে। সর্বশেষ এপস্টেইন-সংক্রান্ত নতুন নথি প্রকাশের পর এ --১৭ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসে ২২টি ক্লাসে ৩০০ শিশু নিয়ে শুরু হয়েছে ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম

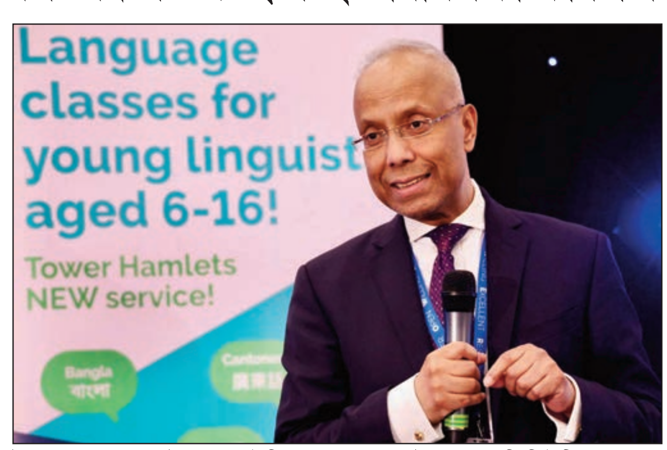

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের উদ্যোগে জমকালো আয়োজনে উদ্বোধন হলো কাউন্সিলের ইয়াং কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজেস (ওয়াইসিএল) সার্ভিস। ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে সাতটা পর্যন্ত টাউন হলের গ্রোসার'স উইংয়ে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান, ডেপুটি মেয়র এবং এডুকেশন ও ইয়ুথ কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলার মাইয়ুম তালুকদার, কাউন্সিলের চিফ এক্সিকিউটিভ স্টিফেন হসলি সহ কাউন্সিলের --১৭ পৃষ্ঠায়

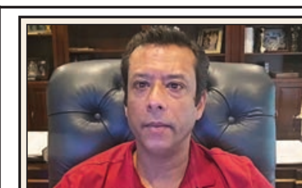

জয়ের ভার্চুয়াল বক্তব্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া

পোস্ট ডেস্ক : কলকাতা আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র (আইসিসিআর) মিলনায়তনে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল বক্তৃতা করেন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। তিনি ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন ও সেই সময় নিহতদের বিষয়ে বক্তব্য দেন, যা নিয়ে কলকাতার রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

জয় তার বক্তব্যে বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনের --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নতুন কমিটির (২০২৬-২৭) আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ

লন্ডন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ : লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি তারেক চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি আকরামুল হুসাইন ও কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল হান্নানের নেতৃত্বে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই কমিটি আগামী দুই বছরের (২০২৬-২০২৭) জন্য দায়িত্ব পালন করবে । সদ্য বিদায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, জেনারেল সেক্রেটারি তাইসির --১৭ পৃষ্ঠায়